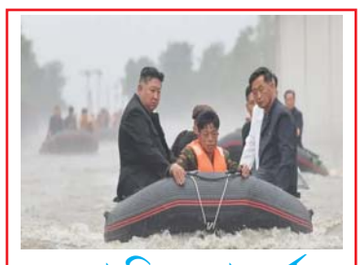

বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, উত্তর কোরিয়ার ৩০ জনকে গুলি করে হত্যা

সারে-জমিন

প্রাক্তন বিধায়ক জয়নাল আবেদিনের ইন্তেকাল

রূপসী বাংলা

চিনা অর্থনীতি ব্যবস্থায় বহু অবদান আছে মুসলিমদের

সম্পাদকীয়

আলোকিত এক জীবন ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ

শিক্ষক দিবস

অপ্রত্যাশিত ভাবে লিগের লাস্ট বয়ের কাছে হার মহামেডানের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২০ ভাদ্র ১৪৩১
১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 241 ■ Daily APONZONE ■ 5 September 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আরজি কর কাণ্ডের শুনানি পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর কাণ্ডে বৃহস্পতিবার শুনানির দিন ধার্য ছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বৃহস্পতিবার বসছে না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় নিজে এই মামলার শুনানি করছেন। কিন্তু তিনি বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে থাকছেন না। বুধবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধান বিচারপতি ৫ সেপ্টেম্বর আদালতে বসবেন না, তাই বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ বৃহস্পতিবার শুনানিতে বসছে না। তবে এই দুই বিচারপতি পৃথকভাবে বেঞ্চ বসবেন দশ নম্বর কোর্টের অন্যকিছু মামলা শোনার জন্য। নতুন তালিকায় দেখা গিয়েছে, আরজি কর মামলাটি রাখা হয়নি। ফলে আরজি করের শুনানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে, আরজিকর মামলার আইটেম কবে থাকবে তা জানানো হয়নি সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে।

এনসিএল শংসাপত্র মিলছে না, চাকরি পরীক্ষা ও ভর্তির ক্ষেত্রে সঙ্কটে ওবিসিরা

সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সংখ্যালঘু সংগঠন ‘পিআইবি’র

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি সংরক্ষণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল। এবার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী এবং চাকরি প্রার্থীদের ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না, অভিযোগ উঠল প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে ‘প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়াল অফ বেঙ্গল’-এর পক্ষ থেকে বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইমেইল মারফত চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২২শে মে ওবিসি সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হয়। কেসে হারে রাজ্য সরকার। যে রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছিল, ‘২০১০ সালের পর থেকে জারি করা রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হলেও এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়ে গিয়েছেন বা চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কোনও প্রভাব ফেলবে না।’ যদিও ‘এই রায় মানি না’ বলেও মন্তব্য করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এরপর নানা সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের ওবিসি রায়ের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায়। বসিরহাটে নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদর্পে ঘোষণা করেন ‘রাজ্যে ওবিসি’দের সংরক্ষণ কিছুতেই কাটতে দেব না।’ পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। একুশে জুলাই-এর মঞ্চ থেকেও মমতা ঘোষণা করেন ‘ওবিসি সংরক্ষণ উঠবে না, আইনি লড়াই করছি, করে যাব।’

মুখ্যমন্ত্রীকে ওবিসিদের সমস্যা নিয়ে লেখা পিআইবি-র চিঠি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে ওবিসিদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা

রাজ্যের কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য আবেদনের শুরুতে রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বার্তা দিয়েছিলেন, ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হবে। তা সত্ত্বেও বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট পাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছে ‘প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়াল অফ বেঙ্গল।’ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, ‘ওবিসি এ/বি ক্যাটেগরিতে ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের অবশ্যই ১০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে একটি অঙ্গীকার জমা দিতে হবে, যাতে উল্লেখ করা হয় যে যদি ভবিষ্যতে তাদের ওবিসি শংসাপত্র অবৈধ হয়ে যায় তাহলে তাদের ভর্তি বাতিল করা হবে। এবং ওবিসি এ/বি ক্যাটেগরিতে ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের অবশ্যই একটি নন-ক্রিমিলেয়ার (এনসিএল) শংসাপত্র জমা দিতে হবে।’ সাকিরুল ইসলাম নামে এক ছাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন বিষয়ে ভর্তির জন্য বারুইপুর এসডিও অফিসে নন-ক্রিমিলেয়ার শংসাপত্রের জন্য গেলে তাকে সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র প্রদান করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন। সাকিরুল জানান, ‘এসডিওর আধিকারিকরা বলেছেন, আমরা যদি এনসিএল শংসাপত্র প্রদান করি কোর্ট আমাদেরকে তলব করবে, তাই আমরা দিতে পারব না।’ বাস্তবে তাই ওবিসি সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে সমস্যায় পড়েছে বহু সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী। বিশেষ করে ওবিসির এনসিএল সার্টিফিকেট পাওয়া নিয়ে। এসডিও অফিস থেকে এনসিএল শংসাপত্রে না পাওয়ার অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেনকে ফোন করা হলে,

‘কোনও ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের কাছে এখনো কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আমরা নির্দেশিকা দিয়ে দেব। তবে বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

তাজমুল হোসেন, প্রতিমন্ত্রী, রাজ্য সংখ্যালঘু দফতর

‘আপনজন’ প্রতিনিধিকে তিনি বলেন, ‘কোনও ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের কাছে এখনো কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আমরা নির্দেশিকা দিয়ে দেব। তবে বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

এ বিষয়ে ‘প্রগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়াল অফ বেঙ্গল’-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মোনাজাত আলি বিশ্বাস বলেন, ‘বিগত ২২শে মে ২০২৪ তারিখে ওবিসি সংক্রান্ত মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম শিক্ষিত সমাজে আশঙ্কার কালো মেঘ জমা হয়েছে। বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সেশন শুরু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য এসডিও অফিসে গেলে সেখান থেকে তাদেরকে ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রী এবং চাকরি প্রার্থীরা ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে আজ আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ইমেল মাধ্যমে চিঠি করেছি।’ এসডিও’দের নিকট ওবিসি এনসিএল সার্টিফিকেট প্রদানের সুনির্দিষ্ট সরকারি নির্দেশিকা জারি করার অনুরোধের পাশাপাশি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির তারিখ বর্ধিত করারও অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মোনাজাত।

মুখ্যমন্ত্রী চাকরির নিয়োগপত্র দিলেন নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার নবান্ন থেকে নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রীর হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। উল্লেখ্য, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বল্লারটোপ গ্রামের যুবক সাবির মল্লিক (২৬) রুটি রুজির টানে হরিয়ানাতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে গোরক্ষকদের হাতে গত ২৭ আগস্ট মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হয় পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিকের।

এই ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ান হয়েছে। ওই অসহায় পরিবারকে গত কয়েক দিন আগে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আর তিনি সেই নির্দেশ দেওয়ার পরেই পরিবারের কাছে সাবির মল্লিকের স্ত্রীর বায়োডাটা চাওয়া হয়। সোমবার সাবির মল্লিকের স্ত্রী সাকিলা সর্দার মল্লিক ও তাঁর আত্মীয় স্বজনরা কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির কার্যালয়ে সেই বায়োডাটা জমা করে যান। শুধু বায়োডাটাই নয়, সাকিলা তাঁর স্বামীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা এবং পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে একটি দরখাস্তও দেন

মুখ্যমন্ত্রীকে। সুত্রের খবর বুধবার নবান্নে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী সাকিলা সর্দার মল্লি কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সাকিলা তার আড়াই বছরের কন্যা সানিয়াকে কোলে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন নবান্নে। সাথে ছিলেন বাসন্তী পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা সমাজসেবী শ্রীদাম মন্ডল। মুখ্যমন্ত্রী মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সাথে দেখা করেন।ছোট্ট সানিয়া কে আদর করেন।পরে মুখ্যমন্ত্রী মৃতের স্ত্রীর হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। জানা গিয়েছে বাসন্তী ব্লকে ভূমি এবং ভূমি সংস্কার দফতরে এক বছরের জন্য অ্যাটেনডেন্ট এবং পরে গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। স্বভাবতই মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে খুশি মল্লিক পরিবার। মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাকিলা।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

প্রাক্তন বিধায়ক জয়নাল আবেদিনের ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শিরাকোল

আপনজন: অবিভক্ত মগরাহাট বিধানসভার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার, কলকাতা হাই কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি, বেড়ামারা রামচন্দ্রপুর হাই স্কুল, শেরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জয়নাল আবেদিন সাহেব ইন্তেকাল করলেন বুধবার। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানা এলাকার শেরপুরে নিজ বাসভবনে বেলা বারোটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এক সময় শিক্ষা বিষয়ক মামলায় তিনি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় ও রাজ্যের সঙখ্যালঘু মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গুণীনকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে খুনের অভিযোগ

নকীব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর

আপনজন: গুনিনকে ঝাড়ফুঁক করার জন্য বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী গ্রামের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। ঘটনা জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মথুরাপুর থানার মুকুন্দপুর এলাকায়। মৃত ব্যক্তি বাবলু পাহাড়ি মথুরাপুর থানার মাধবপুরের বাসিন্দা। মৃতের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, মাধবপুর এলাকার বাসিন্দার লক্ষ্মী হালদার তার নিজের মেয়ের অসুস্থ থাকায় বাবলু পাহাড়িকে বুধবার সকালে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। বাবলু পাহাড়ি এলাকায় গুনিন বলে পরিচিত। পরে লক্ষী হালদারের বাড়ি থেকে বেলা ১ টা নাগাদ বাবলু পাহাড়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কোথায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় মথুরাপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মথুরাপুর থানার পুলিশ।

ভালো কাজে পুরস্কার দিচ্ছেন বিডিও

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: মহিলাদেরকে স্বনির্ভর করতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের।ভালো কাজ এ মিলছে পুরস্কার এমনই অভিনব উদ্যোগ নিলেন কুলতলি ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ক্যানিংকে পিছনে ফেলে কুলতলি ব্লক জেলার সেরা শিরোপা পায়। আর এই সমস্ত মহিলাদেরকে উৎসাহ দিতে ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে গ্রুপ লিডারদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করেন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

শিশু কন্যাকে ধর্ষণে বিশেষ পকসো কোর্টে দোষী সাব্যস্ত প্রতিবেশী

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ৩ বছরের এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত প্রতিবেশী যুবক। বুধবার তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলার বিশেষ পকসো আদালত। আগামী শুক্রবার দোষীর সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক।

জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে জানুয়ারি মাসে বালুরঘাট থানা এলাকার এক শিশুকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় পরবর্তীতে সেই নাবালিকা শিশুটিকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করে তার পরিবারের লোকেরা। পরবর্তীতে অভিযুক্ত ওই যুবকের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তারা। সেই মামলাটি চলছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে।বিচারকের নির্দেশে জেল হেফাজতেই ছিলেন অভিযুক্ত। অবশেষে এদিন ওই যুবককে দোষী সাব্যস্ত করলো আদালত।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চ্যাটার্জি জানান, 'পুলিশ তদন্ত করে দোষীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। স্পেশাল কোর্টের বিচারক সরণ্যা সেনগুপ্ত অভিযুক্ত যুবককে দোষী সাব্যস্ত করেন।'

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের দু-দিনের বৈঠক বাতিল করা হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠক বাতিল করে দেওয়া হল। বৃহস্পতি ও শুক্রবার ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বুধবার ইমেইল করে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল সকল সদস্যদের জানিয়ে দেয় বর্তমান অস্বস্তি কর পরিস্থিতি এড়াতে বৈঠক বাতিল রাখা হচ্ছে। পরবর্তী বৈঠকের দিন ধার্য হলে তা জানানো হবে।

আরজিকর কান্ডে সুশান্ত রায়, সুদীপ্ত রায়, অভিক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস সহ কয়েকজনের নাম জড়িয়েছে। মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠক হলে সেখানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারতো তাই আপাতত দুদিনের এই বৈঠক বাতিল হল। কিন্তু কেন বাতিল হলো এই দুদিনের বৈঠক তা নিয়ে কোন সঠিক কারণ এখনো উল্লেখ করেনি কাউন্সিল। সূত্রের খবর অনুযায়ী যাদের নাম আরজিকর কাণ্ডে উঠেছে সেই বিষয়টি নিয়ে কাউন্সিলের দুদিনের বৈঠকে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারত। বৈঠক চলাকালীন এই বিষয়টি সামনে এলে ঝড় উঠতে পারতো। মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি তথা শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায় এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

রাবেতাভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির সরুলিয়া মাদ্রাসায়

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার উদ্যোগে বুধবার রাজ্যের রাবেতাভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির। মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার সমস্ত রাবেতাভুক্ত মাদ্রাসার নাহু, সার্ফ ও আরবী সাহিত্য বিভাগের তিনজন করে শিক্ষক নিয়ে বেলডাঙা সরুলিয়া মাদ্রাসাতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার নাযিমে আ'লা মুফতি ফখরুদ্দীন আহমদ, রাজ্য দ্বীনি তালিমি বোর্ডের সভাপতি তথা নদীয়া জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা আরশাদ আলী খান, মাওলানা আব্দুল হালিম, জেলা দ্বীনি তালিমি বোর্ডের সেক্রেটারি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মানোয়ার হোসেন কাসেমী, মুফতি আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, মুফতি রায়হানুল ইসলাম, জনাব ক্বারী রিয়াসতুল্লাহ , মুফতি শামিম আহমেদ, ক্বারী নুরুজ্জামান কাসেমী, মুফতি হাবিবুর রহমান, মুফতি মিজানুর রহমান, মাওলানা এনামুল হক প্রমুখ। আরবী ব্যাকরণ ও আরবী সাহিত্যে উপযুক্ত ছাত্র তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে আগত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেন প্রশিক্ষকরা। এছাড়াও আলোচনা করা হয় যে, ছাত্রদেরকে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাও দিতে হবে। বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রমুখ বিষয়গুলো যত্নসহকারে পড়াতে হবে। প্রত্যেক মাদ্রাসার জিম্মাদারদেরকে এলাকাভিত্তিক দশটি করে মুনাজ্জাম মক্তব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাজ্য রাবেতায়ে মাদারিসে ইসলামিয়া আরাবিয়ার অধীনে এক হাজারের অধিক মাদ্রাসা রয়েছে। এদিন প্রশিক্ষণ শিবিরে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় ২০০ টি মাদ্রাসার শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা এ রাজ্যে নির্বিঘ্নে জীবিকা নির্বাহ করছে

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: বিজেপি শাসিত উড়িষ্যা, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যে যখন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা অপমান অপদস্ত হেনস্তার শিকার হচ্ছেন তখন ভিন্ন চিত্র দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া শহরে। রাজস্থানের পরিযায়ী শ্রমিকরা হাবড়া শহরের অলিতে গলিতে এবং যশোর রোডের পাশে নির্বিঘ্নে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করছেন ছোটদের খেলনা সামগ্রী। হাবড়ার চোংদা মোড়, হাটথুবা মোড়, নগরউখরা মোড় সহ একাধিক স্থানে রাজস্থানী পুরুষ মহিলা হকারদের চোখে পড়ে, ক্রেতার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলার বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনায়ও ফুটপাতের পাশে দোকান করে কখনো কম্বল, কখনো ছোটদের দোলনা, কখনো রাস্তার পাশে কাঁচা বাদাম ভেজে বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে। এবার রাজস্থানীরা ছোটদের খেলনা সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছেন বাংলার বিভিন্ন এলাকায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁরা দলবদ্ধ ভাবে বছরের দীর্ঘ সময় পশ্চিমবাংলায় থাকেন, মরসুম অনুযায়ী ব্যবসার ধারণা পাল্টে ফেলেন, এখন তারা বাচ্চাদের খেলনা বিক্রি করছেন, এক একটা দিন এক একটি এলাকায় ফুটপাতের পাশে বসে অথবা হকারি করে ওই খেলনা বিক্রি করেন, দৈনিক মুনাফার পরিমানও যথেষ্ট। বসবাসের জন্য তাদের কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। যখন যে এলাকাতে যান, তখন সেই এলাকাতেই তাঁবু গড়েন। এভাবেই তারা জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার হলেও ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলায় নির্বিঘ্নে জীবিকা নির্বাহ করছেন সে কথা স্মরণ করিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভা সাংসদ অধ্যাপক সামিরুল ইসলাম বলেন, 'বাংলা থেকে যে পরিমাণ পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরের রাজ্যে কাজে যান তার চার-পাঁচ গুণ ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা বাংলায় কাজ করেন। তারা ভালোভাবেই বাংলাতে আছেন, বাংলার মানুষ শান্তিপ্রিয়, তাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি আমাদের রাজ্যের মানুষের ব্যবহার দেখে বাইরের রাজ্যের মানুষদের শেখা উচিত' বলে মন্তব্য করেন সামিরুল। হাবরা পৌরসভার চেয়ারম্যান তৃণমূল নেতা নারায়ণ সাহ বলেন, 'বাংলায় সকলে সুরক্ষিত, আমরা সকলের প্রতি মানবিক, অন্যের সমস্যা সৃষ্টি না করে যদি কেউ জীবিকা নির্বাহ করেন তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক হত্যায় কঠোর শাস্তি দাবি নানা সংগঠনের

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: গত ২৭ আগষ্ট হরিয়ানার চরখি দাদরিতে গরুর মাংস খেয়েছে অভিযোগ তুলে ২৩ বছরের যুবক সাবির মালিককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে 'গো-রক্ষক' বাহিনী। তার প্রতিবাদে রাজ্যের বেশ কয়েকটি সংগঠন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে। এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন বন্দী মুক্তি কমিটির ছোটন দাস, কবি প্রসূন ভৌমিক, সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের ভানু সরকার, আদিবাসী রক্ষা মঞ্চের সুবল সরকার ও জাময়াতে ইসলামি হিন্দের সাদাব মাসুম প্রমুখ।

তার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার সমালোচনা করেন। দোষীদের গ্রেফতার করা হলেও তাদের যে বেশিদিন জেলে থাকতে হবে না বা ফুলমালা দিয়ে বরণ করা হবে, সেটা হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই প্রমাণ বলে অভিযোগ তোলা হয়। সাবির মালিকের বাড়িতে থাকা মাংস ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। মহঃ আখলাকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলেন, সাবির মালিক দক্ষিণ ২৪পরগণার বাসন্তীর বাসিন্দা। তার স্ত্রী ও ২বছরের শিশু সন্তান আছে। একই সাথে মহারাষ্ট্রে ট্রেনে একজন বৃদ্ধ মুসলিম নাগরিককে গরুর মাংস নিয়ে যাচ্ছে– এই গুজব ছড়িয়ে তাঁকে চলন্ত ট্রেনে হেনস্থা, অপমান ও নির্যাতন করছে। তিনি বারবার বলছেন যে এটা গরু নয়, খাসীর মাংস। ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এই সকল ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের আশঙ্কা হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এরকম ঘটনা আরও ঘটবে। তারা বলেন, আপনাদের স্মরণে আছে যে লোকসভা নির্বাচনের আগে ইলেক্টোরাল বন্ডের যে তালিকা প্রকাশ হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি গো-মাংস রপ্তানিকারক কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকা চাঁদা নিয়েছে। সংগঠনগুলির আরও অভিযোগ, দ্বিচারিতায় বিজেপি-আরএসএস একমেবঅদ্বিতীয়ম। যার কোনও বিকল্প নেই। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ ও ধর্ষণের তালিকায় শীর্ষে থাকা (১৩৫জন বিধায়কের মধ্যে ৫৪ জন বিজেপির ও ১৭ জন বিজেপির জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টির) বিজেপির নেতা-কর্মীরা গোমাংস খাওয়াকে রাজ্যে রাজ্যে নিষিদ্ধ করছে, আর গোমাংস রপ্তানিকারক কোম্পানির থেকে মোটা টাকা নিচ্ছে। আর এইসমস্ত ঘটনায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। সাংবাদিক সম্মেলনে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, মালদার শ্রমিক আফরাজুলের খুনি শম্ভু রেগারকে বিজেপি নির্বাচনে প্রার্থী করেছিল। এদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে যেসব দাবিগুলি তুলে ধরা হয় সেগুলি হল:

১) দোষীদের আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
২) গোদি মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষ প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
৩) হরিয়ানা সরকারকে নিহতের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
৪) কে কি খাবে আর কে কি খাবে না– সেটা মানুষ ঠিক করবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত আইন ২০১৪ ও নিষেধাজ্ঞা বাতিল করতে হবে।

চিকিৎসক বিরুপাক্ষকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে বদলি করায় বিক্ষোভ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সন্দীপ ঘোষ ঘনিষ্ঠ বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে বদলির খবর ছড়াতেই প্রবল উত্তেজনা। প্ল্যাকার্ড নিয়ে কাকদ্বীপ হাসপাতালে জমায়েত এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁদের দাবি, আর জি কর কাণ্ডের বিচার না হওয়া পর্যন্ত এখানে বিরূপাক্ষকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে না।বর্ধমান মেডিক্যালের প্যাথোলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরুপাক্ষ বিশ্বাস। শোনা যায়, গত ৯ইআগস্টের সকালে নাকি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সেমিনার হলে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এর পর তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। শোনা যায়, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজেও নাকি চলত তাঁর 'দাদাগিরি', 'থ্রেট কালচার'। বিতর্কে নাম জড়ানো চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। অবশেষে বদলি করা হয়েছে তাঁকে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ থেকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে কাকদ্বীপ মহকুমা সুপার হাসপাতালে।আর এই খবর কাকদ্বীপে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে সেখানকার বাসিন্দারা। হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয়ে গেছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দাবী বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেন স্বাস্থ্যদপ্তর কোনও ব্যবস্থা করল না? কেন তাঁকে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বদলি? তাঁদের সাফ কথা, আর জি কর হাসপাতালের দুর্নীতি, চিকিৎসক পড়ুয়ার খুন ও ধর্ষণের ঘটনার তথ্যপ্রমাণ 'লোপাটকারী' বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের উপযুক্তবিচার না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালে যোগ দিতে দেওয়া হবে না।এব্যাপারে কাকদ্বীপ হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু রায় বলেন,ডাক্তার বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের কাকদ্বীপ হাসপাতালে বদলির আদেশ এসেছে। তবে এখনও কাজে যোগ দেননি তিনি।

তবে।এই বিক্ষোভের ফলে বুধবার হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা কোনওভাবেই ব্যাহত হয়নি। বিষয়টি ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্যজেলা কর্তৃপক্ষকে ফোনে জানিয়েছেন বলেও এদিন জানান হাসপাতাল সুপার।আর তাদের দাবিতে অনড় বিক্ষোভকারীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দ্বীনি তালিমি বোর্ডের বিশেষ আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: দ্বীনী তালিমী বোর্ড জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ-এর পক্ষ থেকে রাজ্য অবজারভার মাওলানা খালিদের উপস্থিতিতে মাওলানা সাজিম গাজী ও মাওলানা রওশন আলমের সহযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগনার জামিয়া জামপুর বুড়ির পুকুর মাদ্রাসায় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের সার্বিক কল্যান কামনায় শিশুদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবনের প্রতটি পদক্ষেপে পরিচালিত হওয়া, এবং মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবী সা: আদর্শ অনুযায়ী একে অপরের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করা ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভৈরব নদী বাঁচাতে তাল বীজ বপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে উপলক্ষে টেঁকারাইপুর হাই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর খেলোয়াড় শিক্ষার্থীরা খলিসাপাড়া ভৈরব নদীর ধার বরাবর পাঁচ বস্তা তালবীজ বপন করলো। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের নোডাল শিক্ষক খন্দকার নূর আলম মহাশয়, আই ভি মুখোপাধ্যায় ও আর ও অনেকে। নদী বাঁচাতে তালবীজ বপন প্রকল্পের মূল উদ্যোক্তা স্কুলের গণিত শিক্ষক আমিনুল ইসলাম বলে,ন তাল বীজ ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গত চার বছর আগে থেকে করে আসছেন।

নিহত সাবিরের বাড়িতে জমিয়তের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: গত ২৭ আগস্ট মঙ্গলবার বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলার বাধরা গ্রামে গোমাংস রান্না করার মিথ্যা অভিযোগে নির্মমভাবে পিটিয়ে খুন করা হয় ২৪ বছর বয়স্ক বাংলার তরতাজা যুবক পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে। ৩০ আগস্ট তাঁর মরদেহ এসে পৌঁছায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের বল্লারটপ গ্রামে।

উল্লেখ্য, নিহত সাবির মল্লিক ছিলেন নিজ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুবছরের এক কন্যা সন্তান নিয়ে ছিলো তাঁর অভাবের সংসার। এদিন শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে সাবির মল্লিকের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানীর নেতৃত্বাধীন জমিয়তের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের প্রধান জমিয়তের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ সাবির মল্লিকের পরিবারকে সংগঠনের পক্ষ হতে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করেন। ওখানে পৌঁছে ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদ মিডিয়ার সামনে প্রশাসনের কাছে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। সেই সঙ্গে তিনি আর.জি. কর এর দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে যাঁরা আন্দোলন করছেন বাংলা ও বাঙালীর তথা মানবতার স্বার্থে মৌনতা ভঙ্গ করে তাঁদেরও সাবির মল্লিক এর জন্য প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হাজী নাওশাদ আলী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তের সহ- সভাপতি মুফতী আমীর আলী, বাসন্তী ব্লক জমিয়তের সহ সম্পাদক মাওলানা ইমদাদুল্লাহ খান।

বিজেপি নেত্রী পম্পাকে পুলিশ গ্রেফতার করল

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সহ-সভাপতি পম্পা অধিকারীকে পুলিশ আজ সকালে গ্রেপ্তার করেছে । এই গ্রেপ্তারের ঘটনার বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ ভোর রাতে রিষড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পম্পা অধিকারীর বাড়িতে অভিযান চালায় এবং তাকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে, তার স্বামী রিষড়া থানায় গেলে পুলিশ তাকে জানায় যে, পম্পা অধিকারীকে চুঁচুড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপর তার পরিবার চুঁচুড়ার মহিলা থানায় গিয়ে জানতে পারে যে, পম্পাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর, বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তুষার মজুমদার সহ অন্যান্য সদস্যরা চুঁচুড়া মহিলা থানায় উপস্থিত হন। তবে পুলিশ এখনো পর্যন্ত পরিবারকে গ্রেপ্তারের সঠিক কারণ জানায়নি বলে অভিযোগ করেছেন পম্পা অধিকারীর স্বামী।

রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঢালাই রাস্তা। যার জেরে ফাটল ধরেছে রাস্তায়। এমনই অভিযোগ নিয়ে গলসি ১ নং ব্লক বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানালেন লোয়া রামগোপালপুর অঞ্চলের বেশকিছু মানুষ। এদিন দুপুরে তারা গলসি ১ নং ব্লকের বিডিওর সাথে দেখা করেন। অভিযোগকারী বদরুদ্দোজা মন্ডল জানান, কয়েকমাস আগেই লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকটি জায়গায় ঢালাই রাস্তার কাজ হয়েছে। তার দাবী ওই রাস্তা গুলিতে নিম্ন মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেছে ঠিকা সংস্থা। যারজন্য কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তায় ফাটল ধরেছে। ওই কাজে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। যে বা যারা ওই কাজ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেবার আর্জিও জানান। তিনি আরও বলেন, গলসি ১ ব্লক বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল ক তারা বিষয়টি জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন তিনি।

প্রথম নজর

বেঁচে যাওয়া হজের অর্থ হাজিদের ফেরত দেবে আফগান সরকার

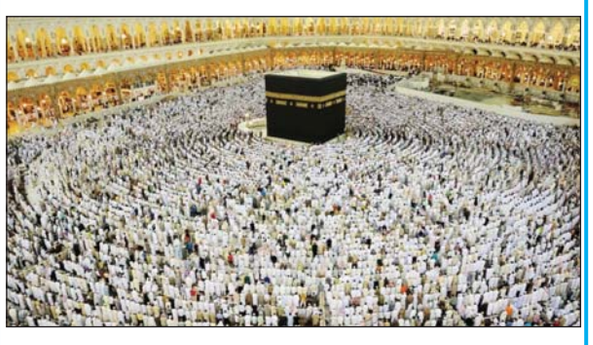

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের হজ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৪ সালে হজের জন্য জমা দেওয়া অর্থ থেকে যা বেঁচে গেছে তা ফেরত দেওয়া হবে। রাজধানী কাবুলসহ অন্যান্য প্রদেশে বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকেই এ কার্যক্রম শুরু হবে। খবর আফগানি সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের।

ভারপ্রাপ্ত ধর্মমন্ত্রী নূর মোহাম্মদ সাকিব জানিয়েছেন, বেঁচে যাওয়া অর্থ থেকে প্রত্যেক হাজি ৩৭ ডলার এবং ৬১ আফগানি ফেরত পাবেন।

মন্ত্রী আরও জানান, এ বছর হজের জন্য হাজিদের কাছ থেকে ১১ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি ডলার সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১১ কোটি ২০ লাখের বেশি ডলার ব্যয় হয়েছে। বাকি অর্থ সরকারের কাছে রয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'হজের খরচের হিসাব-নিকাশ শেষে দেখা গেছে, মোট ১১ কোটি ২৩ লাখ ৪৭ হাজার ৮০০ ডলার ৮৩ সেন্ট খরচ হয়েছে। এতে বেঁচে গেছে ১১ লাখ ১১ হাজার ১০ ডলার ১৪ সেন্ট। ফলে, প্রত্যেক হাজি ৩৭ ডলার এবং ৬১ আফগানি করে ফেরত পাবেন।'

ধর্মমন্ত্রী সাকিব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজিদের অর্থ সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়েছেন, যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন যে বেঁচে যাওয়া অর্থ ব্যাংকে ট্রাস্ট হিসেবে রাখা আছে এবং যে কোনো সময় তা সংগ্রহ করা যাবে।

তিনি আরও জানান, ২০২৫ সালে আফগানিস্তান থেকে ৩০ হাজার মানুষ হজ করার সুযোগ পাবেন এবং এই সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

মন্ত্রী বলেন, 'আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মাধ্যমে চেষ্টা করছি যাতে আমাদের জনগণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয় এবং সৌদি আরবের কাছে আবেদন জানানো হয় যেন হজের কোটা বাড়ানো যায়।'

ইসরায়েলি আগ্রাসনবিরোধী বিক্ষোভ থেকে গ্রেফতার গ্রেটা থুনবার্গ

আপনজন ডেস্ক: ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ইসরায়েলি আগ্রাসনবিরোধী বিক্ষোভের সময় সুইডিশ পরিবেশ ও জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর)

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবনে অবস্থান নিয়ে ইহুদিবাদী সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একাডেমিক সম্পর্ক ছিন্ন ও বয়কটের ডাক দেওয়ার পরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডেনিশ গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের সময় গ্রেটা থুনবার্গ-সহ অন্তত ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দেশটির সংবাদমাধ্যম ডেইলি একস্ট্রা ব্লাডেটের প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, ২১ বছর বয়সী জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ফিলিস্তিনিদের ঐতিহ্যবাহী কালো ও সাদা রঙের কেফিয়াহ কাঁধে পরেছেন। সেখানে ইহুদিবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সম্পর্ক ছিন্নের দাবিতে একদল শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন। বিক্ষোভের সময় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা পুলিশের সদস্যরা গ্রেটা থুনবার্গসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া গ্রেটার এক পোস্টে দেখা যায়, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা' শিরোনামে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে দাঙ্গা পুলিশের সদস্যদের প্রবেশ করতে দেখা যায় ছবিতে।

কোপেনহেগেন পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, গ্রেফতারকৃতদের নাম আমি এই মুহূর্তে নিশ্চিত করতে পারছি না। তবে বিক্ষোভে জড়িত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

'গ্রেফতারকৃতরা জোর করে ভবনে প্রবেশ করেছেন এবং প্রবেশ পথ আটকে দিয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে,' বলেন তিনি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দায়ে উত্তর কোরিয়ার ৩০ কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ায় সম্প্রতি এক ভয়াবহ বন্যায় অন্তত ১ হাজার মানুষ মারা যান।

দেশটিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০ কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

গত জুলাই মাসে ব্যাপক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে উত্তর কোরিয়ায় ভূমিধস এবং বন্যার সূত্রপাত হয়। যার ফলে ৪ হাজার বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৫ হাজার বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হন এর ফলে।

কিম জং উন নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং বলেছেন যে বন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত এলাকাগুলোকে পুনর্নির্মাণ ও পুনরুদ্ধার করতে কয়েক মাস সময় লাগবে। সরকার মা, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী সৈন্যদের মতো দুর্বল গোষ্ঠীসহ ১৫ হাজার ৪০০ জন লোককে রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই দিয়েছে।

উত্তর কোরিয়ার এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে চোসুন টিভি জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ায় এক ভয়াবহ বন্যায় অন্তত ১ হাজার মানুষ মারা যান। এই ঘটনার পর এই 'নজিরবিহীন ক্ষতির' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের 'কঠোর শাস্তি' দেওয়ার নির্দেশ দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ এনে ওই কর্মকর্তাদের গত মাসে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ও উত্তর কোরীয় কর্মকর্তা বলেছেন, এটি নিশ্চিত যে, বন্যা কবলিত এলাকার ২০ থেকে ৩০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে গত মাসের আগস্ট মাসের শেষ দিকে একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। যেসব কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাদের নাম-পরিচয় এখনো প্রকাশ পায়নি।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা সেন্ট্রাল কোরিয়ান নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) জানিয়েছে, এ ছাড়া শাস্তি পাওয়াদের মধ্যে ২০১৯ সাল থেকে চাগাং প্রদেশের প্রাদেশিক পার্টি কমিটির সেক্রেটারি কাং বং-হুন অন্যতম। প্রেসিডেন্ট কিম জং-উন তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

মার্কিন অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা কেমন?

আপনজন ডেস্ক: অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। আমেরিকার জিডিপি বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় ৩৩ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। আমেরিকার ওপর বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। চীন, কানাডা, মেক্সিকো, জাপান ও জার্মানি থেকে আমেরিকা সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে।

তবে মার্কিন অর্থনীতিতে এখন যে আচরণ দেখা যাচ্ছে, তা রীতিমতো রহস্যময়। লাখ লাখ কর্ম খালির বিজ্ঞাপন আসছে; বেকারত্বের হারও কম। বেকারত্বের হার গত কয়েক দশকে আর কখনোই এতটা দীর্ঘ সময় নিম্নমুখী ছিল না।

বেকারত্বের হার কম থাকলে মানুষ ধরে নেয়, অর্থনীতি ভালো করছে। কর্মসংস্থানের হার কমে যাওয়ার সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। তবে জানা গেছে, দেশটির'জেন-জি' প্রজন্মের মানুষের বড় একটি অংশ ক্রেডিট কার্ডে বিপুল পরিমাণে ঋণ নিয়ে ব্যয় নির্বাহ করছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে ব্যাংকগুলো এখন তাদের আর ঋণ দিতে চাইছে না। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে ভালো খবরের সঙ্গে এমন আরো খবর আসছে, যা দেখে অর্থনীতিবিদদের হোঁচট খেতে হচ্ছে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, দেশটির অর্থনীতি এখন বেশ চাঙা, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্বেগের অবকাশ রয়েছে।

সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবরে জানা গেছে, ২০২২ সালের গ্রীষ্মকালে মূল্যস্ফীতির হার সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে উঠলেও এখন তা অনেকটা কমে এসেছে। যদিও ফেডারেল রিজার্ভের ঠিক করা ২ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরো বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি হ্রাসের ধারা সম্প্রতি অবশ্য শ্লথ হয়েছে এবং এ ধারা ধীর হয়ে যাওয়ায় ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালারসহ নীতিনির্ধারকেরা বিস্মিত হয়েছেন। তারা মনে করেছিলেন, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের মধ্যে নীতি সুদহার কমানোর বাস্তবতা তৈরি হবে। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে মূল্যস্ফীতির হার ও অর্থনৈতিক গতি বেশি থাকায় তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তবে এপ্রিল মাসে মূল্যস্ফীতির হার আবার কিছুটা কমেছে, এটাকে স্বস্তিকর বলেই মানছেন ক্রিস্টোফার ওয়ালার। দেশটির ভোক্তারা মনে করেন, আগামী বছর মূল্যস্ফীতির হার আরো বেড়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে পণ্যের দাম বেড়ে ভোক্তাদের ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এপ্রিল মাসের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সে মাসে ভোক্তা ব্যয় কমে গেছে। এটা একদিকে থেকে ইতিবাচক হলেও অর্থনীতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বর্তমানে মার্কিন অর্থনীতি নিয়ে কেউ আশাবাদী হলে দেশটির শ্রমবাজারের পরিসংখ্যান তাকে আরো আশাবাদী করে তুলবে। এখন দেশটিতে কর্মখালির বিজ্ঞাপন আছে ৮৫ লাখ। প্রাক্-মহামারি সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ বেশি। দেশটিতে এখন বেকারের সংখ্যা ৬৫ লাখ। অর্থাৎ বেকারপ্রতি একাধিক কর্ম খালি আছে।

মহামারির আগের দশকে এই অনুপাত ছিল গড়ে শূন্য দশমিক ৬; অর্থাৎ তখন খালি কর্মের চেয়ে চাকরিপ্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। এখন বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো। এ ছাড়া আরো কিছু লক্ষণ দেখলে মনে হবে, মার্কিন অর্থনীতি ভালোই করছে। দেশটির ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকসের তথ্যানুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের ঘণ্টাপ্রতি গড় মজুরি এখন প্রাক্-মহামারি সময়ের চেয়ে ২২ শতাংশ বেশি। মজুরি বৃদ্ধির হার কমে গেলেও এখন তা মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি। এগুলোর মধ্যেও সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো মার্কিন জনগণের ঋণ বেড়ে যাওয়া। অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন, ক্রেডিট কার্ডের ঋণ বেড়ে যাওয়া অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক। কারণ হিসেবে তারা বলেন, এতে মানুষের ব্যয়যোগ্য আয়ের বড় একটি অংশ ঋণ মেটাতে চলে যাবে। তখন অন্য কিছু কেনার মতো অর্থ তাদের হাতে থাকবে না। এতে গতি হারাবে অর্থনীতি।

চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, নিউইয়র্কের গভর্নরের সাবেক ডেপুটি গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: চীনের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুলের সহকারী লিন্ডা সান। তার স্বামী ক্রিস্টোফার হু (৪০)'কেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪১ বছর বয়সী লিন্ডা সান, ২০২১ সালে হোচুলের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এর আগে হোচুলের পূর্বসূরি, গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর অধীনে কাজ করেছিলেন। তবে মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রকাশ না করা একটি অভিযোগে, ফেডারেল প্রসিকিউটররা সান এবং তার স্বামী ক্রিস্টোফার হু, এর বিরুদ্ধে চীনা সরকারের পক্ষে লাভের বিনিময়ে কাজ করার কথা উল্লেখ করে।

চীনের কাছ থেকে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি মোকাবেলায় আমেরিকার বিচার বিভাগ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে একটি হিসেবে বলা হচ্ছে এই অভিযোগকে। মঙ্গলবার সকালে সান ও হু দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়। এদিন বিকেলে ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল আদালতে তাদের হাজির হয়েছিল।

সানের বিরুদ্ধে ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট লঙ্ঘনের সঙ্গে চীনা সরকারের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। নথিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি ভিসা জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের সাথে জড়িত ছিলেন।

এদিকে, হুর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি ব্যাংক জালিয়াতির ষড়যন্ত্র এবং নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পরিবারের সদস্যের পরিচয় ব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউএস অ্যাটর্নি ব্রিয়ান পিস একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন যে "অবৈধ পরিকল্পনাটি আসামীর পরিবারকে মিলিয়ন ডলারের জন্য সমৃদ্ধ করেছে"।

নিউ ইয়র্ক স্টেট এক্সিকিউটিভ চেম্বারের, ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হিসাবে নিউইয়র্কের জনগণের সেবা করার জন্য কাজ করার সময়, আসামী এবং তার স্বামী আসলে চীনা সরকারের স্বার্থকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন পিস।

তুরস্ক সফরে যাচ্ছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কে সফরে যাচ্ছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি। দীর্ঘ ১২ বছরের মধ্যে এটা হতে যাচ্ছে দেশটির প্রেসিডেন্ট পর্যায়ের প্রথম সফর, যা আঞ্চলিক দুই শক্তির মধ্যে সম্পর্ক ভালো হওয়ার ইঙ্গিত।

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) তিনি এই সফর করবেন বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

২০১২ সালের পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কায়রো সফরে যান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ান। এরপরই সিসি তুরস্ক সফরে যাচ্ছেন। এতে দুই দেশের মধ্যে আটকে থাকা সম্পর্ক পুনরায় চালু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার তুরস্কের প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ অফিস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তুরস্ক-মিশর সম্পর্কের সব দিক পর্যালোচনা করা হবে ও সহযোগিতা আরো বিকাশের জন্য সম্ভাব্য যৌথ পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এতে আরো বলা হয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি বর্তমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যু, বিশেষ করে গাজা ও অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে মতবিনিময় হবে।

২০১৩ সালে মুসলিম ব্রাদারহুডের মুরসিকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন তখনকার সেনাপ্রধান আল-সিসি। এরপরই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। কারণ মুরসি ছিলেন তুরস্কের ঘনিষ্ঠ মিত্র।

২০১২ সালে মুরসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তুরস্ক সফরে গিয়েছিলেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা ভালো হতে থাকে ২০২০ সালে আঙ্কারার কূটনৈতিক পদক্ষেপের পর। মূলত সে সময় আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও মিশরের সঙ্গে উত্তেজনা কমাতে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেয় তুরস্ক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামাস নেতা সিনওয়ারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ গঠন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে গত বছরের ৭ অক্টোবর প্রাণঘাতী আক্রমণের পরিকল্পনা, সমর্থন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকার জন্য ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মামলায় ৭ অক্টোবরের আক্রমণ সংঘটিত করার জন্য হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারসহ আরও অন্তত পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের ওই নজিরবিহীন আক্রমণে প্রায় ১২০০ জন নিহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৪০ জনেরও বেশি মার্কিন নাগরিক ছিল।

ওই আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ওই দিন থেকেই হামাস শাসিত গাজায় ব্যাপক পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল আর তাতে ফিলিস্তিনি ছিটমহলটি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৪০৮০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আমাদের অভিযোগে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিবাদীরা- ইরানের সরকার থেকে পাওয়া তহবিল ও রাজনৈতিক সমর্থনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে ধ্বংস ও এই লক্ষ্যের সমর্থনে বেসামরিকদের খুন করতে হামাসের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেয়।" রয়টার্স জানিয়েছে, এই অভিযোগে ছয়জনকে বিবাদী করা হয়েছে, তবে তাদের মধ্যে তিনজন ইতোমধ্যেই মারা গেছেন। যারা বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে সিনওয়ার গাজায় লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হয়, খালেদ মিশাল কাতারের রাজধানী দোহায় থেকে হামাসের বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন আর অপরজন আলি বারাকা হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, তিনি লেবানন থেকে দায়িত্বপালন করছেন। আর মৃত বিবাদীরা হচ্ছেন হামাসের সাবেক নেতা ইসমাইল হানিয়া, যাকে জুলাইয়ে ইরানের রাজধানী তেহরানে গুপ্ত হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে; হামাসের সশস্ত্র শাখার প্রধান মোহাম্মদ দেইফ, জুলাইয়ে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি ইসরায়েলের আর অপরজন মারওয়ান ঈসা, তিনি হামাসের ডেপুটি সামরিক কমান্ডার ছিলেন যাকে মার্চে বিমান হামলার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি ইসরায়েলের।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৬ মি.

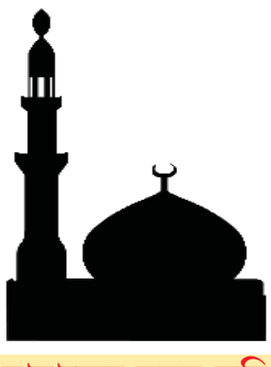

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৮	৫.২০
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৫	
মাগরিব	৫.৫৬	
এশা	৭.০৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

নতুন রাজধানী নির্মাণ করছে মিশর

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মিশরের রাজধানী কায়রো। দীর্ঘ এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে শহরটি মিশরের রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এবার কায়রোর ওপর চাপ কমাতে রাজধানী স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে দেশটির সরকার। নতুন এই রাজধানীর নাম রাখা হয়েছে নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল (ন্যাক)।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে রুশ হাইপারসনিক বিজ্ঞানীকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার আদালত হাইপারসনিক অস্ত্রপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা পদার্থবিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার শিপলিউককে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। মঙ্গলবার মস্কোতে রুদ্ধদ্বার বিচারপ্রক্রিয়ায় এই রায় ঘোষণা করা হয়। সেখানে শিপলিউকের দলটির আরও সদস্যও আগে থেকেই বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন। আলেক্সান্ডার শিপলিউককে ১৫ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫ লাখ রুবল জরিমানা করা হয়েছে। তার মুক্তির পরেও অতিরিক্ত দেড় বছর তার চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে। শিপলিউক সাইবেরিয়ার নভোসিবিরস্ক শহরের খ্রিস্টিয়ানোভিচ ইনস্টিটিউট অব থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড মেকানিকসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তবে তার বিরুদ্ধে আনা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শিপলিউকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি হাইপারসনিক অস্ত্রপ্রযুক্তির গোপন তথ্য বিদেশি কর্মকর্তাদের কাছে ফাঁস করেছেন। এই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র শব্দের চেয়ে ১০ গুণ বেশি গতিতে আঘাত হানতে সক্ষম। ২০১৭ সালে চীনে অনুষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে শিপলিউক এই গোপন তথ্য প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে।

৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' ঘোষণা মিয়ানমারের

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স হিসেবে পরিচিত তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে দেশটির জান্তা সরকার। মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) দেশটির সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ঘোষণা দেওয়া হয়। জানা গেছে, বিদ্রোহী গোষ্ঠী তিনটি হলো—মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ), তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং আরাকান আর্মি (এএ)। এই গোষ্ঠীগুলো মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে বর্তমানে।

গত ২ সেপ্টেম্বর তাদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মিয়ানমারের বিদ্যমান অ্যান্টি-টেররিস্ট ল-এর অধীনে এসব গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল এক বিবৃতিতে বলেছে, 'যে বা যারা এসব গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করবে তারাও সন্ত্রাসী কার্যক্রম করছে বলে বিবেচনা করা হবে।' সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো গত বছরের শেষ দিকে একটি বড় আক্রমণ শুরু করার জন্য 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' গঠন করে। মূলত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী জেনারেলদের অপসারণের লক্ষ্যে এই সামরিক জোট গঠিত হয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৪১ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র ১৪৩১, ১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

শান্তির ললিত বাণী

মানুষ কী চাহে? কী না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না? মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি হইল রিপ্রোকাডশন, অর্থাৎ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষ আরও একটি চাহে—তাহা হইল শান্তিতে বসবাস। বলা যায়, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধু সভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে উত্পাদন ও সম্পদ অর্জনের দিক দিয়া মানবজাতি আজ এমন এক অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে যে, বিশ্বের ৭৫০ কোটি মানুষকে স্বস্তিদায়ক ও সম্মানজনক জীবন উপহার দেওয়া খুব কঠিন কাজ নহে। কারণ, বিশ্বব্যাপী উৎপাদন বাড়িতেছে, সম্পদ বাড়িতেছে, মাথাপিছু গড় আয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়িতেছে। বলা যায়, সকল দেশেই কমবেশি বাড়িতেছে প্রাচুর্য ও ভোগবিলাস; কিন্তু এত প্রাচুর্যময় পৃথিবীতেও মানুষের মনে স্বস্তি নাই। শান্তি নাই। কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজা-বাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠাণ্ডা হাওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশবিদেশে বেড়াইতে যাওয়া—সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে? প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী যেমন লিখিয়াছেন—'প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...'।

কেন শান্তি পাইবে না? আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল—নিরাপত্তা, অন্যটি হইল আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া; কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। কথিত উদার গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ ইত্যাদির ভিতর দিয়াই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিচিত্র ধরনের যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে—'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত :১১)।

স্পষ্ট কথা হইল—মানুষ গণতন্ত্র বোঝে না, শান্তি বোঝে। মানুষ শান্তিতে ঘুমাইতে চাহে। নিরাপত্তার সহিত নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে চাহে। কাণ্ডারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন—'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ'। সন্তরণ অর্থাৎ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে—ওয়ার ফর পিস। অর্থাৎ শান্তির জন্য যুদ্ধ; কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শুনাইয়াছেন যে—'চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় সমগ্র পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।' সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয় রোনাল্ড রিগানের কথা—'শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।' জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না-করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন—'নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—।'

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই—'বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

চিনা অর্থনীতি ও কর ব্যবস্থায় বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে মুসলিমদের

চিনের অর্থনীতি পুনর্গঠনে এবং কর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মুসলমানরা। ইসলামী বিশ্ব এবং চিনের মধ্যে অব্যাহত ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বাণিজ্য সহজতর করে। জিনজিয়াং, নিংজিয়া, গানসুসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশ ও ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলগুলো চিনের অর্থনীতির কেন্দ্রও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লিখেছেন **মুসা আল হাফিজ**।

চিনের অর্থনীতি পুনর্গঠনে এবং কর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মুসলমানরা। ইসলামী বিশ্ব এবং চিনের মধ্যে অব্যাহত ঐতিহাসিক মিথস্ক্রিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বাণিজ্য সহজতর করে। জিনজিয়াং, নিংজিয়া, গানসুসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশ ও ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলগুলো কৌশলগত অবস্থান এবং বাণিজ্য পথের কারণে চিনের অর্থনীতির কেন্দ্রও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মুসলিমদের অবদানের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলো প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, যা মৌলিকভাবে কয়েকটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়।

অর্থনীতি ও বাজারব্যবস্থা : সিল্ক রোড পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পণ্য, ধারণা এবং প্রযুক্তির বাণিজ্যের চ্যানেল হিসেবে কাজ করেছিল। মুসলিম বণিকরা এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছিলেন। প্রধানত চিন, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং এমনকি ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা সম্প্রসারণে তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন। তারা দূতের কাজ করতেন বিভিন্ন বাজারে ও ভাষায়। এ ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বাণিজ্য নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপনে অবদান রাখে।

জিনজিয়াংয়ে 'সুক' নামে পরিচিত বাজারব্যবস্থার বিকাশ ঘটে মুসলিমদের হাতে। সুকগুলো মূলত আরবি সওক বা বাজারের অনুকরণ করত। যা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পোশাক, রেশম এবং চা থেকে শুরু করে মসলা এবং মূল্যবান ধাতুর মতো পণ্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করে। মুসলিম ব্যবসায়ীরা চিনের বাজারকে সমৃদ্ধ করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে নতুন পণ্য ও উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন করে।

বাণিজ্য নেটওয়ার্ক : ইসলামের আবির্ভাবের আগ থেকে আরব বণিকদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন করে আসছিল চিন। ইসলামের আবির্ভাবের পরে সেই সম্পর্ক জোরদার হয়, প্রসারিত হয়। বিশেষ করে চিনের উপকূলীয় শহরগুলোতে বিপুল সংখ্যক আরব বণিকের আগমন নতুন গতি ও বিনিময়ধারা তৈরি করে। চিনে আরবদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং তাদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা আস্থার পরিবেশ তৈরি করে। তাদের খ্যাতি কেবল জনসাধারণের মধ্যেই ছিল না; বরং ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। চিনের প্রশাসন তাদের বাণিজ্যিক দক্ষতা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাদের সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করেছিল এবং মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিমদের পারস্পরিক অর্থনীতিকে বিকাশের অনুমতি দিয়েছিল। যা চিনে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে প্রণোদিত করে। এই বৈশিষ্ট্যের যা কিছু চিনকে মুগ্ধ করল, তার আলোকে বাণিজ্যব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হলো।

চিনা ঐতিহাসিকরা মুসলিমদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তৎকালীন চিনের ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়েছেন। মুসলিম স্বর্ণযুগে আরবদের বাণিজ্য বহুজাতিক ও বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রক্রিয়াকে ড্রাইভিং করছিল। চিনের বাণিজ্য মুসলিমদের দূতিয়ালির মাধ্যমে সেকালের সবচেয়ে অগ্রসর বাণিজ্যধারাকে নিজের বাজারে নিয়ে আসে।

শ্রম ও শিল্প: চিনের মুসলমানরা দেশের শ্রমশক্তিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছেন, কৃষি, বস্ত্র, তাঁত এবং যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের মতো নানা খাতে অংশগ্রহণ করেছেন। হুই মুসলিমরা ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের বিকাশকে পথ দেখান। তারা কার্পেট বুনন, মৃৎশিল্প এবং ধাতব কাজের সাথে জড়িত ছিলেন যুগ যুগ ধরে। এই শিল্পগুলো শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভরণপোষণই দেয়নি; বরং চিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলোতে মুসলিম উদ্যোক্তারা জাহাজনির্মাণ শিল্পকে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দিয়েছেন। সামুদ্রিক যাত্রার যন্ত্রপাতি ও শিল্পমান বৃদ্ধিতে আরব অভিজ্ঞতাকে তারা চিনে বিকশিত করেছেন।

জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমরা কৃষিকাজে নিয়োজিত থেকেছেন। বিশেষ করে তুলা উৎপাদনে তাদের অর্জন অগ্রগণ্য। চাষের কৌশলগুলোতে তাদের দক্ষতা এই অঞ্চলের কৃষি খাতের উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে মুসলিমদের অব্যাহত অবদান তাদের বৃহত্তর চিনা অর্থনীতিতে আরও একীভূত করেছে। বাণিজ্য, অর্থ, শ্রম এবং শিল্পের মাধ্যমে মুসলিমরা যেমন চিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন, তেমনি সামাজিক উন্নয়নে পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা।

ইসলামী অর্থ ও ব্যাংকিং : মুসলমানরা তাদের অর্থ ও ব্যাংকিং দক্ষতার মাধ্যমে চিনের অর্থনীতিতে রাখেন মৌলিক অবদান। মুসলিমদের সাথে আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেনে চিনের ব্যাংকব্যবস্থা নতুন যুগে প্রবেশ করে। আধুনিককালে ব্যাংক খাতে সেই প্রভাব নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত ব্যাংকিং এবং নৈতিক বিনিয়োগে ইসলামী অর্থনৈতিক ধারা বরেণ্য অবস্থান লাভ করেছে। চিনে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো এই নীতিগুলো গ্রহণ করেছে, যার ফলে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিকল্প আর্থিক পরিষেবা দিয়েছে। যা সুদ পরিহারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অর্থনীতির ইসলামী নিয়মকে অঙ্গীকার করতে চায়।

চিনে ইসলামী অর্থের বিকাশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করেছে এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সামনে নৈতিক বিনিয়োগের জন্য নতুন উপায় উপস্থাপন করছে। এটি চিনের আর্থিক খাতের বহুমুখীকরণে অবদান রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর আবেদন বাড়িয়েছে।

কর এবং রাজস্ব উৎপাদন : চিনা অর্থনীতিতে মুসলিমদের গভীর স্বাক্ষর দেখা যায় করব্যবস্থার সংস্কারে, বিদেশী বণিকদের ওপর আরোপিত শুল্ক রাজস্ব সংগ্রহে এবং বাণিজ্যিক ও আর্থিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত সংগঠন ও প্রশাসনে। যা প্রথমে ক্যান্টন শহরে বাস্তবায়িত হয় এবং তারপর কোয়ানঝো, ইয়াংজু, হাঙজুয়ের মতো অন্য শহরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের কাজ ছিল আগত এবং বহির্গামী জাহাজগুলো পরিদর্শন করা। সব ধরনের আগত পণ্যের ওপর ১০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আদায় করা, পণ্যের ধরন ও মানের বিচারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থা ও রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন একজন আরব বা ইরানি বণিক এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করতেন। অন্তত এ কাজের জন্য এমন কাউকে খোঁজা হতো, আরবদের সাথে যার ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘ ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা রয়েছে।

চিনের কর প্রশাসনে প্রভাবশালী ভূমিকার জন্য বিখ্যাত ছিলেন আবু আলি ইবরাহিম, যাকে চিনা সূত্রে 'পু শো গিং' বলা হয়। সম্ভবত তার হাত দিয়ে চিনে দু'টি শহরের জন্ম হয়।

কর প্রশাসনের ক্ষেত্রে 'ইউয়ান' রাজবংশের সময়কালে বহু মুসলিম নেতার নাম প্রসিদ্ধ হয়। রাজকীয় কোষাগারের প্রধান আবদুর রহমানের সততা ও দক্ষতা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়। সেকালের কোষাগারের প্রভাবশালী মুসলিম নামগুলো বিভিন্ন বই ও ঐতিহাসিক গবেষণায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

১৩০২ খ্রিষ্টাব্দে ইউতেংয়ে রানীর মন্ত্রী হন কুতুব উদ্দীন। সাদুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত কবি, চিনে যিনি 'তিয়ান শি' বা 'চি চাই' বলে বিখ্যাত। তাকে জিনকাউ (বর্তমানে জিনজিয়াং) শহরের আবাসন ও পৌরসভার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং চিনা সূত্রগুলো তাকে সেই ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে, যিনি 'বাজারগুলোকে সংগঠিত করেন এবং মান, পরিমাপ এবং স্কেল সেট করেন। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনাকে সংস্কার করেন এবং পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার আদর্শ হিসেবে বাজারগুলোকে গড়ে তোলেন।' উন্নয়ন ও জনকল্যাণের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করেন তিনি। ১৩২৯ সালে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, তখন সাদুল্লাহ শহরের গভর্নরকে গুদামে সব শস্য দিয়ে দেন। তার প্রদত্ত সাহায্যে আট লাখ মানুষকে অনাহার থেকে সুরক্ষা দেয়া হয়।

বস্তুত চিনের মুসলিম সম্প্রদায়গুলো সেখানকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক অবদান রেখেছে। নাগরিক জীবন এবং অর্থনীতিতে অভিনেতা হিসেবে ভূমিকা রাখার শতাব্দীগুলোতে মুসলমানরা বাণিজ্যব্যবস্থাকে বহুমাত্রিকতা দেন।

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পত্তি করসহ বিভিন্ন করব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন। তাদের অবদানগুলো সমাজের নানা ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাক্ষর রাখে। সরকারি উদ্যোগ এবং জনসেবাগুলোকে গতিদান করে।

যা সমগ্র জনগণের জন্য উপকার বয়ে আনে।

মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং ব্যবসায় থেকে জন্ম নেয় স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বিপুল কর রাজস্ব।

মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিনিয়োগের দ্বারা অবকাঠামো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের অর্থায়ন সুগম হয়। একে সংগঠিত ও কল্যাণী প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার পথ রচনায় কয়েকটি রাজবংশে মুসলিমরা রাখেন পথিকৃতের ভূমিকা।

মোমবাতি জ্বালিয়ে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ

আপনজন ডেস্ক: কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মহিলা ইন্টার্ন চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদে এখনো উত্তাল রয়েছে পুরো রাজ্য। বুধবার রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে আলো নিভিয়ে নিজ নিজ অবস্থানে মোমবাতি ও প্রদীপ জ্বালিয়ে ওই মহিলা চিকিৎসককে স্মরণ করেছে মানুষ। রাজ্যের জুনিয়র চিকিৎসকেরা এই কর্মসূচি ডেকেছিলেন।

মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় বিচারের দাবিতে আজ রাতভর কলকাতার রাজপথে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর আগে ১৪ আগস্ট রাতে একইভাবে রাজপথে আন্দোলন করেন মহিলারা। আন্দোলনে সামিল হওয়া ব্যক্তিদের দাবি, হত্যাকারীদের শনাক্ত করে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বুধবার বিকেল থেকেই বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে আসছে। প্রকৃত খুনী শনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাওয়া হয়েছে। বালিগঞ্জ এলাকার সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা বিকেলে পথে নামেন। গড়িয়াহাটার মোড়ে মানববন্ধন করেন তারা। দাবি তোলেন, অবিলম্বে নিহত চিকিৎসকের হত্যাকারীদের শনাক্ত করে শাস্তি দিতে হবে। জাতীয় কংগ্রেসও কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করেছে।

আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় মুখ খুলেছেন ওই চিকিৎসকের মা-বাবা আর স্বজনেরা। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে ওই চিকিৎসকের মা-বাবা অভিযোগ করেন, ঘটনার দিন তাদের মেয়েকে দেখতে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষের রুমে নিয়ে গিয়ে পুলিশের মাধ্যমে সাদা কাগজে সই নিতে চেয়েছিল। তারা বলেন, ওই দিন টাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে চাওয়া হয়েছিল। এমনকি তাদের টালা থানায় বসিয়ে রেখে মৃতদেহের সৎকার করা হয়েছে। তাই তাদের প্রশ্ন, কারা দিয়েছিল সৎকারের টাকা?

শিক্ষক দিবস ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

এম ওয়াহেদুর রহমান

শিক্ষকদের বলা হয় জাতি গঠনের কারিগর, আর মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা হলেন দ্বিতীয় জনক। একটি শিশুর পৃথিবীতে আগমন ঘটে পিতা - মাতার হাত ধরেই। পিতা - মাতাই শিশুটির জন্মদাতা। তবে বৈচিত্র্যময় পৃথিবী সম্পর্কে বুঝতে শেখে শিক্ষকদের নিকটে। কেননা শিক্ষকই জ্ঞানশূন্য মানব শিশু কে ভিন্ন চোখে বিশ্ব দেখতে শেখায়, প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে । শিক্ষকরা আমাদের আত্মার আত্মীয়, একান্ত আপনজন । জ্ঞানহীন মানুষ যদি পশুর সমান হয়ে থাকে, সেই মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে প্রকৃত মানুষ করে তোলে একজন আদর্শবান শিক্ষক। সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক এক অবিচ্ছেদ্য সুন্দর সম্পর্ক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক হওয়া উচিত অভিভাবকতুল্য ও বন্ধুসুলভ। শিক্ষকরা প্রথমে হবেন অভিভাবক,তারপর বন্ধু । কিন্তু সেই বন্ধুত্বের মধ্যে সীমারেখা থাকা উচিত। প্রকৃত অর্থে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক হওয়া উচিত ' Friendly ' not ' friend '. শিক্ষক সমাজের মর্যাদা তথা অধিকার রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর সমগ্র বিশ্বে শিক্ষক দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হয়ে আসছে। তবে ভারতে প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জন্ম দিবসটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয় । কিন্তু একটা নির্দিষ্ট দিনেই কেবলমাত্র কখনো সম্মান জ্ঞাপন করা উচিত নয় । ছাত্র শিক্ষককে সর্বদাই সম্মান জ্ঞাপন করে চলবে - এটাই স্বাভাবিক।

ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সুন্দর ও নিবীড় সম্পর্ক থাকাটা অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবহমান কাল ধরে ছাত্র শিক্ষকের এমন নিবীড় সম্পর্ক ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শিক্ষক -ছাত্র সম্পর্ক ব্যতীত জ্ঞানার্জন কিংবা বিতরণ কখনো সম্ভব নয় । একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পিছনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেরণা জোগায় তথা স্বপ্ন দেখায়। আমাদের সংস্কৃতিতে শিক্ষক - ছাত্রের মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য সেতুবন্ধন।যে বন্ধন কেবল পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের উপর গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের প্রেষণা দিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই শিক্ষক শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুঝা যায়, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কাঙ্খিত অবস্থানে নেই। ছাত্ররা তার শিক্ষকদের সম্মান করবে এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের সন্তানের মতো দেখবে -এটাই স্বাভাবিক। তবে বাস্তবে যদি তায় হতো তবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকে এমন পরিস্থিতির শিকার হতো না।

অনেক শিক্ষক শাস্তিস্বরূপ ছাত্রদের প্রাকটিক্যাল নম্বর কমিয়ে দেন কিংবা অনেক শিক্ষক আছেন যাঁদের নিকট টিউশন না পড়লে ফেল করিয়ে দেন। এই গুলো তো নিয়মবহির্ভূত কাজ। তেমনি ছাত্রজীবনে কখনো শিক্ষক সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য কখনো করা উচিত নয়। পূর্বের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের যুগটাই ছিল বেত কিংবা কঞ্চির যুগ।বেত অথবা কঞ্চির মার খেয়ে,কান ধরে উঠবস করলে ও কোন দিন অভিভাবককে বিদ্যালয়ে অভিযোগ নিয়ে আসতে খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু আজকের দিনে তা সম্পূর্ণ উল্টো। পুরানো দিনে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় ছিলো ।প্রতিটি শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে ভয় করতো। অবশ্যই সেই ভয় ছিলো শ্রদ্ধাবোধের, সম্মান বজায় রেখে চলার। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি প্রায় কেমন যেন ক্রমশ মলিন হয়ে যাচ্ছে! একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্র - ছাত্রীদের শুধু পড়াশোনা করান এমন নয়। তিনিই পিতা - মাতার মতো স্নেহ,মায়া, মমতায় বড়ো করে তোলেন। পাশাপাশি ছাত্র - ছাত্রীদের খারাপ আচরণ দুর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তবে যেখানে

শিক্ষকের পায়ে ছাত্রদের শির লুটিয়ে পড়ার কথা; সেখানে গায়ে হাত দেওয়ার মতো বেয়াদবিমূলক আচরণ মানানসই নয় । শিক্ষককে যথোপযুক্ত সম্মান না দিয়ে এভাবে অপমান করা জাতির জন্য কলঙ্ক বহন করে আনবে। কখনো কখনো পত্র পত্রিকায় কিংবা টিভির পর্দায় ভেসে উঠে শিক্ষকের গলায় ফুলের মালার পরিবর্তে জুতোর মালা কিংবা ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে প্রহর বা খুন অথবা অপহরণের চেষ্টা, যে গুলো দেখে রুচিশীল মানুষেরা বড্ড শঙ্কিত হয়ে উঠেন, তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে বারংবার নিজে নিজেকেই প্রশ্ন করেন - কোথায় চলেছি আমরা অথবা এর শেষই বা কোথায় ? বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা,যা কোনভাবেই কখনো কাম্য হতে পারে না।

আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা বিদ্যা অর্জনের চেয়ে পরীক্ষায় যেন তেন প্রকারে উত্তীর্ণ হয়ে ভালো চাকরি পাওয়ার নেশায় মত্ত। যদিও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট ভালো ভাবে লেখাপড়া করিয়ে থাকেন। আজকে শিক্ষার্থীদের মাথায় কোচিং বা প্রাইভেট টিউটরের ভূত চেপে বসেছে।আর এই সুযোগে দিকে দিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টারগুলো। শিক্ষায়তনের লেখা পড়া চলে যাচ্ছে কোচিং সেন্টারে আর টিউটরদের বাড়িতে।আর এই জন্যই হয়তো শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক এখন আগের মতো নেই, হারিয়ে যেতে বসেছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। তাছাড়াও আজকের দিনে অভিভাবকবৃন্দের মধ্যে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা অভিভাবকরা শিশুদের শিশু কাল থেকেই একজন আদর্শ মানুষ, ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠার বিপরীতে ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার,জর্জ, ব্যারিস্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে উৎসাহিত করেন। অর্থাৎ অঢেল অর্থ আয়ের মানসিকতা শিশুদের মাঝে জাগ্রত করে দেন। ফলে আলোকোজ্জ্বল জীবনের অধিকারী তথা মুক্ত মনের মানুষ হওয়ার ইচ্ছাটুকু তাদের মন থেকে প্রায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। বড়ো হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মনে ভোগবাদী মনোভাব জেগে উঠে। অর্থাৎ শিশুর শিক্ষাজীবনের শুরুতেই শিশু কে ডাক্তার,ইন্জিনিয়ার হওয়ার উদ্দেশ্যে গাদাগাদা বই তুলে দেওয়া হয় তার হাতে । ফলে সেই অবস্থায় সুকুমার বৃত্তি চর্চার কোন সুযোগ থাকে না। এই জন্যই হয়তো শিশুদের মূল্যবোধের বিকাশ সাধন খুব একটা হয় না। ঐতিহ্যের বিস্তীর্ণ পটভূমি পেরিয়ে গুরু শিষ্যের পরম্পরা আবার পুনর্গঠিত হচ্ছে কিনা তাও কিছুটা কৌতূহলের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। যা কিছু দিন পূর্বে ও ছিলো ভাবনার অতীত। ইন্টারনেট দুনিয়া এখন আগ্রহী শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে রীতিমতো মুখিয়ে রয়েছে। প্রযুক্তির এই সুবিধা নিতেই হবে।

অন্তর্জালের অসীম ভুবনে পরীক্ষা নিরীক্ষার নানা মডেল ভেসে বেড়াচ্ছে। নিজে নিজে কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করে সফল হলে আনন্দের সীমা থাকবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, প্রযুক্তি যেন শিক্ষার্থীকে ব্যবহার করতে না পারে। তবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষককের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং অমর্যাদাকর পরিবেশে গড়ে উঠা শিক্ষা কখনো মূল্যবোধের জন্য কোনভাবেই কাম্য নয়। একটি শিক্ষিত, মার্জিত ও আদর্শ জাতি গঠন করতে শিক্ষকের ভুমিকা সবার আগে। শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সমীচীন।আর তবেই পৃথিবীতে আমরা এক সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করবো। আমাদের মনে রাখা উচিত,আজ আমরা যারা শিক্ষার্থী হয়তো কাল শিক্ষক হিসেবেই পরিচয় আসতে পারে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নত জাতি গড়ে তোলা।যে জাতির প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ সর্বোপরি মানবপ্রেম বিরাজ করবে। সমাজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষার চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়তো উচিত। শিক্ষা কেবলমাত্র সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্য হলে আর যাই হোক ,তা দিয়ে কখনো জাতির উন্নতি আশা করা যায় না। শিক্ষাকে কেবল টাকা উপার্জনের মাধ্যম মনে করলে ভুল হবে। তবে কোনো শিক্ষক যদি রাগ - বিরাগের বশবর্তী হয়ে কোনো শিক্ষার্থীর উপর অনৈতিক কাজ করে থাকেন তবে তা কোনোভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাই বলে শিক্ষক সমাজকে সাক্ষীগোপাল বানিয়ে জাতির মূল্যবোধে কুঠারাঘাত করা ঠিক নয়। আমরা অনেক অভিভাবক রয়েছি যারা সন্তানের অপরাধ সংশোধনের পরিবর্তে তা ঢাকার চেষ্টা করে থাকি। ফলস্বরূপ তা তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। আমরা শিশুদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার করে তুলছি বটে কিন্তু তাদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হয়তো ব্যর্থ হচ্ছি । আর এই কারণেই হয়তো শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাবোধের ধারে কাছেও যেতে চাইছে না! সন্তান উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ডাক্তার,ইন্জিনিয়ার হচ্ছে বটে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশাহত পিতা - মাতার কপালে জোটে বৃদ্ধাশ্রম কিংবা দুটো পয়সার জন্য অথবা দুবেলা ভাতের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় মানুষের দ্বারে দ্বারে। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড,তাই উচ্চ শিক্ষা কিংবা শিক্ষার্জন একান্তই অপরিহার্য। তবে শিক্ষা কিংবা উচ্চ শিক্ষার সাথে সাথেই নৈতিক শিক্ষা অর্জন করলেই গড়ে উঠবে মনুষ্যত্ববোধ, শ্রদ্ধাবোধ। আশাহত পিতা - মাতার বা কারিগরদের সোনালী দিন গুলো ফিরে আসবে।

প্রথম নজর

বাইতুল হুজ্জাজে হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার পার্ক সার্কাস হজ হাউসে হজ নিয়ে বিভিন্ন রকম হজ প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার মাধ্যমে হাজিদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহর মেহমানরা বা হাজী সাহেবর অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়ম -কানুন গুলো যাতে ছেড়ে না যানি, সে বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করলেন হজ কমিটির আধিকারিকরা। মহম্মদ নকি, নাইয়ার ইকবল, মহম্মদ সাজাহান, মুফতি হামিদ কাশমী, প্রমুখ এদিন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সমগ্র কলকাতার অসংখ্য মসজিদের কমবেশি ৫০ জনের মত ঈমাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফতি আব্দুল ময়ীদ, আব্দুর রাজাক, মাওলানা আশাদুল হোসাইন এবং মাওলানা মুফতি বাদশাহ প্রমুখ। বক্তারা বলেন সমাজে মানুষের মধ্যে নফল এবাদতের ঝোঁক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।ফরজ বিষয়গুলো ছেড়ে দিচ্ছেন। উদাহরণ দিয়ে বলেন অর্থনৈতিক সম্বল ব্যকতিরা ফরজ হজ পালন ছেড়ে বেশি বেশি উমরাহ করার প্রবণতা বাড়ছে।প্রতি জুমা'র নামাজ অনেকেই আদায় না করে ঈঁদের নামাজ পাঠ করার জন্য ভিড় করে মসজিদ ও ঈদগাহে।হজ করার মতো ক্ষমতা আছে এমন অনেক মানুষ পবিত্র হজ পালন না করে নিজের নাম প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে খরচ করেন।

এছাড়াও এদিন এইরকম বহু সামাজিক ও শরিয়াহ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

পদ্মা ভাঙনে আতঙ্কিত লালগোলার বাসিন্দারা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রশাসনের গাফিলতিতে সামসেরগঞ্জে একের পর এক বসতবাড়ি তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। সামশেরগঞ্জের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লকেও? প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের দিকে।

প্রসঙ্গত, পদ্মায় জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাঙ্গন আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের।

প্রায় দিন দশেক ধরে লালগোলা ব্লকের সীমান্তবর্তী খান্দুয়া লাগোয়া তারানগর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে ভাঙ্গন আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের।

তারানগরের বাসিন্দা লোকমান হোসেন বলেন, স্রোতের বেগ যথেষ্ট বেশি। প্রতিদিন একটু একটু করে মাটি ভেঙে যাচ্ছে। এভাবে চললে তারানগর সহ পার্শ্ববর্তী দুর্লভপুর, রাধাকৃষ্ণপুর, ঘোষপাড়া, কালীনগর গ্রামগুলি ভাঙ্গনের কবলে পড়তে পারে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ওবায়দুর রহমান বলেন, 'হঠাৎ করে পদ্মায় জল বাড়ার কারণে প্রায় ৫০ বিঘা জমি ভাঙ্গনের কবলে। চাষের জমি সহ বাচ্চাদের খেলার মাঠ, সবকিছুই এখন পদ্মার গ্রাসে। এভাবে চলতে থাকলে গ্রামের মধ্যে জল ঢুকতে বেশি দেরি নেই।'অন্যদিকে, সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় সেখানে বিএসএফের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছে অনেকেই। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন, দ্রুততার সঙ্গে প্রশাসন লালগোলার পদ্মা ভাঙ্গন নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভাঙ্গন রোধ করুক। নয়তো সামসেরগঞ্জের মতো তারাও ভিটে-মাটি হারিয়ে যাযাবর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হবে।

বলরামবাটীতে বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: সোমবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল হুগলী বলরামবাটী বইমেলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত স্থানীয় সবুজ মেলা পাঠাগার এবং বলরামবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত ২-৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চার দিনের এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অমলেন্দু ধাড়া। উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ লেখক ড. সুযেন্দ্র নাথ মালিক, বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট গল্পকার সেখ আব্দুল মান্নান, স্থানীয় অঞ্চল প্রধান চন্দনা কর্মকার। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী কবি রাজকুমার দাস, সাহিত্যিক স্বপন কুমার হালদার, ডা. উদয়ন দাস, গোপাল পাল, দেব কুমার পাল, দীপ্তেশ মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ সাঁতরা, ও কাকলি চ্যাটার্জী। কলকাতার একগুচ্ছ নামী প্রকাশনীর ছোটবড় সবার উপযোগী পুস্তক সম্ভারে আয়োজিত বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর একটি প্রাঞ্জল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপরোক্ত অতিথিবৃন্দ বইমেলার তাৎপর্য নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ নিজনিজ বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুটি নজরুল গীতি পরিবেশন করেন গুয়াহাটির যশস্বী অতিথি শিল্পী রাজকুমার দাস।

গ্রামে গিয়ে বিনামূল্যে পরিষেবা দিয়ে প্রতিবাদ ডাক্তারদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রতিবাদের নানান ভাষা। কিন্তু এভাবেও যে প্রতিবাদ করা যায় তা-ই করে দেখালেন মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তাররা। তারা পরিষেবা বন্ধ করে নয় বরং গ্রামে গিয়ে অভয়া ক্লিনিক খুলে চিকিৎসা পরিষেবা দিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষকে। তাও আবার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। বুধবার আর জি কর কান্ডে জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকদের এমনই অভিনব প্রতিবাদ চোখে পড়ল মালদার হবিবপুর ব্লকের আইহো এলাকায়। এদিন ওই এলাকার এক বেসরকারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মালদা মেডিক্যাল কলেজ রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফোরামের পক্ষ থেকে অভয়া ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। আর জি করের ঘটনার পর থেকেই কর্মবিরতি মধ্যেও চিকিৎসা পরিষেবা চালু রেখেছে জুনিয়র ডাক্তাররা। দীর্ঘদিন কর্মবিরতির চালানোর পরেও মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় চালু করেছে অভয়া ক্লিনিক। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই 'অভয়া ক্লিনিক' এ যে প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানেও লেখা রয়েছে 'আর জি করের বিচার চাই, অপরাধচক্রের বিনাশ চাই'।স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছেন।

সেখানে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ও সিনিয়র মিলিয়ে প্রায় ৫০জন চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগ খুলে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেন। তাই এই পরিষেবা নিতে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ভিড়ে সামিল প্রতিটি মানুষকে প্রতিবাদী জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি তাদের প্রেসক্রিপশনে আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদের কথা, জানান দেন। আর জি করের বিচার চাই, অপরাধ চক্রের বিনাশ চাই স্লোগান লিখে দেন। যাতে ডাক্তারবাবুদের এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষ আরও বেশি বেশি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন।

টিকিট ছাড়া সঙ্গী নিয়ে যাত্রা, বিতর্কে নবগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: টিকিট ছাড়াই সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে যাত্রা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন নবগ্রামের তৃণমূল বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল। ভাইরাল হওয়া বিতর্কিত ওই ভিডিও ফুটেজের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজ্য জুড়ে। ওই কামরাতেই ছিলেন তৃণমূলের জলঙ্গির বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক। (ভিডিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি আপনজন)। এই বিষয়ে পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, 'এরকম ঘটনা হতে পারে, কেননা অনেকেই ম্যানেজ করে ট্রেনে যাত্রা করেন। তবে এরকম কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত দপ্তরে জমা হয়নি।' তবে বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডলের পাল্টা দাবি, 'ওই মহিলার বাড়ি জিয়াগঞ্জ এলাকায়। এদিন তিনি একটি সাধারণ টিকিট কেটে ট্রেনে চেপেছিলেন। টিকিট পরীক্ষক তাঁর কাছে ৫০০ টাকা দাবি করেছিলেন। ওই টাকা তিনি দিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে আমার সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে আমার পাশের সিটে বসার জায়গা করে দিই। আমরা জনপ্রতিনিধি, কোনও মানুষ অসুবিধায় পড়লে তাঁকে পরিষেবা দেওয়া আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এদিন আমার সহকারী আসেননি। তাঁর জায়গায় ওই মহিলাকে বসতে দিয়েছিলাম, এটা কোন অপরাধের মধ্যে পড়ে জানি না।' ডিআরএমের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করা হবে বলেও দাবি করেন বিধায়ক।

সূত্রের খবর, সোমবার মালদহ-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে খাগড়াঘাট স্টেশন থেকে হওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন নবগ্রামর বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সে সময় বিধায়ক এসি চেয়ারকার কোচে বসেছিলেন। খাগড়াঘাট স্টেশন ছাড়তেই টিকিট পরীক্ষক বিধায়কের পাশে বসে থাকা মহিলার টিকিট দেখতে চান। তখন বিধায়ক নিজের পরিচয় দিয়ে টিকিট পরিক্ষককে বলেন, 'উনি আমার সফর সঙ্গী।' তার পরেও মহিলার কাছে টিকিট চাইতেই বিধায়ক ও টিকিট পরীক্ষকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি সামাল দিতে কানাইবাবুর সমর্থনে গলা মেলান জলঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক। ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই সাধারণ মানুষ ও সমাজ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অবশ্য এই বিষয়ে বিধায়ক খাগড়াঘাট রোডের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে তাঁর টিকিটের পিএনআর নম্বর উল্লেখ করে একটি অভিযোগ জমা করেছেন।

যুব ফেডারেশন কর্তারা সাবিরের বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: হরিয়ানায় গোরক্ষকদের নির্মম অত্যাচারে নিহত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর সাবির মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন কাসেমীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। উল্লেখ, গত ২৭ আগস্ট হরিয়ানায় বিজেপির গোরক্ষকদের অমানুষিক হিংসার বলি হন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর ছেলে সাবির মল্লিক। এদিন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মহঃ কামরুজ্জামানের নির্দেশে এক প্রতিনিধি দল দেশজুড়ে বাঙালি শ্রমিকদের গণপিটুনির বন্ধের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্য রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের মাধ্যমে এক স্বারকলিপি প্রদান করেন। পাশাপাশি সংগঠনের সভাপতি আনোয়ার হোসেন কাসেমীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সাবির মল্লিকের পরিবারের সাথে দেখা করেন, সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন ও ইনসাফের লড়াইয়ে পরিবারের পাশে থাকার কথা জানান।

সামশেরগঞ্জে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ফের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও সামশেরগঞ্জে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু। এবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলো ৩৮ বছর বয়সী এক মহিলার। বুধবার সকালে ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাচন্ড পঞ্চায়েতের নতুন লোহরপুর গ্রামে। মৃত ওই মহিলার নাম আসিয়া বিবি (৩৮)। চারদিন ধরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরেই তার মৃত্যু হয়েছে বলেই দাবি মৃত মহিলার পরিবারের সদস্যদের। যদিও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেনি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। মৃতের স্বামী মজিবুর রহমান জানিয়েছেন, চারদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন তার স্ত্রী আসিয়া বিবি। রক্তের রিপোর্টে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। প্লেটলেট নেমে আসে ৯১ হাজারে। স্থানীয় একজন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করার পর তাকে সামশেরগঞ্জের অনুপনগর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও একটি বেসরকারি ল্যাবে টেস্ট করা হয়। তাতেই ডেঙ্গু ধরা পড়ে বলেই জানিয়েছেন তিনি।

নির্যাতিতার বাড়িতে বাম প্রতিনিধি দল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হবিবপুরে আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় বুধবার সকালে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়ালেন মালদা জেলা বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। সুবিচার পাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সাহস যোগালেন পরিবারের সদস্যদের। বুধবার জেলা বামফ্রন্টের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার বাড়ি যান, সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অম্বর মিত্র, আরএসপির জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে, সিপিআই জেলা সম্পাদক বাবর সরকার, ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা প্রকাশ দাস, সিপিআইএম নেতা প্রণব দাস সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ছিলেন হবিবপুর ব্লক বামফ্রন্টের একাধিক নেতানেত্রী। তারা সকলে মিলে এদিন সকালে নির্যাতিতার বাড়ি যান। তার পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বলেন।' তাদের কোনরকম ভয়ভীতি, প্রলোভনে না পড়ে'মেয়ের সঙ্গে হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পেতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সাহস যোগান ও তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন।

বড়রা পঞ্চায়েতে ধ্বনি ভোটে প্রধান নির্বাচিত আল্লিনেশা খাতুন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত ১ লা আগস্ট শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে খয়রাসোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট পদত্যাগ পত্র জমা দেন বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সেখ সোয়েব আজম। সে নিয়ে এলাকা জুড়ে শুরু হয় নানান গুঞ্জন।যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে সবকটি আসনেই জয়লাভ করে তৃনমূল কংগ্রেস। একমাস অতিক্রান্ত হতেই ৪ ই সেপ্টেম্বর বুধবার খয়রাসোল বিডিও র প্রতিনিধি তথা প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম অফিসার পার্থ সারথি হালদার এদিন বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েত সভাকক্ষে ১৬ জন সদস্যদের নিয়ে প্রধান নির্বাচনের লক্ষ্যে বসেন। সেখানে প্রাক্তন প্রধান সেখ সোয়েব আজম এর প্রস্তাবে এবং পঞ্চায়েত সদস্য সেখ পিয়ারুল এর সমর্থনে আল্লিনেশা খাতুন কে প্রধান নির্বাচিত করা হয় ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে।প্রধান নির্বাচন ঘিরে এলাকায় টানটান উত্তেজনা থাকায় কাঁকরতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়। দলীয় কর্মী সমর্থকরা এদিন নবনির্বাচিত প্রধান কে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া এবং মিষ্টি মুখ করানো হয়। প্রধানের দায়িত্ব পাওয়া তথা চেয়ারে বসার পর প্রধান হিসেবে আল্লিনেশা খাতুন এক সাক্ষাৎকারে বলেন প্রথমেই বড়রা পঞ্চায়েত এলাকাবাসীদের শুভেচ্ছা জানাই। প্রধানের দায়িত্ব পেয়ে আনন্দবোধ হচ্ছে। এরপর যে দায়িত্ব কাঁধে দেওয়া হয়েছে তা আগামী দিনে জনগণের মধ্যে পরিষেবা প্রদান করার মধ্য দিয়ে তাদের পাশে সর্বক্ষণ থাকবো বলে অঙ্গীকার করছি।এদিন নব নির্বাচিত প্রধানকে দলীয়ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি দেবব্রত সাহা, রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা অসীমা ধীবর। এছাড়া ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মৃণাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল কুমার গায়েন, এবং সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে। তাড়াও ছিলেন ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব শেখ জয়নাল, প্রান্তিকা চ্যাটার্জী, রুনু সিংহ, কেনিজ রাশেদ, কামেলা বিবি প্রমুখ নেতৃত্ব।

ভূতনির চরে ত্রাণ বিলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

নাজমুস সাহাদাত ● মানিকচক

আপনজন: মালদার বিস্তীর্ণ ভুতনি অঞ্চলের গঙ্গা ভাঙ্গন ও প্লাবনে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়া সত্বেও চরম উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকার। মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি অঞ্চলের কয়েক শত গ্রাম গঙ্গা ভাঙ্গনে কবলিত। ভুতনির সাধারণ মানুষজন এখন গঙ্গা ভাঙ্গন ও প্লাবনে দরুন সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের বাড়িঘর গঙ্গার জলে ডুবে দিশেহারা হাজার হাজার পরিবার এমন অবস্থায় তারা রাতের পর রাত জেগে জেগেই কাটাচ্ছে। বন্যায় কবলিত আতঙ্কিত মানুষদের বিপদ থেকে নিরাপদে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ব্লক সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা, তবে হেলদোল নেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। প্লাবনের দরুন পানীয় জলের একটা বিশাল সংকট, থাকা থেকে শুরু করে খাওয়া ও কারেন্ট সহ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ভুতনির গঙ্গা কবলিত এলাকার প্রায় ২ লক্ষ মানুষ। মানুষজন তাদের ছোট ছোট সন্তান, গবাদি পশু, ও বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র ডুবে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে বহু পরিবার। দীর্ঘ প্রায় ১ মাস পেরিয়েছে ভুতনির বন্যা, চারিদিকে যেন আর্তনাদের হাহাকার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "মানবতা" ভুতনির বন্যায় কবলিত মানুষদের ত্রাণ-সাহায্যে এগিয়ে আসে। এদিন এই সংস্থার উদ্যোগে ভুতনির উত্তর চন্ডীপুর অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামে প্রায় ১২০ পরিবারে ত্রাণ-সাহায্য বিতরণ করে তাদের এক প্রতিনিধি দল।

নাবালক টোটো চালক বন্ধে পদক্ষেপ পুলিশের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত রসাখোয়া রাজ্য সড়কের যানজট মুক্ত রাখতে রসাখোয়া ফাঁড়ির পুলিশ প্রশাসন এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সড়কটিতে টোটো যানবাহনের কারণে ক্রমবর্ধমান যানজটের সমস্যা সমাধানে মঙ্গলবার পুলিশ টোটো চালকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই সভায় যানজটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলো দূর করতে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে টোটো চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, টোটো চালানোর সময় রাস্তার শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নাবালক ছেলেদের টোটো চালানো আইনত অপরাধ। যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে, তবে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে পুলিশ প্রশাসন হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রসাখোয়া সড়কে যানজট কমবে বলে মনে করছে পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের কাঠ পাচার রুখতে বড়সড় সাফল্য বন দফতরের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ফের কাঠ পাচার রুখতে বড়সড় সাফল্য বন দফতরের। বে আইনি কাঠ বোঝাই একাধিক লরি আটক, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ কাঠ । কাঠ পাচার রুখতে ফের বড়সড় সাফল্য পেল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বনবিভাগ। গতকাল বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কোতুলপুর থানার জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে বেশ কয়েকটি কাঠ বোঝাই লরি আটক করল বন দফতর। আটক করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ কাঠ। কে বা কারা কোথায় এই অবৈধ কাঠ পাচার করছিল তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ১৫ আগষ্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর গাছ কাটার কোনো অনুমতি দেয়না বন দফতর। এই একমাস বন্ধ থাকে গাছ কাটার কাজও। কিন্তু তার মাঝেই গাছ কেটে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল লরি লরি কাঠ। গতকাল বিশেষ সূত্রে সেই খবর পৌঁছায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর বন বিভাগে। এরপর বন বিভাগের আধিকারিকরা জয়পুর ও কোতুলপুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় কোতুলপুর থানার জলিঠা মোড় সংলগ্ন এলাকায়। সেখান থেকে আটক করা হয় কাঠবোঝাই ২ টি ১৪ চাকার লরি ও ১ টি ১২ চাকার লরিকে।

পাইপ চুরির কিনারা জেলা পুলিশের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘী থানায় জল প্রকল্পের পাইপ চুরি সংক্রান্ত ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। সুপ্রিতি কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে দেওয়ানদিঘী থানায় অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ তদন্তে নেমে কলকাতা, হাওড়া, এবং মুর্শিদাবাদ থেকে সাতজন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে দুজন কলকাতার, দুজন হাওড়া জেলার এবং তিনজন মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং। পুলিশ সুপারের মতে, গত ১ আগস্ট এবং ১৪ আগস্ট দেওয়ানদিঘী থানায় দুটি কেস রেজিস্টার হয়েছিল, যেখানে ২৩টি এবং ২১টি পাইপ চুরির অভিযোগ করা হয়।

দোষীদের ফাঁসি চেয়ে বিক্ষোভ রাজারহাটে

বাইজিদ মণ্ডল ● আমতলা

আপনজন: আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই কে তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এবার অবস্থান বিক্ষোভ করল মগরাহাট পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। রাজার হাট বাস স্ট্যান্ডে এই অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, মুজিবর রহমান মোল্লা অধ্যক্ষ দ :২৪ পরগনা জেলা পরিষদ, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী চন্দ্রিমা হাজারী,ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাস, আই এন টি টি ইউ সি সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল প্রমুখ।

পড়া শেখা, লেখা শেখা, বলা শেখা

মেচবাহার সেখ

উপক্রমনিকা

শিশুরা ছোট বয়স থেকে কীভাবে কথা বলা শিখবে, পড়া শিখবে এবং লেখা শিখবে - এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই পৃথিবীর নানা মনীষী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিকগণ এ বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কী ভাবনা, তত্ত্ব ও বাস্তবতা আমাদের জন্য রেখে গেছেন সেগুলো দিয়ে শুরু করলে আমাদের জানা ও বিশ্বাসটা বোধহয় মজবুত হয়। কারণ আমরা সীমিত জ্ঞানের মানুষ।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি তাঁর 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন – "একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পারো ইহাকে যেমনটি দেখিতেছি ইহা তেমনই, কিন্তু একটা বীজ সম্পর্কে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি তাহার চেয়ে অনেক বড়। " বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ আর তার সমতুল একটি পাথরকুচি সমান নয়। বটবীজের মধ্যে বৃহত্তম বটগাছটি ঘুমিয়ে আছে। আমাদের শিশুরাও ঠিক তাই। সদ্যোজাতকে যেমনটি দেখি সেই দেখার মধ্যে তার বৃহত্তমটা দেখা যায় না। তাকে পরিচর্যা করলেই সে তার বৃহত্তম রূপটা দেখাতে পারে। যেমনটি বীজের পরিচর্যা করলে বৃহৎ বটগাছটিকে পাই।

শিশুকে পরিচর্যা ও তৈরি করতে অর্থাৎ তার শেখা, বলা, লেখা কেমন ভাবে হবে তা প্রথমেই শুরু হয় মায়ের কোলে। তারপর ক্রমান্বয়ে পরিবার, বৃহত্তর সমাজের নানা শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং দায় রয়েছে নানা স্তরে।

এই শিখন প্রক্রিয়াটা বুঝতে আবার এক মনীষীর সাহায্য নেওয়া যায়। তিনি হলেন রুশ দেশের বিশ্বখ্যাত শিক্ষা গবেষক লেভ সেমিওনভিচ ভাইগোৎস্কি। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে তত্ত্বের অবতারণা করলেন তার পরিচিত নাম হল Theory of Constructivism বাংলা করলে দাঁড়ায় 'জ্ঞান গঠনের তত্ত্ব'। জ্ঞান গঠন তত্ত্বের মূল কথা হল-শিখন বা শেখা একটি প্রক্রিয়া (লার্নিং ইজ এ প্রসেস)। শিশু শেখে একটা জ্ঞানের উপর ভর করে আরেকটা জ্ঞান। প্রতি মুহূর্তে শেখে। দেখে শেখে, শুনে শেখে। এটা একটা নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া (informal social process)। যা বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া নয় (formal process)। আমি, আপনি না শেখালেও, না দেখালেও সে নিজের মতো করে সমাজ থেকে দেখে শুনে তার মতো শিখবে। এ শেখা আটকানো যাবে না। কিন্তু আমরা কি চাই? শিশু যা কিছু শিখুক, যা কিছু দেখুক এবং তার মতো ভাবুক বলুক? তাহলে তো তাকে সমাজের মতো, পরিবারের মতো, রাষ্ট্রের মতো তৈরি করা হল না। বর্ষাকালে আগাছা বা লতাপাতার মতো বেড়ে উঠলো। এটা তো কাম্য নয়।

আমরা চাই শেখার জন্য কাম্য মানের শিক্ষা। সেটা বলার ক্ষেত্রে, শেখার ক্ষেত্রে, লেখার ক্ষেত্রে - সব ক্ষেত্রেই হতে হবে।

কথা বলা শেখা

প্রথম কথা শেখা বা কথা বলা দিয়েই শুরু করা যাক। ভাইগোৎস্কি তাঁর জ্ঞান গঠনের তত্ত্বে বলছেন, শিশুর শেখাটা হয় একটা জানার উপর আরেকটা জানা। সেটা হয় নতুন জানা। অর্থাত একটা জানার উপর আরেকটা নতুন জানা। ঠিক ইঁট গাঁথার মতো। একটা ইঁটের উপর আরেকটা ইঁট গাঁথা। এই ভাবেই ইমারত তৈরি হয়। জ্ঞানের ইমারত। শিশু কথা বলা শেখে শুনে শুনে। শব্দভাণ্ডার তৈরি হয় শুনে। বাড়ির বড়োরা চিরাচরিত ভাবে তাকে একটা একটা শব্দ শেখাযন, যেমন বাবা, দাদা, মামা, নানা ইত্যাদি। তাহলে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যা দাঁড়ালো – তা হল, ভাষা শেখানোর প্রথম দায় বর্তায় পরিবারের উপর। শুরুতে শিশুরা বড়োদের মতো স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। কারণ প্রথমত তার শব্দটা অজানা। দ্বিতীয়ত – জীভ ও ঠোঁটের উপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তখনও আসেনি। তাই আমরা বড়োরা তার এই অপারগতা বা ইম'ম্যাচিউরিটি বুঝে শব্দ বা ভাষা শেখানোর সময় সহজ করে শেখাতে গিয়ে শব্দের বিকৃত উচ্চারণ শেখাই। ক্রমান্বয়ে সেটাই তার মাথায় থেকে যায়। যাকে বলে গোড়ায় গলদ। এক্ষেত্রে তাহলে দায় বর্তায় পরিবারের বড়োদের উপর!

তাহলে আমরা কী করতে পারি?

আমরা শিশুদের ছোট ছোট শব্দ যা তার জীভ ও ঠোঁটের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে থাকবে সেটা বুঝে স্পষ্ট উচ্চারণটাই শেখাবো। শব্দকে বিকৃত করে নয়। প্রথম শেখাতে হবে একটা মাত্র শব্দ দিয়ে যেগুলো সহজে মুখে আসে। যেমন –আ, অ্যা, মা, না, পা, দা। তারপর আসতে পারে বাবা, দাদা, মামা, নানা, পাপা ইত্যাদি। অর্থাৎ একক শব্দ থেকে যমজ শব্দে আসা। এইভাবে বাক্য গঠন শেখাতে হবে। এটা হল শিশুকে পরিকল্পিতভাবে শেখানো। জ্ঞান গঠনের তত্ত্ব অনুসারে বলা হয়, একটা জানার উপর আরেকটা জানা। যেমন প্রথম জানতে হল মা, তার এই মা জানার উপর আরেকটা জানা যোগ হয়ে মামা হচ্ছে। ঠিক ইঁট গাঁথার মতো।

এইখানে প্রশ্ন হল – সব অভিভাবক কী এভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত? না, তা নয়। আর নয় বলেই শিশুরা ভালোভাবে ভাষা শেখে না। শেখার তারতম্য দেখা যায়।

শিশু অবস্থায় এভাবে শেখার পর যখন সে বড়ো হয়, তখন তার দায় বর্তায় শিক্ষক কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর। আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ মানুষ বাংলাভাষী হলেও বিভিন্ন জেলায় ভাষার একটা আঞ্চলিকতা আছে। মান্য ভাষায় (স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে) যদি বলি আসবো, তবে কোনো জেলায় তা বলা হয় আইসবো বা আসুম। আঞ্চলিকতার কারণেই এই অসুবিধা। এই ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা তার কাছে মাতৃভাষা হলেও যখন সেই শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করবে তখন তাদের মান্য ভাষায় উচ্চারণ করতে এবং অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের এই দিক বিবেচনা করে দুটো ভাষার (মান্য ভাষা ও স্থানীয় বা মাতৃভাষা) মধ্যে সমন্বয়ে ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয়ত – শিশুদের স্পষ্ট উচ্চারণ করতে শেখাতে হবে। কোন্ বর্ণে কোন্ শব্দে কোনখানে জোর দিতে হবে সেটা শুরু থেকেই শেখাতে হবে। যেমন 'পর' আর 'পড়' শব্দের উচ্চারণগত ফারাক আছে। ধৈর্য্য এই শব্দটা অনেক শিশু বলে ধৈয্য। বড়োরাও অনেকে এই ভুল করেন। এইসব পার্থক্য বোঝানো ও শেখানো দরকার ছোট থেকেই। এই রকম ভাবেই দেখা যায় 'আসার' (come) আর 'আষাঢ়' উচ্চারণের পার্থক্য থাকলেও আমরা শিশুদের শব্দ ও বর্ণের উচ্চারণ ঠিকমতো শেখাই না। সুতরাং বর্ণ চেনা থেকে শুরু করে শব্দের উচ্চারণগত ফারাক শৈশব থেকে অত্যন্ত নিপুণভাবে না শেখালে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল বানান ভুল। যেমন 'তুমি পরে এসো'। আবার বলি 'তুমি পড়ে এসো'। বর্ণের উচ্চারণে গোলমাল থাকলে শিশুরা এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে বানান ভুল করে ফেলে। এখানেই বর্ণ শেখানোর সময় ফোনেটিক লার্নিং (phonetic learnings) এর উপর শিশুকে ও অভিভাবককে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। শিশু কী শুনছে এবং কীভাবে তা উচ্চারণ করছে তা খুঁটিয়ে দেখা খুবই জরুরি। প্রয়োজনে সংশোধন করে দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যেই যদি এই উচ্চারণের সমস্যা থাকে তবে সে ক্ষেত্রে শিশুদের কি হবে! এছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে এখনও বর্ণের বিকৃত উচ্চারণের অভ্যাস থেকে গেছে। ধ-কে সরাসরি ধ-না বলে কাঁধে পুঁটলি 'ধ' বলা। 'র'-কে সরাসরি 'র'-না বলে 'ব'-শূন্য 'র' বলা, 'দ' কে হাটুভাঙ্গা 'দ' বলা ইত্যাদি। শিশুরা বর্ণকে নির্দিষ্ট নাম দিয়ে না শিখে যদি বিকৃত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শেখে তবে তাদের বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। যেমন – যদি গাধা উচ্চারণ করাতে হয় তবে শিশু যদি বলে 'গ'- এ আকার কাঁধে পুঁটলি 'ধ' এ আকার তবে প্রতিটি শব্দ, মাত্রা এবং বিকৃত বর্ণ উচ্চারণ মিলে সহজে গাধা শব্দটি মুখে উচ্চারিত হতে চাইবে না। অনেকগুলি ফোনেটিক মিলে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা শব্দ তৈরি হতে চাইবে এবং তা আরো জটিল হয়ে শিশুর মাথায় পাক খেতে থাকবে, ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চারণে কষ্ট পাবে। অথচ আমরা খুব সহজভাবে এগুলো শিখিয়ে দিতে পারি, শুধু প্রয়োজন একটু সচেতনতা। শিক্ষককে শিশু মনের স্তরে পৌঁছে তার সমস্যাটা বুঝতে হবে। এতে কিন্তু শিশুরা সহজে শিখবে, উচ্চারণ পরিষ্কার হবে, পড়তেও আনন্দ পাবে। নতুবা সমস্যা আরো গভীরতর হবে।

লেখা শেখা

এবার আসা যাক লেখা শেখানোর প্রশ্নে। লেখার ক্ষেত্রেও পড়ার মতো সহজ থেকে কঠিন এর দিকে যেতে হবে। একটা জানা জিনিসের উপর নতুন জানা যোগ করতে হবে। শিশুদের তিন বছর বয়স থেকে যেমন কিছু আঁকিবুকি করতে দিতে হবে। স্বাধীন ভাবে। এতে পেন্সিল ধরার উপর তার আধিপত্য কায়েম হবে। ধীরে ধীরে শিশুকে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু দাগ টানা, সোজা রেখা, বাঁকা রেখা, গোল করা ইত্যাদি করতে দিতে হবে। তার মনের মতো। কোন চাপ দেওয়া নয়। ক্রমান্বয়ে তার তৈরির আঁকিবুকির অংশ যোগ করলে কেমন ভাবে একটা বর্ণ তৈরি হয়ে যেতে পারে সেটা তাকে দেখাতে হবে। শিশু যখন টুকরো টুকরো রেখাকে যোগ করে হঠাৎ বর্ণ লিখে ফেলেছে দেখবে তখন সে লেখার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। আরো লিখতে চাইবে সৃষ্টির আনন্দে। অনেকেই ছোট থেকে বর্ণ লিখে তার উপর দাগ বোলাতে দেন। শিশু যখন পেন্সিলই ঠিকমতো আয়ত্ব করতে শেখেনি, তখন একটা কঠিন বর্ণের উপর আঙুল ঘোরানো তার পক্ষে আরও কঠিন হয়। সেক্ষেত্রে আঁকিবুকি দিয়ে শুরু করে তারপর সেসব যোগ করে বর্ণ লেখা অনেক সহজ হয় এবং শিশুর কাছে তা আনন্দদায়ক হয়। দাগ বোলানো শিশুর কাছে কঠিন হয়। এটা অনুকরণীয় কাজ, সৃষ্টির আনন্দ নেই। নিজের আবিষ্কার থাকে না। স্বাধীনতাও থাকেনা।

ক্রমান্বয়ে শিশুদের বর্ণ লেখার সময় সঠিক আকৃতির বর্ণ লেখানো শেখাতে হবে। কোনরকম একটা বর্ণ লিখে দিলে তা পাঠ্য বইয়ের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করে তাকে দেখাতে হবে তার বর্ণ লেখাটা কোনখানে ভুল হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় লেখার মূল্যায়নটাও হয়ে যায়। মাত্রা, যতি চিহ্নের ব্যবহার বুঝিয়ে ভালো করে শেখাতে হবে। কোন বর্ণে পূর্ণমাত্রা, কোন বর্ণে অর্ধমাত্রা, কোন বর্ণ মাত্রাহীন, তা শুরু থেকেই পাঠ্যবইয়ের সাহায্যে তাদের দেখাতে হবে এবং বোঝাতে হবে। শিশু একেবারেই ছাপার অক্ষরের মতো লিখতে পারবে না। তবে অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে সঠিকভাবে লেখার অভ্যাসে নিয়ে যেতে হবে।

বলা শেখা

এবার আসা যাক শিশুদের কথা বলার অভ্যাস বা দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে। কথা বলার অভ্যাস শেখাতে গেলে প্রথম বোঝা দরকার যে, শিশুটি যে বিষয়টি বলতে চাইছে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা। শিশু যদি সামনে একটা নদী দেখে তবে তাকে খুঁটিয়ে নদী দেখাতে হবে বা নদীর গল্প শোনাতে হবে যাতে সেখান থেকে তার স্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারে। তখন আপনা থেকে সে তার ধারণা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু ঘটনা যদি হয় উল্টো অর্থাৎ ধারণায় যদি তার অস্পষ্টতা থাকে তবে বলতে গিয়ে তোতলাবে, কথা আঁটকে যাবে। এছাড়াও শিশুকে শেখানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থান, কাল, পাত্র, ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেগুলো শেখাতে হবে। সম্বোধন কীভাবে করবে, জোরে কখন কথা বলবে, আস্তে কোথায় কথা বলতে হয়, কোথায় মান্য বাংলা বলবে আর কোথায় চলিত বাংলা বলবে বা স্থানীয় ভাষায় কথা বলবে এগুলি তাকে শেখাতে হবে। এই প্রক্রিয়া পদ্ধতিগুলি ক্রমান্বয়ে শিশুকে শেখাতে থাকলে পড়া, লেখা এবং বলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবে।

শেষ করি কবিগুরুর কথা দিয়েই, তিনি বলছে, "শুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই"। খেত হলো পরিবার, সমাজ, শিক্ষক সকলে মিলে আমরা। আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে শিশুদের দক্ষতা খুঁজতে যাওয়া ভুল।

কঠিন পাঠ সহজ হয় শিক্ষকের গুণে

অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল

শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকের সব থেকে বড় পরিচয় হলো তাঁর আচার-আচরণ, ব্যবহার, এক কথায় বলা যায় শিক্ষক সুলভ ইমেজ। একজন শিক্ষার্থী সব সময় একজন শিক্ষককে দেখতে চায় আদর্শ হিসেবে। শিক্ষক সবকিছু জানেন, এমন ভাব তাঁর কখনোই করা উচিত নয়। বরং শিক্ষক যদি তাঁর ছাত্রদের বলেন, আজকের ক্লাস থেকে আমি তোদের কাছ অনেক কিছু শিখতে পারলাম, বেশ কয়েকটা নতুন পয়েন্ট জানলাম। তাহলে শিক্ষার্থী অনেক বেশি উৎসাহিত হবে, উদ্বুদ্ধ হবে। কোনো বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের কিউরিওসিটি জন্মিয়ে ক্রিয়েটিভ এবং ক্রিটিকাল থিংকিং-এ উন্নীত করাই শিক্ষকের কাজ।

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল ছাত্রের মনে সৃজনশীল কাজ আর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আর আনন্দ জাগ্রত করা।

মনে রাখতে হবে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না, শিক্ষার্থীও তেমনই সকলে একই ধরনের হবে, এটা মনে করা ভুল। কেউ একটু ধীরে শেখে, আবার কেউ অতি দ্রুত, আবার কেউ বা মাঝারি, এটাই তো স্বাভাবিক।

ধীর গতির শিক্ষার্থীদের নিয়েই হয় সমস্যা। অনেক সময়েই শিক্ষকরা বলে ফেলেন, এই সহজ পড়াটা পারলি না, তোর দ্বারা কিছু হবে না। শিক্ষকের এরকম আচরণ কিন্তু ওদের আরো অনেকটা পিছিয়ে দেয়, আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, ওদের এই পিছিয়ে পড়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। যেগুলির দায় হয়তো বা ওই ব্যক্তি-ছাত্রের ওপর খুব একটা বর্তায় না। পারিবারিক দারিদ্র্য, দীর্ঘ অসুস্থতা, বিভিন্ন কারণে স্কুলে অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে তার এই পশ্চাদপদতা। এই সমস্ত দিক মাথায় রেখে শিক্ষক যদি ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যান, একাত্ম হন, কাছে টেনে নেন, তার অসুবিধের প্রতি সমব্যথী হন, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠবে, সক্ষতা তৈরি হবে। এটা কে সযত্নে লালন করলে ওই ছাত্রটি তার প্রিয় শিক্ষকের জন্য অনেক কিছু করতে রাজি হবে। অনেকটা কষ্ট করে হলেও পড়াশুনাতেও মন দেবে। এগিয়ে থাকা বা মাঝারি মানের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব একটা চিন্তার নেই। পাঠ্যের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করতে করতে পাঠ্যের বাইরে চলে যাওয়া, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পড়াশোনার মিল খুঁজে পেলে ওরা অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করবে। এমনকী ধীরগতি সম্পন্ন ছেলেরাও। ওদের করা প্রশ্নের উত্তর ওরাই খুঁজুক শিক্ষক শুধু মাঝেমধ্যে ধরিয়ে দেবেন। এতেই কাজ হবে। এমনও হতে পারে, ওদের করা প্রশ্ন কিংবা প্রশ্ন করতে করতে আপনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর আপনারই জানা নেই। আপনি সেটা কখনো লুকোবেন না, পরিষ্কার বলুন এর উত্তর তোমরাও খোঁজো, আমিও খুঁজছি, পরে আলোচনা করা যাবে।

ওদের পারফরমেন্সকে সবসময় অ্যাপ্রেসিয়েট করুন। এমনকী মাঝেমধ্যে ওদের কাছে শিক্ষক হেরে যাওয়ার ছলনাও করতে পারেন। আসলে ক্লাসে গতি বজায় থাকবে কীভাবে, শিক্ষার্থী সার্বিক উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সজাগ হতে হবে শিক্ষককেই। চোখ-কান খোলা রেখে নতুন ভাবনা, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। দিন বদলাচ্ছে, ধাঁচ তো বদলাবেই।

মনে রাখতে হবে ছাত্র আছে বলেই শিক্ষকের অস্তিত্ব। পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা যত উৎসাহ নিয়ে ভরিয়ে তুলবে শিক্ষাঙ্গন, ততই শিক্ষকের জয়জয়কার।

অনুলিখন : নায়ীমুল হক

প্রশ্ন যখন প্রশ্ন নিয়ে

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে এক বিতর্ক সভায় হাজিরা দেবার আমন্ত্রণ এসেছিল। বাড়ি বয়ে এসে আমন্ত্রণ জানাতে আসা উদ্যোক্তাদের বলেছিলাম নিশ্চয়ই একবার শুনতে যাব। বাড়ির কাছে হওয়ায় সময় মতো টুকটুক করে হাজির হতেই উদ্যোক্তাদের তরফে একরকম চ্যাংদোলা করে বসিয়ে দিল বিচারকের আসনে। আসরে উপস্থিত যুযুধান দুপক্ষই দেখি একেবারে আস্তিন গুটিয়ে তৈরি। বিতর্কের বিষয়টি ছিল এইরকম – সভার মতে : "প্রশ্নপত্রে MCQ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভিড়ে শিক্ষা তার অভিমুখ হারিয়েছে।" বিষয়টি যে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই সময়ের পাঠ মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে তা বোধহয় নতুন করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আজকাল পাঠ মূল্যায়নের সবস্তরেই MCQ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের রমরমা। মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে, রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা অনুসারে প্রশ্নপত্রে চার ধরনের প্রশ্ন সংযোজনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবিত এই চার ধরনের প্রশ্নগুলো হলো – জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক। রীতিমতো কর্মশালার আয়োজন করে নতুন ধাঁচের প্রশ্নপত্র রচনার সমস্ত কৃৎ কৌশল মাস্টারমশাই - দিদিমণিদের একেবারে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছুদিন সোৎসাহে ব্যাপারটা এভাবেই চলল। জ্ঞান বোধ প্রয়োগ আর দক্ষতার দড়ি টানাটানির জেরে শিক্ষার্থী - শিক্ষক - অভিভাবকদের তখন একেবারে সসেমিরা অবস্থা। আমরা তখন তরুণ প্রজন্মের তুর্কি শিক্ষক, অনেক স্বপ্ন নিয়ে যা নতুন তাকে আঁকড়ে ধরছি। পরীক্ষা নিরীক্ষায় মশগুল। অন্যদিকে যাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে এই গতানুগতিক পাঠ দানের পেশায় ঘানি টেনে নিজেদের প্রেশার বাড়িয়ে ফেলেছেন, সেই সব বরিষ্ট,অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রশ্নের চক্করে নাজেহাল হয়ে ছড়া বাঁধলেন – " খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে / কাল হলো এঁড়ে গরু কিনে ......।" প্রশ্নের এমন কায়দা অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। নানা মহলের আপত্তির কারণে একসময় ধীরে ধীরে গোটা ভাবনাটাই স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। তবে নতুন ব্যবস্থায় ছেলেপুলেরা বেশ খুশি হয়েছিল,কারণ – আগের তুলনায় তারা অনেক অনেক বেশি নম্বর পাচ্ছিল, অভিভাবকরাও খুশি হলেন, কেননা তাঁদের সন্তানেরা এখন অনেক নম্বরে ভরা প্রগতিপত্র হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছে, মাননীয় শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকেই বেশ আহ্লাদিত হলেন এই ভেবে যে খাতা দেখতে এখন আর খুব সময় লাগছে না, তবে প্রশ্নপত্রে জ্ঞান বোধ দক্ষতার শ্রেণিচরিত্র নিয়ে মাঝেমধ্যে খটকা থেকে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা কলেজ স্ট্রিট পাড়ার পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায় নতুন জোয়ার এনে দিল। নানা রকম প্রশ্নের পসরা নিয়ে তাঁরা নিয়ে এলেন রকমারি কম্প্যানিয়ন। ছেলেমেয়েরা মায় মাস্টারমশাই দিদিমণিরাও এই সব পাঠ সাথীদের নিয়ে হামলে পড়লেন। স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে সকলেই বললেন – যাক্! এতদিনে প্রশ্নপত্র তৈরির হ্যাপা থেকে বাঁচলাম ! অনেক দিন আগে ফেলে আসা সময়ের গপ্পো করতে করতে বিতর্ক সভা ছেড়ে অনেকটাই হয়তো সরে এসেছি। আবার সেই সভায় ফিরি। শুরুতে বিষয়টির পক্ষে -বিপক্ষে তার্কিকদের মতামতের সার অংশটুকুর প্রতি নজর দেওয়া যাক্। যারা পক্ষে ছিল তাদের মতামত ছিল অনেকটাই এরকম।

"শিক্ষাতো শুধু অনেক নম্বর পাওয়া নয়, প্রকৃত শিক্ষা মার্কশিটের পাতায় লেখা কতগুলো সংখ্যায় কখনোই সীমিত থাকেনা। শিক্ষা মানে মানুষের আন্তর চেতনার স্ফূরণ। MCQ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সেই মহত্তম লক্ষ্য কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয়। পঠনপাঠনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে কতটা মেলে ধরতে পারছে তা যাচাইয়ের জন্য একটি মাত্র শব্দে উত্তর বা টিক চিহ্ন, ক্রশ চিহ্ন দেওয়া, একটি মাত্র বাক্যে উত্তর দেওয়া বা নির্দিষ্ট শব্দ সীমায় গুটিকয় প্রশ্নের জবাব দেওয়া কখনোই মান্য মাপকাঠি হতে পারে না। এমন প্রশ্নের কারণে অনেক নম্বর হয়তো পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোনোভাবেই একজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান, বোধ বা মেধার বিকাশ হচ্ছে না। গোটা বিষয়টা নিতান্তই একটি ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের গভীর শিক্ষায় প্রণোদিত করেনা, কেবল বস্তাপচা মুখস্থ বিদ্যাকেই উৎসাহ দেয়। এই মূল্যায়ন পদ্ধতি কখনোই কাম্য হতে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের বোধের পরিমাপক নয়। নিছক অনুমানের ভিত্তিতে দেওয়া উত্তর কখনোই গভীর জ্ঞানের আলো জ্বালাতে পারে না। এই মূল্যায়ন পদ্ধতি বর্জনীয়। অন্যপক্ষ এসব চুপচাপ মেনে নিল ? একদম ঠিক নয়। তাহলে?

তারাও হারে রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করতে। একবার শুনে নেওয়া যাক্ তাদের যুক্তিগুলো। কী বললো তারা ? " শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে বিপক্ষের বন্ধুরা এখনও আদ্যিকালের গোলোক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। শিক্ষা মানে নিজেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ব করা। এই প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে পঠনপাঠনের গুরুত্ব বা তাগিদকে আমরা কেউই অস্বীকার করছিনা। মনে রাখতে হবে সময়ের প্রয়োজনকে মান্যতা দিয়েই এই নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই মূল্যায়ন পদ্ধতি অসার কথার জটিল জট থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে। অন্তরের জাগরণের জন্য একটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট, তার জন্য দাবানলের প্রয়োজন নেই। এমন ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার যুগে মান্ধাতা আমলের কলম পিষে পিষে বড়ো বড়ো উত্তর লিখে পরীক্ষকদের তুষ্ট করার দিন শেষ। এখন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর মারতে হবে। এমন পরীক্ষণ ব্যবস্থা সমস্ত শিক্ষার্থীকেই পঠনপাঠনে আগ্রহী করে। এই ব্যবস্থা সময়ের সাশ্রয় করে, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় কমায়, উত্তরপত্র বিচারের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের এক চোখা মনোভাব দেখানোর সুযোগ বন্ধ করে, এমন প্রশ্নপত্র গোটা বিষয়টাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ফলে বইয়ের প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে পড়া হয়ে যায়। এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে সাবেকি মূল্যায়ন ব্যবস্থা একদম অচল। তাই গেল গেল রব তুলে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ হাস্যকর।

যুক্তির টানটান টানাপোড়েনের মধ্যে বিতর্ক সভা একসময় আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় কিন্তু যুক্তিতর্কের শাণিত রেশ মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে। মাঝেমাঝেই মনে একটা প্রশ্ন জাগে, শিক্ষাব্যবস্থাপনার সঙ্গে বেশ কিছুদিন যুক্ত একজন মানুষ হিসেবে। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের কোন বোধ বা উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করতে চাই ? সেই লক্ষ্য কি গুটিকয় পরীক্ষায় পাশ করার মধ্যেই নিহিত থাকে? বই থেকে আমরা যা শিখি, তাই কি পরমতম? প্রচলিত শিক্ষা কি আমাদের বইয়ের শব্দবন্ধের বাইরে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে? এই শিক্ষা কি আমাদের প্রশ্নমুখর করে তোলে? আমরা কি আনন্দের অনুভূতির অংশীদার হয়ে উঠি ? হয়তো এইসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ / না দিয়েই সেরে ফেলতে পারি ; আবার একথাও ঠিক যে এরা আরও কিছু ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দাবি করে। তাহলে হয়তো বিষয়টি দাঁড়ালো এই যে, প্রত্যেক প্রশ্নের মধ্যেই মিশে থাকে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং বিশ্লেষণ। উত্তরের মাত্রা কোথায় গিয়ে থামবে তা ঠিক করতে পারাটাও এক পরীক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ধরা যাক এমন একটা প্রশ্ন দেওয়া হলো –

●হিমালয় পর্বত ভারতের কোন দিকে আছে ?

১.পূর্ব, ২. পশ্চিম, ৩. উত্তর, ৪. দক্ষিণ

আমরা সবাই জানি যে এর উত্তর হবে ৩ অর্থাৎ উত্তর।

কিন্তু এবার যদি প্রশ্ন থাকে হিমালয় উত্তর দিকেই দাঁড়িয়ে আছে কেন? তাহলে এক্ষেত্রে দু- একটি বাক্য লিখতেই হবে। এই বিষয়টি খেয়াল রাখাটাও খুব জরুরি। প্রশ্নকর্তাকেও সতর্ক থাকতে হবে যে তিনি তাঁর জিজ্ঞাসার ঠিক কী জবাব প্রত্যাশা করছেন। শিক্ষার্থীদের কোন বিশেষ সামর্থ্যের যাচাই করতে আগ্রহী তা শিক্ষককে আগাম ঠিক করে নিতে হবে। নাহলে কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ হবে না। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নমুখর করে তোলা সার্থক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই নির্মিতির পর্বটি যদি যথাযথ হয় তাহলে প্রশ্ন নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরি হতে পারেনা।

খুব সম্প্রতি প্রশ্নের ধরন নিয়ে নতুন করে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু এখন সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভিড়, সেহেতু এই ব্যবস্থা উচ্চতর স্তরের পরীক্ষা বা বিশেষ প্রবেশিকা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কতদূর বাঞ্ছনীয় বিতর্ক তাই নিয়ে। যাঁরা আগামীদিনে গবেষণায় যুক্ত হবে তাঁদের নির্বাচন কখনোই MCQ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে করা সঙ্গত নয়। এমনটাই অভিমত পরীক্ষার্থী থেকে অধ্যাপক সকলেরই। আসলে প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের ধরনের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। শিক্ষার মূলগত তাৎপর্যকে পাশ কাটিয়ে যদি কেবল তাৎক্ষণিক উত্তরণের লক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে আখেরে কারোরই লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকবে না। একথা সতত স্মরণে রাখতে হবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, দমদম কিশোরভারতী হাইস্কুল

ভাষাশেখা

“শহুরে ফ্ল্যাটে বাস/ভাবনা বার মাস। ”তবে এই তো,গত পরশু দিন,-- সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় বেসমেন্টে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণকারীর বছর চারেকের শিশুপুত্রটি যে ভাবনায় আমাকে একেবারে নিমজ্জিত করে দিল, তা একান্তই অভাবনীয়।

সে একটা থামের আলো আঁধারী থেকে বলে উঠল, “কাকু, কাকু,(প্রসঙ্গত বলে রাখি, ওর বাবারও আমি”কাকু”)” এই দ্যাখ,আমি বিড়ি টানছি। ”ভঙ্গীটি নিখুঁত। আমি থতমত ভাবটা কাটিয়ে ওর প্রতি যথাকর্তব্য পালন করে (না, বকাবকি, অবশ্যই নয়,”বিড়ি”টিও এক মোড়ানো কাগজ) চমকালাম এই ভেবে যে, এই তো আমার সামনেই মহামতি ভাষাভাবক চমস্কি কথিত Language acquisition device, (সংক্ষেপে LAD)-এর প্রজ্বলন্ত নিদর্শন দেখা গেল।

প্রথমত বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল। দ্বিতীয়ত ওর বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া পদটি একটু লক্ষ্য করা যাক। আমরা বাঙালিরা জল খাই, বকুনি খাই, ইস্কুলে চড় খাই,সিগারেট-বিড়িও খাই আবার,ক্ষেত্রবিশেষে ফুঁকি বা টানি। ওর ব্যবহৃত”টানছি”ক্রিয়া পদটি যেমন শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে, ঠিক সে ভাবেই বুঝিয়ে দেয় ওর সামাজিক অবস্থান। ওর বাবা বা অন্য কোনো আপনজন হয়তো বিড়ি” টানেন”এবং অনায়াসে সে ওই দুটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদকে সংযুক্ত করেছে। ”কাকু”কে যে” দ্যাখ’বলাটা সমীচীন নয়, সে সামাজিক বোধ ওর জাগেনি।

ভাষাতো সামাজিক এক যোগসূত্র বটেই, একই সঙ্গে তা কি বেড়ে ওঠার আবহনির্ভরও নয়?

অধ্যাপক চমস্কি কথিত ওই LAD ব্যাপারটি একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। উনি বলছেন যে প্রত্যেক শিশু তার জানা সসীম শব্দ দিয়ে অসীম বাক্য রচনা করতে পারে। শৈশবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় আর সময়ের সঙ্গে তা ব্যাপকতর হতে থাকে। এই ভাবে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব এক প্রকাশ শৈলী গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আবার প্রয়োজনে ফেরা যাবে। এখন ওই শিশুটির গহীন সারল্য থেকে উচ্চারিত বাক্যটিকে একটু তলিয়ে দেখা যাক।

প্রথমত বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল। দ্বিতীয়ত ওর বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া পদটি লক্ষ্যণীয়। আমরা বাঙালিরা জল খাই, বকুনি খাই, ইস্কুলে চড় খাই,সিগারেট-বিড়িও খাই আবার,ক্ষেত্রবিশেষে

অমিত দে

ফুঁকি বা টানি। ওর ব্যবহৃত”টানছি”ক্রিয়া পদটি যেমন শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে, ঠিক সে ভাবেই বুঝিয়ে দেয় ওর সামাজিক অবস্থান। ওর বাবা বা অন্য কোনো আপনজন হয়তো বিড়ি” টানেন”এবং অনায়াসে সে ওই দুটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদকে সংযুক্ত করেছে। ”কাকু”কে যে” দ্যাখ’বলাটা সমীচীন নয়, সে সামাজিক বোধ ওর জাগেনি।

ভাষাতো সামাজিক এক যোগসূত্র বটেই, একই সঙ্গে তা কি বেড়ে ওঠার আবহনির্ভরও নয়?

ঠিক এই ভাবেই আমাদের চারপাশে সব শিশুই ব্যাকরণ না জেনে শুদ্ধবাক্য অনর্গল বলে চলে। আমি অবশ্য সেই শিশুদের কথাই বলছি যারা একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক ধ্বনি উচ্চারণের চৌকাঠ পেরিয়ে শব্দ উচ্চারণে সক্ষম হওয়ার বয়সে পৌঁছেছে। তারা কিন্তু নিজেরা ব্যাকরণ না জেনেই ব্যাকরণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে। এরপর ধাপে ধাপে তার সামাজিকীকরণ ঘটতে থাকবে এবং সে স্থান কাল পাত্র ভেদে শব্দ চয়নে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠবে।

তাহলে এই স্তরে তার ওপরে ব্যাকরণ শেখার বোঝা না চাপানোই ভালো মনে হয়।

তবে এই স্তরে আমাদের ভালো লাগে বলে আধো আধো উচ্চারণ কে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো, কারণ অশুদ্ধ উচ্চারণ পরবর্তী কালে বানান ভুলের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলায় অবশ্য তিন “ স”, দুই “ন” মিলে ভারী বিভ্রাটে ফেলে, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত ও গ্রাহ্য উচ্চারণ কে মান্যতা দিতে হবে। হিন্দিতে এই সমস্যা নেই বললেই হয়।

বস্তুত ভাষার অধিকার মানুষ পাওয়ার অনেক পরেই তো বৈয়াকরণরা ভাষার নিহিত নিয়মগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এবং যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে,সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিপাতনে সিদ্ধ।

ভাষা সদা বহমান, তার চলনস্রোতে নানা দেশি বিদেশি শব্দের লেনদেন চলতে থাকে,সময়ান্তরে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং তা ঘটে ব্যাকরণ না মেনেই।

“অপব্যবহার “বা “অপভাষা” শব্দে “ “অপ”অর্থ নিকৃষ্ট, কিন্তু “ অপরূপ” শব্দটিতেও কি তাই?এইসব” ভজঘট”ক’দিন না হয় তোলা থাক। ব্যাকরণ আমাদের শিখতেই হবে সন্দেহ নেই। মন দিয়ে শিখব কিন্তু যথাসময়ে,অর্থাৎ যখন তা শুধু সূত্র মুখস্থের বোঝা হবে না, বরং আমার ভাষাকে ভালোবেসে জানার আনন্দ ছড়াবে। ধরে নিচ্ছি সেটা দশ-বার বছর বয়সে। তার আগে ছোটো নদী আঁকে বাঁকে চলতে থাক,হাবুদের ডাল কুকুর তাড়া করুক,হেড অফিসের বড় বাবুর গোঁফ চুরি যাক, শকুন্তলার কষ্টে চোখে জল আসুক। তারপর এইসব যাদুকাঠির ছোঁয়ায় আমার ভাষাটিও কখন যে “অপরূপ”হওয়ার পথে অজান্তেই পা বাড়িয়েছে বুঝতেও পারব না। আর এই সব খুশির পড়ার মধ্যে তাজা মন ক্রমাগত অসংখ্য বানানের ছবি কখন যেন ঠিক তুলে নিয়েছে। লিখতে গিয়ে দ্বিধা হলে ওই ছবিই বলবে,”আমাকে দ্যাখো। ”বানান শেখাও চলতে থাকবে।

ইস্কুল যাওয়া এরমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, সামাজিকীকরণ চলছে, বাড়ির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পারিবারিক আবহে সংবেদনশীলতা, বন্ধন, নৈতিকতা,ভালোবাসা,-এই সব দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে তাকে। এ ধরনের হৃদয়সম্পদ যে ভাষাকে প্রভাবিত করে সে কথা সজাগ থাকলেই বোঝা যায়। ভাষার যে এক মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে সে কথা অনস্বীকার্য।

এবার ব্যাকরণ শেখার পালা। এই পর্বে প্রবেশের আগে দু একটি কথা বলার আছে। প্রথমত এ কথা আমরা দেখেছি যে বাংলা ব্যাকরণ বিশ্লেষণাত্মক। তাই এখানে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে ভাষা বোধের ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করে নেওয়া ভালো। আর শেখানোর ক্ষেত্রে উদাহরণ থেকে সংজ্ঞায় গেলে (functional grammar) ছোটদের বুঝতে সুবিধা হয় বলেই আমার মনে হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যা পেশ করতে চাই, সেটি এই যে, আমাদের বৃহত্তর শিক্ষার্থী সমাজ ছড়িয়ে আছে গ্রামে। তারা বাড়িতে বা পরিবেশে তাদের অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা শুনে বড় হয়। এদিকে পাঠ্য ব্যাকরণ রচিত হয় মান্য বা প্রমিত ভাষার, আঞ্চলিক ভাষার নয়।

এই প্রমিত ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যখন শহর গড়ে ওঠে, জীবিকার তাগিদে নানা অঞ্চল থেকে মানুষ সেখানে চলে আসেন,তখন বিদ্যাশিক্ষা বা কাজ কর্মের জন্য একটি সর্বজনমান্য ভাষারূপ জরুরী হয়ে পড়ে। রকমারি ভাষায় এ কাজ চলে না। তখন ঐ সব আঞ্চলিক ভাষার সম্প্রেষণে তৈরি হয় প্রমিত ভাষা, নাগরিক জীবনের ভাষা। ব্যাকরণ সেই ভাষার জন্যই তৈরি হয়। তাই শিক্ষার্থীদের সে ভাষায় অভ্যস্ত হওয়ার পরে ব্যাকরণ শুরু করা বোধহয় শ্রেয়।

এইবার প্রশ্ন হলো বানান ও ব্যাকরণ শিক্ষা। লেখার ক্ষেত্রে তা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এর আরেকটি দিক আছে। ব্যাকরণ সম্পদে ধনী প্রমিত ভাষা কখন যেন আঞ্চলিক ভাষাকে অজান্তেই হেয় জ্ঞান করতে থাকে। এটি একান্তই অবঞ্ছিত। আঞ্চলিক ভাষাতেও অনেক অতুলনীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই মনোভাব যেন না জাগে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এই সুযোগে একটা ইতিহাসের গল্প আমরা মনে করে নিই। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক। স্পেনের রানী তখন ইসাবেলা। একদিন দরবারে বসে তিনি আর কলম্বাস মনোযোগ দিয়ে কলম্বাসের আসন্ন সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে সেখানে এসে হাজির হলেন সে সময়ের এক বিখ্যাত স্পেনীয় পন্ডিত নেবরিহা (ইংরাজি বানানে Nebrija, তাঁর নামে স্পেনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে)। সঙ্গে তার অনেক কাগজপত্র।

তিনি রানীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। রানী বললেন তিনি ব্যস্ত, পরে আসতে। কিন্তু পন্ডিতমশাই নাছোড়। বললেন তাঁর কাজটি অতি জরুরি। সময় দিতে হল। নেব্রিহা হাতের ওই কাগজপত্র এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন এগুলি এখনই মুদ্রণের জন্য জার্মানিতে পাঠাতে হবে, হাজার খানেক কপি চাই।

এ ঘটনার কয়েক দশক আগেই গুটেনবার্গ প্রেস আবিষ্কার করেছেন। রানী জানতে চাইলেন কী ছাপাতে চান তিনি। উনি বললেন স্পেনীয় ভাষার ব্যাকরণ। রানী বললেন,”কী হবে ছেপে?”নেব্রিহা বললেন,”তোমার হাতের সবচেয়ে ধারালো তলোয়ার হবে। শহুরে ওপরতলার লোকেরা এটা শিখবে। নিচুতলার মানুষজন প্রান্তিক হয়ে যাবে।

এই উন্নাসিকতা অবাঞ্ছিত। তা ছাড়া দেখতে হবে ব্যাকরণ জ্ঞান যেন কোনো ভাবেই ভাষার প্রসাদ গুণকে আক্রান্ত না করে, কল্পনাশক্তির প্রকাশকে ব্যাহত না করে, এদিকে আবার ব্যাকরণকেও মান্যতা দিতে হবে। এর জন্য অবশ্যই পাঠ্যসূচির বাইরে ভালো বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

যে কোনো ভাষার শব্দসম্ভারের একটা সীমা থাকে এবং জাতির উন্নতির স্তরের ভিন্নতার ওপরে নির্ভর করে সেই ভাষার অন্তর্গত শব্দসংখ্যার তারতম্য। কিন্তু মানুষের অনুভবের তীব্রতা, গভীরতা, সুক্ষ্মতা বা জটিলতার বৈচিত্র্য কে পূর্নত প্রকাশের পক্ষে তা অপ্রতুল।

সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার কিছু অননুকরণীয় ব্যবহার বৈচিত্র্য থাকে। ছটফটে শিশুকে মা যখন বলেন,”তোর পায়ে কি কাক বাঁধা আছে?’”তখন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থপ্রসারণশীলতার নিদর্শন দেখে বিস্মিত লাগে।

,এখন ওই যে শিশুটি,যার প্রসঙ্গ দিয়ে এই “বাক্যি চচ্চরি’(এ শব্দবন্ধ বিবেকানন্দ স্বয়ং তাঁর “বাংলা ভাষা”প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন)পাকানো শুরু হয়েছিল, তার শব্দ ভাঁড়ার যদি ক্রমশ না বেড়ে চলে, তা হলে ক্ষুধা,তৃষ্ণার মতো সাধারণ চাহিদার কথা সে বলতে পারবে বটে,কিন্তু কখনই তার আবেগ-অনুভব বা সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। অর্থাৎ তাকে আজীবন ভাষার বৃহত্তর দিগন্তের দিকে চলতে হবে। ভাষাই চিন্তার বাহন, ভাষাহীনতার অর্থ চিন্তায় অক্ষমতা। আর কে না জানেন “আমি চিন্তাসক্ষম, তাই আমি অস্তিত্ববান। ”এজন্য পাঠ্যাভ্যাস জরুরি।

বাকি রইল লেখা। সেখানে দুটি দিকে নজর রাখা দরকার। প্রথমত যা বলতে চাই, তার তীক্ষ্ণ প্রকাশের জন্য যথাযথ শব্দ নির্বাচন। এ দক্ষতা অভ্যাসে বাড়ে। আর বানান। বাংলা বানান সর্বদা উচ্চারণ অনুযায়ী হয় না,(অর্থাৎ ফোনেটিক্যাল নয়)। তা ছাড়া বানানের সামান্য হেরফেরে অনেক ক্ষেত্রে শব্দার্থ বদলে যায়। সুতরাং সাধু সাবধান। বানান আয়ত্ত্ব করতে হবে। আর তার জন্য ব্যাকরণ শিখতে হবে। তা ছাড়া আধুনিক কাল সহজ প্রকাসভঙ্গির দাবীদার। সেখানে”বাহাদুর সমাস বা প্যাঁচালো বিশেষণ”ব্যবহার অবাঞ্ছিত।

এ শেখা সাধনানির্ভর। মাতৃভাষা এ সাধনা দাবী করে। এ যে”মোদের গরব, মোদের আশা। ”

শিক্ষা: সার্বিক বিকাশ, দক্ষতা, সময়োপযোগী সামাজিক চাহিদা পূরণ

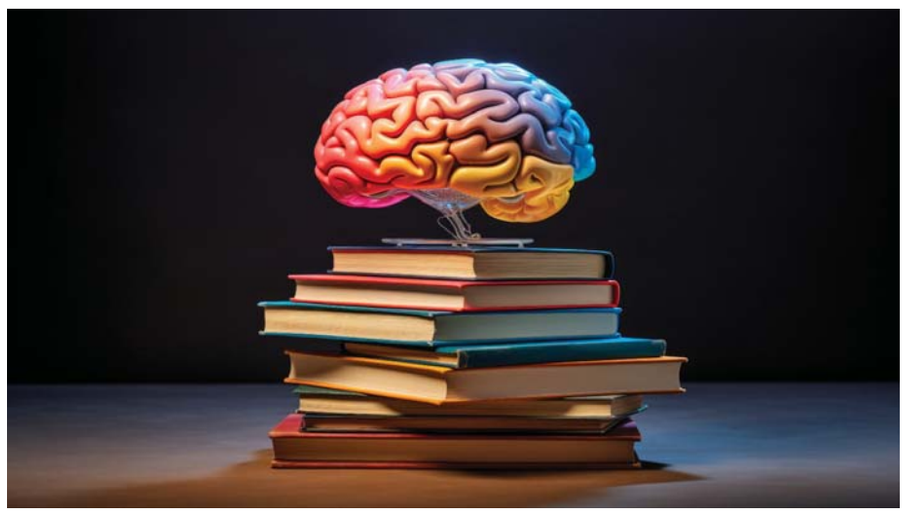

শিক্ষা বিজ্ঞানে স্বাভাবিকভাবেই “শিক্ষা “ কে নানানভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলেও যুগের পরিবর্তন ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার অভিমুখ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন বোর্ড বা সংসদ বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিভিন্ন ধরনের বিষয় ও পাঠক্রমের ব্যবস্থা করেন।

বর্তমানে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি কথা বহু চর্চিত ও বিবেচিত : তা হ’ল কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ। যে ছাত্র বা ছাত্রীটি আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, হয়তো বয়সে ১৫ বা ১৬ বছর বয়সী, সে বা তারা যখন কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন পদে আবেদন জানাবে তখন যদি তাদের বয়স ২৫,২৬ বা ২৭ বছর হয় তবে আগামী ১০ বা ১২ বছর পরে কোন্ দক্ষতা ও যোগ্যতায় তৎকালীন সামাজিক প্রয়োজন তারা মেটাতে পারবে তা কি বর্তমান শিক্ষাচর্চার মধ্যে আমরা ভাবতে পারছি?

নারীর বর্তমান স্বাস্থ্য যেমন আগামী দিনের সুস্থ ও নীরোগ সন্তানের জন্ম দিতে পারে, তেমনই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বর্তমান শিক্ষাদানের সুস্বাস্থ্যের উপর। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপই পারে আগামী দিনের সুস্থ ও সুউন্নত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে। সিলেবাস বা পাঠক্রম তো প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সোপান বা সিঁড়ি মাত্র। কিন্তু যে গুণগুলি বা দক্ষতাগুলি অর্জন করলে আগামী দিনের সামাজিক চাহিদাগুলির সঠিকভাবে প্রতিকার করা যায়, তা কি সম্পন্ন হচ্ছে?

শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানের

ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রতিযোগিতায় আটকে না থেকে ভবিষ্যতের কাণ্ডারী নির্মানের সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেই দিশা উপলব্ধি করে নিজেদেরও ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির যথোপযুক্ত কাণ্ডারী করে গড়ে তুলুন। অনেক অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার দৃঢ় ও নির্ভিক মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। সমাজের নানান ধরনের প্রয়োজনের গুরুত্ব মাথায় রেখে সব ধরনের পারদর্শীতার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সকল বিষয়ের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে। নতুবা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের সামাজিক প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, অনেক বিষয় ও পারদর্শীতার গুরুত্বের অপমৃত্যু হবে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে। আজকের শিক্ষা আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না। তাই যেকোনো স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্তৃপক্ষকে বিশ্বনাগরিক তৈরির দক্ষতাগুলি মাথায় রেখে চাহিদা পূরণের শিক্ষাদানে ব্রতী এবং পূর্ণ মাত্রায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষজনকে বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের সংস্পর্শে অন্ততঃ ওয়েবিনারের মাধ্যমেও আনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োগমূলক দক্ষতা অর্জনের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালার ব্যবস্থা আজ ভীষণভাবে প্রয়োজন। কেবল পুঁথি সর্বস্ব জ্ঞান আগামী দিনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না। প্রকৃত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের বাধাগুলিকেও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। জীবাণুকে সনাক্ত না করলে রোগ প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পুষ্টি হতে পারে তার যেকোনোরকম বাধাগুলিতে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

Prevention is better than cure.

প্রথম পদক্ষেপের পর আর পিছনে তাকিও না

এ লেখার শিরোনাম বড় শক্ত। কোন লক্ষ্যে তোমার শিক্ষা।

ছেলেবেলায় তোমার জীবনের লক্ষ্য - এই বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে বলা হতো আমাদের। অপটু মনে যা খুশি লিখতাম। যেমন, আমি শচীন টেন্ডুলকার হতে চাই। চাইলেই কি আর হওয়া যায়? আমি অমিতাভ বচ্চন হতে চাই। অতো সোজা! কি অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন এই মানুষগুলো! ভাবা যায় না। তেমনি আমি বিরাট বড় ডাক্তার হতে চাই। বা কম্পিউটার প্রোগ্রামার হতে চাই। এ সব ভাবা ভাল। কিন্তু হতে গেলে যে পরিশ্রম করতে হবে, তা অভাবনীয়। তাই ভেবেচিন্তে লক্ষ্য স্থির করতে হবে। নিজেকে বুঝতে হবে।

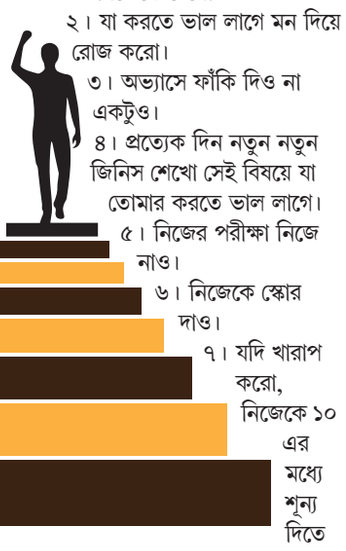

ড: বাসব চৌধুরী

ছাত্রছাত্রী বলবে, আপনি বলছেন, নিজেকে বুঝতে হবে। নিজেকে বুঝব কী ভাবে? এটা কিন্তু খুব কঠিন প্রশ্ন। তোমার কোন কাজ করতে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে? খেলতে ভাল লাগে? দৌড়োতে পারো? রোজ ১০ কিমি করে দৌড়োতে বললে পারবে? তাও আবার ভোরবেলা! শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বাদ দিতে পারবে না। পারবে? যদি ৫ বছর এই ভাবে দৌড়োতে পারো, আমি লিখে দিচ্ছি তুমি ভাল স্পোর্টসম্যান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। তেমনি তুমি যদি রোজ ২০০ পাতা করে একটা বিষয় চর্চা করো ১২ বছর ধরে, আমি লিখে দিচ্ছি, তুমি ওই বিষয়ে এক্সপার্ট হতে পারবে। নিশ্চয় পারবে। কোন লক্ষ্যে তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত তাহলে?

১। নিজেকে চেনো।

২। যা করতে ভাল লাগে মন দিয়ে রোজ করো।

৩। অভ্যাসে ফাঁকি দিও না একটুও।

৪। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন জিনিস শেখো সেই বিষয়ে যা তোমার করতে ভাল লাগে।

৫। নিজের পরীক্ষা নিজে নাও।

৬। নিজেকে স্কোর দাও।

৭। যদি খারাপ করো, নিজেকে ১০ এর মধ্যে শূন্য দিতে শেখো।

৮। কী ভাবে ওই শূন্যকে ১০ এ ১০ করা যায় ভাবো।

৯। ১০ এ ১০ পাবার কাজে সফল হও।

১০। এবার নতুন বিষয় চর্চা করো এবং উপরের পদ্ধতি অনুসরণ করো।

এই ভাবে তোমার নিজের একটি চরিত্র দাঁড়াবে যেটি তুমি। এই যে তুমি একজন দারুণ “তুমি” হয়ে উঠলে, এই লক্ষ্যে তোমার শিক্ষা। তোমাকে নিজের মতন হয়ে উঠতে হবে। এই হয়ে ওঠার লক্ষ্যে তোমার শিক্ষা।

ভাববে কথাগুলো নিয়ে। যদি পছন্দ হয়, চেষ্টা শুরু করো। দেখো খারাপ হবে না। আর কতটা ভাল হবে সেটা তোমার ইচ্ছা এবং প্রয়াস। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে এগোও। তোমরা ঠিক পারবে। আর সকলে একই লক্ষ্যে এগিয়ো না। ভিন্ন পথের পথিক হয়ো। নতুন পথ খুঁজে পাবে। নাও। এবার শুরু করে দাও। The first step is the step that matters. আর প্রথম পদক্ষেপের পর আর পিছনে তাকিও না। এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো।

লেখক: প্রাক্তন উপাচার্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যক্ষ, হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি; সিনিয়র ডিরেক্টর, কল্যাণ ভারতী ট্রাস্ট

আলোকিত এক জীবন
ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ

আজ ৫ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবস। আদর্শ শিক্ষক ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর জন্মদিন স্মরণ করে পালিত হয় জাতীয় শিক্ষক দিবস।

বিভিন্ন রকম সুবিধা বর্জিত তামিলনাড়ুর এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম এবং সেখানেই বেড়ে ওঠা।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ অসচ্ছল। কিন্তু এসব কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সেজন্যই তিনি আদর্শ, বিশেষ করে যাদের জীবন-পথ সেই অর্থে খুব মসৃণ নয়, তাদের কাছে। জীবনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কাঙ্খিত লক্ষে কী করে পৌঁছতে হয়, তা তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন একেবারে ছোটবেলা থেকেই। পারিবারিক আর্থিক অবস্থা প্রতিকূল ছিল, তাই প্রথম থেকেই তিনি ভেবে নিয়েছিলেন সরকারি বৃত্তি তাঁকে পেতেই হবে, যার

নায়ীমুল হক

থেকে পড়াশোনা করে এগিয়ে যেতে পারবেন তিনি। ঠিক হয়েছিলো-ও তাই। জীবনে কখনো দ্বিতীয় হন নি। দর্শন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল এক অমোঘ আকর্ষণ। সেটাও আবার তৈরি হয়েছিল তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের থেকে। বয়স তখন তাঁর মাত্র উনিশ-কুড়ি। তখনই তিনি লিখে ফেলেন এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ। সেটা পাঠিয়েও দেন তখনকার সুবিখ্যাত অধ্যাপক আলফ্রেড জর্জ হগ এর নিকট। আলফ্রেড যে এই রচনা সরাসরি খারিজ করে দেবেন, সে বিষয়ে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু ঘটনা ঘটলো একেবারেই বিপরীত। অধ্যাপক আলফ্রেড খুবই খুশি হলেন প্রবন্ধটি পড়ে এবং তিনি এটিকে প্রকাশ করার জন্য নির্বাচিত করলেন।

রাধাকৃষ্ণান বরাবরই ছিলেন কিছুটা ভাবুক-প্রকৃতির। তিনি ভাবতেন এই প্রকৃতির কথা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা।

কিভাবে সৃষ্টি হল এই বিশাল নির্মাণ! জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে তিনি সর্বদাই বুঝতে চাইতেন এ সমস্ত।

১৯০৯ সালে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। এরপর তিনি University of Mysore, University of Calcutta, University of Oxford, University of Chicago ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন।

তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি University of Oxford এ অধ্যাপনা করেন। University of Mysore এ অধ্যাপনাকালীন তিনি বেশকিছু পত্রিকা লেখেন - The Quest, Journal of Philosophy এবং International Journal of Ethics.

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর (১৯৫২ - ১৯৬২) তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। ভারতরত্ন, নাইট সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উপাধিতে তিনি বহুবার ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬২ সাল থেকে মহান এই মানুষটির জন্মদিন সারা দেশে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু হয়।

আসুন, আজ আমরা আর একবার শপথ গ্রহণ করি শিক্ষক হিসাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যেন আলোকিত সেই সব জীবন অনুসরণে কিছু আমরাও দিয়ে যেতে পারি।

লেখক: শিক্ষক, হরিনাভি ডিভিএএস হাই স্কুল

الدعوة
দাওয়াত

- খুশু-খুজু নামাজের প্রাণ
- বিপদে ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে যা বলে ইসলাম

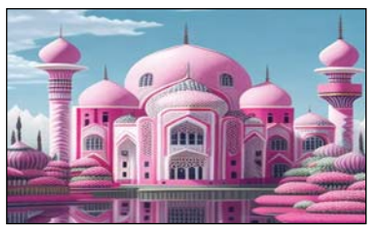

- তিন কাজে মুক্তি, তিন কাজে ধ্বংস
- উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে প্রচলিত ভুলত্রুটি

খুশু-খুজু নামাজের প্রাণ

মো: আবদুর রহমান

খুশু-খুজু বা বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে নামাজের প্রাণ। নামাজের যাবতীয় ফজিলত, প্রভাব ও উপকারিতা এই খুশু-খুজুর সাথেই সম্পৃক্ত। খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় করলে তা সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়। আর খুশু-খুজুবিহীন নামাজ প্রাণহীন-আত্মাহীন লাশের মতো। তাই নামাজে খুশু-খুজু অবলম্বন করা একজন মুমিন বান্দার জন্য একান্ত আবশ্যক।

খুশু-খুজুর কি? : 'খুশু' একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- একাগ্রতা, বিনয় ও নম্রতা। পরিভাষায় 'খুশু' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। যথা- ১. বিনয় ও নম্রতা এবং ২. শান্ত ও স্থিরতা। অন্তরে খুশু বলতে এই উভয় অর্থকেই বোঝায়। আর 'খুজু' শব্দটি দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও নম্রতাকে বোঝায়। ইসলামী পরিভাষায় খুশু বলতে পরিপূর্ণ বিনয়, নম্রতা ও গভীর মনোযোগের সাথে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে বোঝায়। খুশুর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। মূলত অন্তরের খুশুই আসল খুশু। কারণ, অন্তরে যখন খুশু তথা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয়-ভীতি, বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হবে, তখন মানুষের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ খুজু নির্ভর করবে খুশুর ওপর। ওয়াসওয়াসা কিংবা অন্য মনস্কতার দরুন খুশুতে বিঘ্নতার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতেও বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়।

আল্লামা সাআদি রহ: বলেন, 'নামাজে খুশুর অর্থ হলো- মহান আল্লাহর সান্নিধ্যের অনুভূতি নিয়ে এ কাগ্র হৃদয়ে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। এর মাধ্যমে বান্দার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তা ছাড়া এতে অবাঞ্ছিত নড়াচড়া বন্ধ হয় এবং দৃষ্টি অবনত হয়। নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু আদায় পাঠ করা হয়, আদবের সাথে তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলোর প্রতি ধ্যান থাকে। এর মাধ্যমে নফসের কুচিন্তা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। আর এটিই নামাজের রূহ বা প্রাণ এবং নামাজের মূল উদ্দেশ্য।' (তাফসির সাআদি, পৃষ্ঠা-১/৫৪৭)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ: নামাজের খুশুকে শরীরের আত্মার সাথে তুলনা করে বলেছেন, 'শরীর থেকে যখন আত্মা চলে যায়, তখন তা মৃত্যুবরণ করে। একইভাবে নামাজে খুশু না থাকলে এটি তার প্রাণ, রূহ ও আত্মা হারিয়ে ফেলে। খুশু ছাড়া নামাজ আদায় করা রাজাকে মৃত খাদেম উপহার দেয়ার মতো।' এরপর তিনি বলেন, 'এভাবে নামাজ আদায় করলে যদিও নামাজের আবশ্যকীয়তা পালন করা হয়; কিন্তু এ ধরনের নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না, এর জন্য পুরস্কৃতও করেন না।'

নামাজে খুশু-খুজুর গুরুত্ব : ইসলামী শরিয়তে খুশুর গুরুত্ব অপরিসীম। খুশু বা একাগ্রতা নামাজের প্রাণ। ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের জন্য খুশু তথা একাগ্রতার কোনো বিকল্প নেই। একাগ্রতাবিহীন নামাজ দায়সারা ও শারীরিক ব্যায়ামের উপকারিতা ব্যতীত তেমন কিছুই বয়ে আনে না। আল্লাহর কাছে এমন নামাজের মূল্য নেই। এসব নামাজির আল্লাহ তায়ালা নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন এবং শাস্তির অঙ্গীকার করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- 'অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।' (সূরা আল মাউন : ৪-৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহ: বলেন, তারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন। অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে নামাজ না পড়ে অধিকাংশ সময় শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে। অথবা উদ্দেশ্য হলো- নামাজের রুকন, শর্ত, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাহগুলো আদায়ের ব্যাপারে অলসতা দেখায় এবং যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে আদায় করে না। আরেকটি ব্যাখ্যাও এমন হতে পারে যে, তারা নামাজের মধ্যে মনোযোগ ঠিক রাখে না, আল্লাহ তায়ালার কাছে সমর্পিত হয় না এবং নামাজের মুহূর্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। মোটকথা 'উদাসীন' শব্দটি প্রতিটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। উপরোল্লিখিত যে কাজটি কেউ করবে সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সবগুলোই পাওয়া যাবে, সে এই আয়াতের পরিপূর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রেই নিফাক ও কপটতা পূর্ণাঙ্গরূপে তার মধ্যে প্রকাশ পাবে। (তাফসিরে ইবনে কাসির-৮/৪৯৩)

হজরত আবু দারদা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'এই উম্মতের কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাজের খুশু উঠিয়ে নেয়া হবে। অবশেষে তোমরা উম্মতের মধ্যে কোনো খুশু অবলম্বনকারী লোক খুঁজে পাবে না।' (সহিহুত তারগিব-৫৪২)

হুজায়ফা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'তোমাদের দ্বীন থেকে তোমরা প্রথম হারাবে নামাজের খুশু-খুজু। আর সবশেষে হারাবে মূল নামাজ। অবস্থা এমন হবে যে, কেউ নামাজ আদায় করবে; কিন্তু তাতে কোনো কল্যাণ থাকবে না। এমন একটা সময় আসবে, যখন তোমরা বড় বড় মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখবে, সেখানে একজন মানুষও খুশু-খুজু সহকারে নামাজ আদায় করছে না।' (মাদারিজুস সালিকিন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২১)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 'তোমরা সব নামাজের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে একান্ত আদব ও বিনয়ের সাথে দাঁড়াও।' (সূরা বাকারা-২৩৮) এ আয়াতে 'কুনুত' শব্দের অর্থ- আল্লাহর ভয়ে নত ও নম্র হওয়া, দৃষ্টি অবনত রাখা এবং দুই বাহুকে ঝুঁকিয়ে দেয়া।

নামাজে বিনয়াবনত হওয়ার অর্থ হলো- হৃদয়ের পুরো সত্তা আল্লাহ তায়ালার সামনে উপস্থিত করা। যেখানে উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তি। এই উপস্থিতির ফলে তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে আসে, আত্মায় বয়ে যেতে থাকে আনুগত্যের পরশ। থেমে আসে নড়াচড়া, কমে যায় এদিক-ওদিক তাকাতাকি। কারণ, তার অনুভূতিতে রয়েছে যে, আমি তো এখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে আছি। আমি যা বলছি এবং করছি সব কিছু আল্লাহ তায়ালার পর্যবেক্ষণে আছে। একেবারে নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই এ মনোযোগ ধরে রাখতে হবে। তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা ও

নফসের কল্পনা দূরীভূত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, ধীর-স্থিরভাবে নামাজে দাঁড়ায়, রুকু-সেজদা শান্তভাবে আদায় করে, রুকু থেকে পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, একাগ্রতার সাথে নির্দিষ্ট সময় নামাজ পড়ে সে নামাজ অতি উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে যায়। আর ফেরেশতা এ নামাজকে আসমানে নিয়ে যায়। সেই নামাজ নামাজিকে দোয়া দিতে থাকে এই বলে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হিফাজত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হিফাজত করেছ।' পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামাজ আদায় করে সে নামাজ কালো কুৎসিত হয়ে যায়। ফেরেশতারা এ জাতীয় নামাজকে অপছন্দ করেন এবং তারা তা আসমানে নিয়ে যায় না। আর এই নামাজ নামাজিকে একথা বলে অভিশাপ দেয় যে, 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, যেভাবে তুমি আমাকে বিনাশ করেছ।' অতঃপর সেই নামাজকে পুরোনো কাপড়ের মতো ভাঁজ করে নামাজির মুখে নিক্ষেপ করা হয়।' (তাবারানি) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বলেন, 'ধীরস্থির ও নম্রতার সাথে দু'রাকাত নামাজ আদায় করা, অমনোযোগী হয়ে সারা রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়েও উত্তম।' (শরহুস সুন্নাহ, বাবুল খুশু ফিস সালাত)

হজরত আবু আবদুল্লাহ আশআরি রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে রুকু করে না এবং সেজদায়ও শুধু ঠোকর মারে (নাক ও কপাল পাখির মতো ঠোকর দিয়ে জমিনে ছোঁয়ানো, এরপর সেজদায় কোনোরকম সময় না দিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠিয়ে ফেলা) তার অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির মতো যে অত্যধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বা দু'টি খেজুর খায়, যাতে তার ক্ষুধা দূর হয় না। এমনিভাবে এ নামাজও কোনো কাজে আসে না।' (তাবারানি, আল মুজামুল কাবির-৪/১১৫) অর্থাৎ প্রচণ্ড ক্ষুধা অবস্থায় মাত্র একটি কিংবা দু'টি খেজুরে যেমন পেট ভরে না, তেমনি নামাজে তাড়াহুড়ো করলেও এর সঠিক স্বাদ পাওয়া যায় না। এভাবে নামাজ আদায় করলে নামাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং এ ধরনের নামাজ তার অন্তরকে পরিশোধিত করে না। এ কারণেই নবীজী সা: আমাদের নামাজে ঠুকঠুক করে রুকু-সিজদা করতে নিষেধ করেছেন।

একটি পাখি যখন খাবার খায়, তখন সে খুব দ্রুত তার ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়ে খাবার সংগ্রহ করে। ঠিক তেমনি এ ধরনের মুসল্লি এতটাই দ্রুত নামাজ আদায় করে। রাসূল সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নামাজে রুকু থেকে পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়ায় না এবং দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে না, তার নামাজ পূর্ণাঙ্গ নয়।' (তিরমিজি)

আবু সাঈদ খুদরি রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবীজী সা: বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন রুকু করবে, তখন সে তার মাথা যেন গাধার মতো ঝুঁকিয়ে না দেয়; বরং পিঠ যেন সোজা রাখে।' (বায়হাকি-২/১২১)

হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সা: নামাজে তিনটি জিনিস নিষেধ করেছেন, তা হলো- ১. মোরগের মতো সেজদায় ঠোকর দেয়া; ২. কুকুরের মতো পা খাড়া করে বসা এবং ৩. শিয়ালের মতো এদিক-সেদিক তাকানো।' (মুসনাদে আহমদ-৮১০৬)

তাই নামাজের প্রতি যতশীল হওয়া এবং রুকু ও সেজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক। অন্যথায় পুরো জীবন নামাজ পড়লেও তা কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি ৬০ বছর ধরে নামাজ পড়ে, অথচ তার নামাজ কবুল করা হয় না। কেননা, সে রুকু পূর্ণ করলেও সেজদা পূর্ণ করে না। আবার সে সেজদা পূর্ণ করলেও রুকু পূর্ণ করে না।' (সিলসিলাতুল আহাদিস আচ্ছাহিহা, আলবানি-২৫)

খুশু-খুজুর ফজিলত : খুশু বা একাগ্রতাপূর্ণ একটি নামাজ এবং খুশুবিহীন নামাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। একাগ্রতাপূর্ণ নামাজ আদায়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাপমুক্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এ ছাড়া গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রতিদান ও পুরস্কারের নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

হজরত উবাদা ইবনুস সামিত রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু সম্পন্ন করে সময়মতো নামাজ আদায় করবে, রুকু ও সিজদা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং খুশু বা একাগ্রতার প্রতি যত্নবান হবে, তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। অপরদিকে যারা এরূপ করবে না, তাদের জন্য আল্লাহর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।' (সুনানে আবু দাউদ-৪২৫, মুসনাদে আহমাদ-২২৭০৪, জামিউল উসুল-৪১৩২, সহিহ আল-জামিউস সগির-৩২৩৭, সহিহুত তারগিব-৪০০)

একজন সফলকাম মুমিনের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে খুশু-খুজু সহকারে নামাজ আদায় করবে। যারা খুশু সহকারে নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয় ও নম্রতা (খুশু-খুজু) অবলম্বন করে।' (সূরা মুমিনুন : ১-২)

ইবনে কাসির রহ: এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'নামাজে খুশু অর্জন করার জন্য সর্বপ্রথম হৃদয়কে দুনিয়াবি সব কিছু থেকে খালি করতে হবে। এরপর হৃদয়কে নামাজের প্রতি শতভাগ মগ্ন করতে হবে। বান্দা যতক্ষণ নামাজে থাকবে, ততক্ষণ নামাজ ছাড়া বাকি সবকিছু তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এভাবে নামাজ আদায় করতে পারলেই সেই নামাজ হবে আত্মার খুশির উৎস।' সুতরাং খুশুর সাথে নামাজ আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার আত্মার এই পরম সুখানুভূতি অনুভব করা সম্ভব।

খুশু থাকলে বান্দার জন্য নামাজ আদায় সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন- 'আর তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্য এই নামাজ একটি কঠিন কাজ; কিন্তু খুশু অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের জন্য তা কঠিন নয়।' (সূরা বাকারা-৪৫)

হজরত উসমান রা:-এর সূত্রে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলমান নামাজের ওয়াক্ত হলে উত্তমরূপে অজু করে, অতঃপর খুশু-খুজুর সাথে সুন্দরভাবে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করে, তখন এ নামাজ তার আগের সব গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর নামাজের এ ফজিলত সে সর্বদা পেতে থাকে।' (সহিহ মুসলিম-২২৮)

একাগ্রতাসহ পরিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় করলেই গুনাহ মাফ হয়। রাসূল সা: বলেছেন, 'মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন তার সব গুনাহ তার মাথায় ও দু'কাঁধে এনে রেখে দেয়া হয়। সে যতবার রুকু-সিজদা করে, ততবার তার গুনাহগুলো ঝরে পড়ে।' (সিলসিলা সহিহা-১৩৯৮)

আরেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যখন বান্দা নামাজের জন্য দাঁড়ায় এবং তার প্রবৃত্তি, তার চেহারা ও তার অন্তর সবই পূর্ণভাবে আল্লাহমুখী হয়, তাহলে সে নামাজ থেকে এতটা নিষ্পাপ হয়ে বের হবে যেমন তার মা তাকে জন্ম দেয়ার সময় ছিল।' (মুসলিম, ইয়াহয়াউল উলুম) হজরত উকবা ইবনে আমের জুহানি রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, অতঃপর দু'রাকাত নামাজ এমনভাবে আদায় করে যে, তার অন্তর নামাজের প্রতি মনোযোগী থাকে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শান্ত থাকে। তাহলে নিশ্চয় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।' (আবু দাউদ)

জাহান্নাম থেকে মুক্তি : পরিপূর্ণ খুশুর সাথে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায়কারী নিঃসন্দেহে আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে। এভাবে আল্লাহর ভয়ে কাঁদলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ এবং জান্নাতে প্রবেশ করার নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

দণ্ডায়মান হওয়া সহজ হবে : খুশুর সঙ্গে নামাজ আদায় করলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ হবে। ইবনুল কাইয়্যিম রহ: বলেন, 'বান্দা আল্লাহর সামনে দু'বার দণ্ডায়মান হয়। প্রথমবার দণ্ডায়মান হয় নামাজে, আর দ্বিতীয়বার হবে কিয়ামতের ময়দানে। যে ব্যক্তি প্রথম দাঁড়ানোর যাবতীয় হক আদায় করতে পারবে, তার জন্য দ্বিতীয়বার দাঁড়ানোটা সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি প্রথমবার দাঁড়ানোতে (নামাজে) অবহেলা করবে, দ্বিতীয়বার দাঁড়ানো তার জন্য কঠিন হবে।'

কুসংস্কার থেকে বাঁচতে মহানবী সা. যে নির্দেশনা দিয়েছেন

শরিফ আহমাদ

কুসংস্কার হলো নিছক ধারণা ও কল্পনাভিত্তিক প্রমাণহীন বিশ্বাস এবং ওই বিশ্বাস অনুযায়ী ভিত্তিহীন প্রথা ও কর্ম। কোরআন ও সুন্নাহর আলো থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিরাই কুসংস্কারে আক্রান্ত। আধুনিক যুগে বহু মানুষ কুসংস্কারের চাদরে আবৃত। কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসাই ঈমানের দাবি। কারণ নির্ভেজাল ঈমান-আমল ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নেই। প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তারা কোনো জিনিস বা বস্তু থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করত। সালিহ (আ.)-এর উম্মত মুমিন ও কাফির দুই দলে বিভক্ত হয়েছিল। কাফির সম্প্রদায় সালিহ (আ.) ও ঈমানদার সঙ্গীদের অশুভ লক্ষণ বলে মনে করত। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'তারা বলল, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।' (সুরা : নমল, আয়াত : ৪৭)

একই অভিযোগ ফেরাউন ও তার লোকেরা মুসা (আ.)-এর ব্যাপারে করেছিল।

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হতো তখন তারা বলত, এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-আপদ হতো তখন তারা ওটাকে মুসা (আ.) ও তার সঙ্গী-সাথিদের মন্দ ভাগ্যের কারণরূপে নিরূপণ করত।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৩১)

অন্য আয়াতে আছে, 'এবং যদি তাদের ওপর কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে, এটা আল্লাহর নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে এটা তোমার নিকট থেকে হয়েছে। তুমি বলো! সমস্তই আল্লাহর কাছে হতে হয়।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৭৮)

মহান আল্লাহর একত্ববাদের বাণী প্রচারের কারণে আরো কয়েকজন নবী-রাসুলকে উম্মতের কপাল পোড়া লোকদের থেকে অপয়া বলে আখ্যায়িত করার বর্ণনা পাওয়া যায়।

জাহেলি যুগে কুসংস্কার

জাহেলি যুগে অনেক রকম কুসংস্কার প্রচলিত ছিল।

এর মধ্যে একটি হলো মানুষ বিশেষ কোনো কাজ করার সময় বা কোথাও যাত্রাকালে পাখির দিকে লক্ষ করত অথবা ইচ্ছাকৃত পাখি উড়িয়ে দিত। যদি দেখত পাখি ডান দিকে উড়ে গেছে, তাহলে তাকে শুভ লক্ষণ মনে করত এবং কাজটি সম্পন্ন করত। আর যদি বাঁ দিকে উড়ত, তবে অশুভ লক্ষণ মনে করত এবং সে কাজ থেকে বিরত থাকত। ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা শুভ-অশুভ আল্লাহর হাতে। তিনি যেটা ইচ্ছা করেন সেটাই হবে। পাখির ডানে-বাঁয়ে ওড়ার সঙ্গে

শুভ-অশুভের কোনো রকম সম্পর্ক নেই। এটা নিঃসন্দেহে কুসংস্কার। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. বলেছেন, 'রোগের মধ্যে (আল্লাহর হুকুম ছাড়া) সংক্রমণ নেই। শুভ-অশুভ লক্ষণ বলে কিছু নেই। প্যাঁচায় কুলক্ষণ নেই এবং সফর মাসে অকল্যাণ নেই।' (বুখারি, হাদিস : ৫৩৪৬)

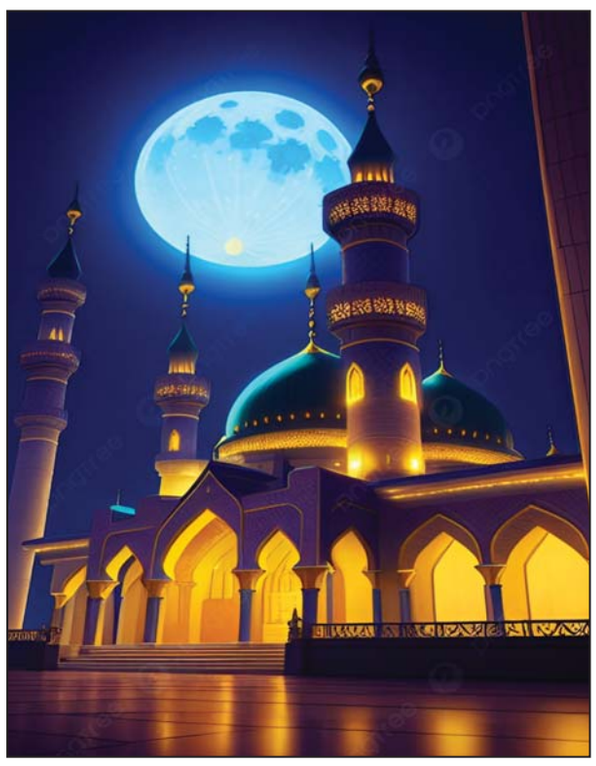

কুসংস্কার শিরকের অন্তর্ভুক্ত

আজকাল সমাজে এমন কিছু কুসংস্কারের কথা শোনা যায়, যা শিরক ও কুফরের দিকে নিয়ে যায়। অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অন্ধ আনুগত্যের কারণে অনেক মানুষ জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গিয়ে শিরক করে বসে। কুসংস্কার পালনকারী ব্যক্তির জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদী বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, কুলক্ষণ মনে করা শিরক। আর যে তা মনে করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তবে আল্লাহ তাআলা উক্ত বিষয়কে দূর করে দেন তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৯১০; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৫৩৮)

কুসংস্কারের কাফফারা

কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠিত হলে প্রত্যেক মানুষের ঈমান মজবুত হবে। আমলের ফাউন্ডেশন স্থায়ী হবে। কুসংস্কারের কাফফারা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুলক্ষণের কারণে তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি শিরক করল। সাহাবারা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এর কাফফারা কী? তিনি বলেন, এ কথা বলা যে 'আল্লাহুম্মা লা খাইরা ইল্লা খাইরাকা ওয়ালা ত্বয়ারা ইল্লা তাইরাকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার মঙ্গল ছাড়া আর কোনো মঙ্গল নেই, আপনার পক্ষ থেকে সুসাব্যস্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কোনো দুর্ভাগ্য হতে পারে না এবং আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৭০৪৫)

তিন কাজে মুক্তি, তিন কাজে ধ্বংস

আহমাদ ফারজানা

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, তিন বস্তু মুক্তিদানকারী আর তিন বস্তু ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী তিনটি বস্তু হলো—(১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সত্য কথা বলা, (৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হলো—(১) প্রবৃত্তি পূজারি হওয়া, (২) লোভের দাস হওয়া এবং (৩) অহংকারী হওয়া। আর এটিই হলো সবচেয়ে মারাত্মক। (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৬৮৬৫; মিশকাত, হাদিস : ৫১২২)

মুক্তিদানকারী তিন বস্তু

তাকওয়া : অর্থ আল্লাহকে ভয় করা, যা শয়তানের আনুগত্য থেকে মানুষকে রক্ষা করে। একইভাবে এটি মানুষকে সব অসৎকর্ম ও জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মোরো না...।'(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০২)

মুমিনরা সুদ-ঘুষ, জিনা-ব্যভিচার এবং সব ধরনের অন্যায় থেকে বিরত থাকে শুধু আল্লাহর ভয়ে। তাই তাকওয়া হলো ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি।

সদা সত্য কথা বলা : আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।'

(সুরা : তাওবা, আয়াত : ১১৯) রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু দুটির জামিন হবে, আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭৪)

সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : আল্লাহ বলেন, '(আল্লাহর বিনয়ী বান্দা তারাই) যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে।' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ৬৭)

ধ্বংসকারী তিন বস্তু

প্রবৃত্তি পূজারি হওয়া : আল্লাহ বলেন, 'তুমি কাফিরদের বলে দাও যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের আহবান করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলে দাও, আমি তোমাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করব না। ফলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৫৬)

লোভের দাস হওয়া : মহান আল্লাহ ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন, 'তুমি তাদের পাবে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্যদের চেয়ে বেশি আসক্ত, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাজার বছর বেঁচে থাকে। অথচ এরূপ দীর্ঘ আয়ু তাদের (মৃত্যু বা আখিরাতের) শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আসলে তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ৯৬)

ইসলামের নীতি হলো নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া যাবে না। রাসুল সা. আবদুর রহমান বিন সামুরা (রা.)-কে বলেন, 'তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা, যদি তুমি সেটা চাওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হও, তাহলে তোমাকে তার দিকে সোপর্দ করা হবে (আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হবে)। আর যদি না চেয়ে পাও, তাহলে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।' (বুখারি, হাদিস : ৬৬২২)

অহংকারী হওয়া : আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতগুলো মিথ্যা বলে এবং তা থেকে অহংকার ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সুচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমি অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করে থাকি।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৪০)

বিপদে ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে যা বলে ইসলাম

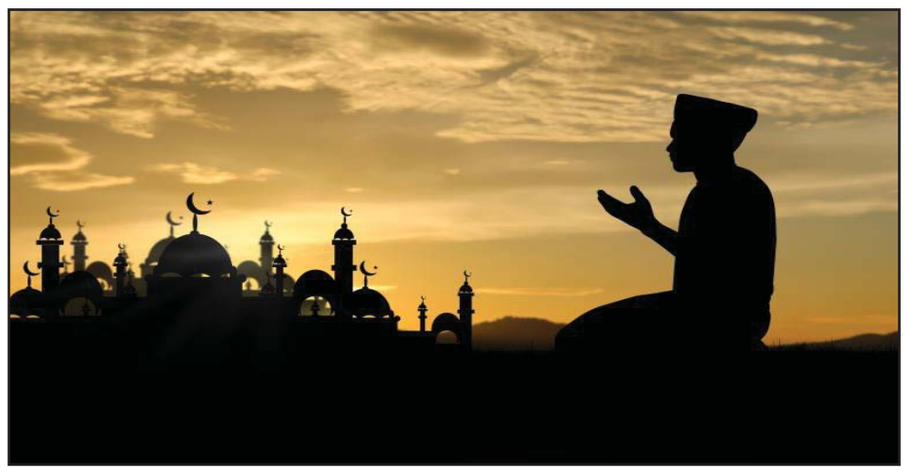

বিশেষ প্রতিবেদন

বিপদ মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে। বান্দার ওপর যখন বিপদ আসে তখন সে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে। তাই আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, 'যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' আলেম, দা'ঈ ও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের যাকে আল্লাহ ধৈর্যের, সাওয়াবের আশার ও আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতার তাওফীক দিয়েছেন, সে সফল হয়েছে, তাওফীক প্রাপ্ত হয়েছে, হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তার দ্বারা উপকার প্রদান করেছেন, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন: وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ [الطلاق: ٢، ٣] "এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তার জন্য (বিপদ ও পরীক্ষা থেকে) বের হওয়ার রাস্তা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাকে রুজি প্রদান করবেন তার ধারণাতীত উৎস থেকে।" [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২-৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ [الطلاق: ٤] "আর যে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তার জন্য তার সকল কর্মকে সহজ করে দিবেন।" [সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧ [محمد: ٧] "হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাসমূহ (অবস্থান) সুদৃঢ় করবেন।" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন: بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣ [العصر: ١، 4] "পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি"। সময়ের শপথ, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে তারা নয়। [সূরা আল-আসর, আয়াত: ১-৩]

অতঃপর দুনিয়া ও আখিরাত সফল লাভবান হলো মুমিনগণ, সৎকর্ম সম্পাদনকারীগণ, পরস্পর সত্যের উপদেশ দানকারী ও পরস্পর ধৈর্যের উপদেশ দানকারীগণ। আর এটা জানা বিষয় যে, নিশ্চয় ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, পরস্পর সত্যের প্রতি আহ্বান করা ও পরস্পর ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত, তারপরও আল্লাহ সুবহানাহু এর কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার ও এর দিকে (মানুষকে) উৎসাহ প্রদান করার জন্যে। উদ্দেশ্য হলো: নিশ্চয় যে ব্যক্তি ন্যায়ের আদেশ করবে, অন্যায়ের নিষেধ করবে সে ব্যক্তি এ মহা গুণগুলোর অধিকারী, পুণ্যলাভ ও চিরসুখ অর্জন করে উত্তীর্ণ হবে যখন তার এর ওপর মৃত্যু হবে। নিম্নে বর্ণিত আল্লাহর বাণী এ মহাগুণে গুণান্বিত হওয়ার আবশ্যিকতাকে আরো শক্তিশালী করে।

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ [المائدة: ٢] "সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২]

তাওয়াক্কুল ঈমানের পরিপূর্ণতা

জাফর আহমাদ

তাওয়াক্কুল অর্থ হচ্ছে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। আল্লাহর পথনির্দেশনার ওপর ব্যক্তির পূর্ণ আস্থা রাখা। সে মনে করবে আল্লাহ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। তিনি নৈতিক চরিত্রের যে নীতিমালা, হালাল ও হারামের যে সীমারেখা এবং পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য যেসব নিয়মকানুন ও বিধিবিধান দিয়েছেন, তাই সত্য ও সঠিক এবং সেসব মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত। দ্বিতীয়ত, মানুষের নির্ভরতা তার নিজের শক্তি, যোগ্যতা, মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের সাহায্য সহযোগিতার ওপর হবে না। তাকে এ কথা পুরোপুরি মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি ব্যাপারে তার সাফল্য প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্যের ওপর। আর সে আল্লাহর তাওফিক ও সাহায্যের উপযুক্ত কেবল তখনই হতে পারে, যখন সে তার সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে এবং তার নির্ধারিত সীমারেখাগুলো মেনে কাজ করবে। তৃতীয়ত, ঈমান ও নেক কাজের পথ অবলম্বনকারী এবং বাতিলের পরিবর্তে ন্যায় ও সত্যের জন্য তৎপর। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে সে সেসব লাভ, উপকার ও আনন্দকে পদাঘাত করবে, যা বাতিলের পথ অনুসরণ করলে সহজেই লাভ করা যায়। তাওয়াক্কুলকারী ন্যায় ও সত্যের ওপর দৃঢ়পদ থাকায় ক্ষতি, দুঃখকষ্ট ও বঞ্চনা ভাগ্যে নেমে আসবে জেনেও ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করবে। ঈমানের সাথে তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণতা পায় না। তাওয়াক্কুল ছাড়া যে ঈমান তা সাদামাটা স্বীকৃতি ও ঘোষণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ ধরনের ঈমানদার থেকে ইসলামের গৌরবময় ফলাফল অর্জিত হতে পারে না। প্রকৃত ঈমানদার সার্বক্ষণিক আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবে। কারণ তাওয়াক্কুল গভীর ঈমান থেকেই সৃষ্টি হয়। এই ঈমান তাকে এ প্রেরণা জোগায় যে, তোমার সব অবস্থা মহান আল্লাহ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন। মুহূর্তের জন্যও তিনি তোমাকে তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে দূরে রাখেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যা-ই তোমাদের দেয়া হয়েছে তা কেবল দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপকরণ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী। তা সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর ওপর নির্ভর করে।' (সূরা শূরা-৩৬) এখানে আল্লাহর প্রতি ভরসাকে ঈমানের অনিবার্য দাবি এবং আখিরাতের সফলতার জন্য একটি জরুরি বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাওয়াক্কুল কিভাবে করতে হয় তা শিক্ষা লাভের জন্য আমরা মহীয়সী নারী, হজরত ইবরাহিম আ:-এর প্রিয়তমা স্ত্রী, হজরত ইসমাইল আ: স্নেহময়ী মাতা, আল্লাহর একজন বিশেষ বান্দি হজরত হাজেরা আ:-এর কাছে যেতে পারি। তার অগাধ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা ও ধৈর্যশীলতাকে এতটাই ভালোবাসেন যে, সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য সাফা-মারওয়ার সাঈকে হজের একটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুমে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা বাকারা-১৫৮) একজন নিঃসঙ্গ নারী জনমানবহীন এ মরুভূমিতে কিভাবে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করেছিলেন, কিভাবে তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন, কিভাবে তিনি শুষ্ক ধূলি-ধূসর মরুভূমি ও পাথরসমৃদ্ধ দুটো পাহাড়ে ছোটাছুটি করে আল্লাহর অনুগ্রহের তালাশ করেছিলেন। হজরত ইবরাহিম আ: তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইল আ: ও প্রিয়তমা স্ত্রী হাজেরাকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে এ নির্জন স্থানে রেখে যান। তবে এটিও মনে করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা

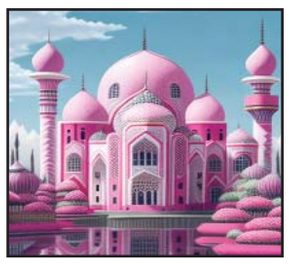

ছিল না। এটিও তাঁর প্রতি কতকগুলো পরীক্ষার একটি। তিনি তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে কতটুকু ভালোবাসতেন তা তাঁর দোয়া থেকে আমরা বুঝতে পারি। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের দৃষ্টিসীমার বাইরে পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে মহারবের কাছে আবেদন করলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তৃণলতাহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরের একটি অংশকে আপনার ঘরের কাছে অভিবাসিত করলাম। এ জন্য যে, তাঁরা যেন নামাজ কায়েম করে। তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলমূল দিয়ে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও; যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' (সূরা ইবরাহিম-৩৭) অভিবাসিত মা হাজেরা তাঁর শিশুকে বুকে জড়িয়ে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে এ অভিবাসনকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। যখন তাদের পানি ও খাদ্য শেষ হয়ে গেল, তখন মা ও শিশু ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে গেলেন। শিশু ইসমাইলকে উপত্যকায় রেখে মা পানির জন্য সাফায় দৌড়ালেন, চার দিকে দৃষ্টি মেলে পানির সন্ধান পেলেন না। দৌড়ালেন মারওয়ায় সেখানেও পানির সন্ধান মেলেনি। এভাবে সাফা-মারওয়া ও মারওয়া-সাফা দুই পাহাড়ের মাঝে বেশ কয়েকবার দৌড়ানোর পর প্রিয় সন্তানের অবস্থা অবলোকন করার জন্য শিশুর কাছে এলেন। এসে দেখেন শিশুর অনতিদূরে মাটি ফুঁড়ে আল্লাহর রহমতের বারিধারা প্রবল বেগে উতলে উঠছে। মা হাজেরা পানির উৎসের চার দিকে বাঁধ দিলেন এবং মশক পুড়ে শিশুকে পান করান এবং নিজেও পান করেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধৈর্য ও নির্ভরশীলতার ফলস্বরূপ তাঁর দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট ও দুর্ভাবনা দূর করে দিলেন। এখানে হজরত ইবরাহিম আ:-এর ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল প্রকাশিত হয়েছে। স্ত্রী-সন্তানকে তৃণলতাহীন ধূসর ও নির্জন মরুভূমিতে রেখে যান মূলত আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখেই। তিনি জানতেন তাঁর প্রভু এঁদের বিনাশ করবেন না। তাঁর এ নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে মহান প্রতিপালকের কাছে করা তাঁর দোয়া থেকে। দোয়াটিতে তিনি বলেছেন, 'তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলমূল দিয়ে তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দাও। যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' মা হাজেরার নির্ভশীলতাকে আল্লাহ এতটাই পছন্দ করলেন যে, এই নির্ভরশীলতা অনাগত মুমিন-মুসলমানরা যাতে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন করতে পারে সে জন্য এই দুটো পাহাড়ের মাঝে দৌড়াদৌড়িকে আল্লাহ মুমিনদের জন্য কর্তব্য হিসেবে ধার্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ হজ বা ওমরাহ করে তার জন্য এই দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাঈ করায় কোনো গুনাহ নাই। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কোনো সৎ কাজ করে আল্লাহ তা জানেন এবং তার যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য দান করবেন।' (সূরা বাকারা-১৫৮)

তাই এখানে প্রদক্ষিণকারী সম্মানিত মেহমানদের গভীর দৃষ্টি ফেলতে হবে যে, আমরা কিসের জন্য এবং কী কারণে দৌড়াচ্ছি, সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে সাফা কেন এই কসরত? মূলত এখান থেকে যে শিক্ষাটুকু আমাদের নিতে হবে, তা হলো আমরা আল্লাহর রহমতের জন্য দৌড়াচ্ছি। যারা একান্তই আল্লাহর ওপর ভরসা করেন, তাদের জন্য এ দৌড়টুকু আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতাকে আরো বৃদ্ধি ও আরো সুদৃঢ় করে দেবে। এ পুণ্যময় স্মৃতি মন্থরকারী হৃদয় একমাত্র আল্লাহর জন্য উন্মুখ থাকবে, তার ভরসাস্থল হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা। তার যা কিছুর প্রয়োজন, তা আল্লাহকেই বলবে। সম্মানিত আল্লাহর মেহমানরা যেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রদক্ষিণ করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে নিজেদের অভাব, প্রয়োজন এবং অসহায়তার কথা পেশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আর হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা উচিত, এ কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।' (সূরা বাকারা-১৮৬)

যদিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে চোখে দেখতে পাই না এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবও করতে পারি না, তথাপি তাঁকে দূরে মনে করা ঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দাহর অতি নিকটেই অবস্থান করেন। প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছা করলে সবসময় তার কাছে আর্জি পেশ করতে পারে। এতে তিনি সব কিছু শুনেন। কারণ তিনি সামিউম বাছির বা শ্রবণকারী ও মহাদ্রষ্টা। এমনকি মনে মনে যা আবেদন করা হয় তাও তিনি শুনতে পান। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'নিশ্চয় আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন।' (সূরা আল-ইমরান-১১৯) শুধু শুনতে পান না; বরং সে সম্পর্কে তিনি সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। মানুষ অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে যেসব অলীক, কাল্পনিক ও অক্ষম সত্তাদের উপাস্য ও প্রভু গণ্য করে তাদের কাছে দৌড়ে যায়, তারা তার কোনো আবেদন নিবেদন শুনতে পায় না এবং আবেদনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের নেই। আল্লাহ গভীর ও প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি তার বান্দাহদের কার্যাবলি, সঙ্কল্প ইচ্ছা পুরোপুরি ভালোভাবেই জানেন। কারণ তিনি বাছিরুম বিল ইবাদ। তিনি লাতিফ বা সূক্ষ্মদর্শী। সুতরাং তাওয়াক্কুল একমাত্র তাঁর ওপরই করতে হবে এবং যা কিছুর প্রয়োজন তাকেই বলতে হবে।

সুসন্তান জুটবে যাদের ভাগ্যে

মুহাম্মাদ শামসুদ্দোহা

দু'চোখ মেলে চার পাশে তাকালেই সামনে ভেসে ওঠে সম্পদ ও সন্তানের উপচে পড়া ভিড়। জীবনযাত্রায় যদিও এই দু'টির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য; কিন্তু সম্পদের তুলনায় সন্তানের গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তান বেঁচে থাকলে পাহাড়সম সম্পদ জমা করতে পারবে, প্রাণে মারা গেলে আর ফিরবে না। তাই সন্তানের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে আল্লাহর ভাষায়- 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন যাকে চান পুত্র দেন। অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (সূরা শূরা : ৪৯-৫০)

মূল্যবান বস্তুর প্রতি যেভাবে হৃদয়ের আকর্ষণ থাকে এবং তা হাতছাড়া বা বিনাশ হওয়ার একটি ভয় মনের মধ্যে কাজ করে, ঠিক সেভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সন্তান-সন্ততি মা-বাবার মনোযোগ, আশা ও শঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কুরআনে আল্লাহ চমৎকারভাবে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন- 'জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা।' অর্থাৎ সন্তানের মোহে পড়ে যে মা-বাবা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং তাকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়, তাদের সামনে সন্তান বড় আজাবস্বরূপ। বিপরীতে যারা সন্তানকে আল্লাহর পরিচয় শেখায় এবং নিজেরাও আল্লাহর আদেশ মেনে চলে, তাদের জন্য সন্তান চক্ষু শীতল হওয়ার কারণ। এ জন্য দয়াময় আল্লাহ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন- 'হে মুমিনরা! ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা মুনাফিকুন-৯)

হৃদয়ের গভীরে যেই সন্তানদের স্থান, তাদের মাধ্যমে আল্লাহ মা-বাবাকে পরীক্ষায় ফেলতে চান। কঠিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পিতা-মাতার ওপর কিছু কর্তব্য অবশ্যই আছে :

১. আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং সন্তান জন্মের পূর্ব-পরবর্তী সব সময়ের জন্য সেই দোয়া অব্যাহত রাখা। আল্লাহ নিজেই শিখিয়ে দিচ্ছেন : 'রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররিয়্যাতিনা কুররাতা আইয়ুনিন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।' অর্থ- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ থেকে দান করুন নয়নপ্রীতি এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।' (সূরা ফুরকান-৭৪)

২. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রাথমিক আমলগুলো সুন্নত অনুযায়ী পালন করা। যেমন, ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেয়া, তাহনিক করা, মাথা মুণ্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রুপা বা তার মূল্য সদকা করা, আকিকা করা, উত্তম অর্থবহ নাম রাখা এবং উপযুক্ত সময়ে খৎনা করানো।

৩. গুনাহমুক্ত জীবনযাপন করা। পিতা-মাতা নিজেরাই অন্যায় ও পাপকর্মে লিপ্ত থেকে সভ্য-ভদ্র ও আল্লাহভীরু সন্তান কামনা করা বোকামি। যেমন, নিজেরা নামাজ ছেড়ে দিয়ে নামাজি সন্তানের আশা করা। এ জন্য স্বামী-স্ত্রীর উচিত সন্তান জন্ম নেয়ার আগেই সব পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়া; নিজেদের সুন্দর দুনিয়া ও সুখময় আখেরাত এবং সুসন্তান লাভের স্বার্থে। এ ছাড়াও সন্তানের সামনে স্বামী-স্ত্রী কখনো কোনো অভিমান বা ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া, এর ফলে সন্তানের মনে মানসিক চাপ পড়তে পারে।

৪. শুরু থেকেই সন্তানের মুখে ভালো শব্দ-বাক্য ও পরিভাষাগুলো তুলে দেয়া। যেমন, আল্লাহ, কালিমা, ইসলাম, সালাম, শোকর ইত্যাদি। কোন কাজ করলে পাপ, কোন কাজ করলে সওয়াব এবং হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য শৈশব থেকেই বুঝিয়ে দেয়া। এ ক্ষেত্রে হজরত লুকমান হাকিম কর্তৃক তার পুত্রের প্রতি যেই উপদেশ সূরা লুকমানে লিপিবদ্ধ আছে, তা আমাদের জন্য পথনির্দেশক।

৫. উৎসাহ ও সুপরামর্শ দেয়া। সন্তান কখনো কোনো অন্যায় করলে পরিমিত ও শরিয়তসম্মত শাসন করা এবং ভালো কাজ করলে প্রশংসা করা। অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেয়া। এর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার ইত্যাদিতে অভ্যস্ত না করানো। অর্থাৎ ভোগ নয়, ত্যাগের শিক্ষা দেয়া।

৬. গুনাহমুক্ত, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কারণ, মানুষ চার পাশের পরিবেশ-পরিস্থিতির দ্বারাই প্রভাবিত হয়। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেপর্দা, নোংরা ও নাচ-গানের পরিমণ্ডলে সন্তান বড় হলে ওই পথেই চলতে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এ জন্য সন্তানকে গুনাহমুক্ত পরিবেশ উপহার দেয়া মা-বাবার অন্যতম দায়িত্ব। তাই তো আল্লাহ তার নবীকে উদ্দেশ করে বলছেন- 'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় আপনার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। এমন কোনো ব্যক্তির কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, যে নিজের খেয়ালখুশির পেছনে পড়ে আছে এবং যার কার্যকলাপ সীমা ছাড়িয়ে গেছে।' (সূরা কাহাফ-২৮)

৭. সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। অর্থাৎ যে শিক্ষা শিশুর মন-মননে, আখলাক-আচরণে আল্লাহর ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে এবং তাকে সৎপথে পরিচালিত করে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বপ্রথম সন্তানকে ইসলামের মূল আকিদা-বিশ্বাস ও মৌলিক বিধিবিধান পালনের নিয়মনীতি এবং সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।

৮. সন্তানকে সৃজনশীল জ্ঞানে সমৃদ্ধ, পরিশ্রমী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা। যেন সে সম্পদের বিলাসিতায় ঘরে বসে আয়েশ না করে কিংবা অভাবের তাড়নায় মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'ফরজ বিধান আদায়ের পর হালাল মাধ্যমে উপার্জন করাও ফরজ।' (মিশকাত-২৭৮১)

শেষ কথা, কোনো দম্পতি যদি উল্লিখিত বিষয়গুলো সামনে রেখে সন্তান লালন-পালনে যথেষ্ট সচেতন হয়, আশা করা যায় আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নেককার ও সুসন্তান মিলিয়ে দেবেন।

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনে প্রচলিত ভুলত্রুটি

পিয়ার মাহমুদ

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের শাখাগত প্রায় সব খুঁটিনাটি বিধান মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। আত্মীয়ের নাম নিয়ে বলে দিয়েছেন কে কতটুকু পাবে। মৃতের সম্পদ বণ্টনের নিয়ম বর্ণনার পর মহান আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'এটা (মৃতের সম্পদ বণ্টনের এ নীতিমালা) আল্লাহর সীমানা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মৃতের সম্পদ বণ্টন করবে) তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। উহা মহাসফলতা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করবে (মৃতের সম্পদ আল্লাহর আইনমতো বণ্টন করবে না) আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে তাতে চিরকাল থাকবে। উহা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১১-১৩)

উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করে আত্মসাৎ করা হলে এবং দুনিয়াতে এর কোনো বিহিত না করলে আখিরাতে নেকি দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে? সবাই বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ওই ব্যক্তি, যার কোনো টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে সালাত-সিয়াম-জাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সঙ্গে ওই সব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে, কারো ওপর অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ওই সব পাওনাদারকে ওই ব্যক্তির নেকি থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তখন ওই সব লোকের পাপগুলো এই ব্যক্তির ওপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম, হাদিস : ২৫৮১)

অন্য হাদিসে মহানবী সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ জমি দখল করবে, কিয়ামত দিবসে সাত স্তবক জমিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' (বুখারি : ৩০২৬)

মৃতের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভুলত্রুটি

আমাদের সমাজে মৃতের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যেগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ। ভুলগুলো হলো–

১. বোনকে জমির অংশ না দেওয়া। নামে কিছু দিলেও কিনে রাখা হয়, আবার সঠিক বাজারমূল্যও দেওয়া হয় না। নামমাত্র পরিমাণে অনেক অনেক কম মূল্য দেওয়া হয়।

২. বোন পিতার ওয়ারিশ দাবি করলে খারাপ চোখে দেখা হয়। তাদের মন্দ ভাবা হয়। অথচ এটা তাদের হক। আল্লাহপ্রদত্ত পাওনা। নিজের পাওনা দাবি করা কি কোনো অন্যায়?

৩. বোন ওয়ারিশ দাবি করলে তাদের ওয়ারিশ দিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। অথচ ওয়ারিশ দিয়ে দেওয়া ফরজ আবার সম্পর্ক রক্ষা করাও ফরজ। ওয়ারিশ দেওয়ার পরেও বোনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেই হবে।

৪. স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী যদি অন্যত্র বিবাহ বসে তবে তাকে তার মৃত স্বামীর সম্পদের ভাগ দেওয়া হয় না। মৃত স্বামীর সম্পদের ভাগ পাওয়ার জন্য তো মহান আল্লাহ অন্যত্র বিয়ে না করার শর্ত জুড়ে দেননি। তাই অন্যত্র বিবাহ বসলেও সে তার পূর্বের মৃত স্বামীর সম্পদের ভাগ পুরোপুরিই পাবে।

৫. অনেক সময় স্থাবর সম্পদ ভাগ করা হলেও অস্থাবর সম্পদ ভাগ করা হয় না। স্থাবর সম্পদের মতো অস্থাবর সম্পদও ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী ভাগ হবে। যে বস্তু ভাগ করা যায় না বা ভাগ করলে তা ব্যবহার উপযোগী থাকে না সেই বস্তু ওয়ারিশদের ভেতরে বা বাইরে বিক্রি করে যে পরিমাণ মূল্যই পাওয়া যাবে তা-ই ভাগ করতে হবে।

৬. মৃতের ব্যবহারের জিনিসপত্র ভাগ না করে কাউকে দান করা হয় বা স্মৃতি/বরকত হিসেবে কেউ রেখে দেয়। এটা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সব সম্পত্তি ভাগ করতে হবে।

৭. ওয়ারিশদারের মধ্যে শিশু থাকলে তার ভাগ আলাদা করা হয় না। বড়রা নিজের মতো করে ভোগ করতে থাকে।

৮. মেয়েকে ঠকানোর জন্য পিতা ছেলেদের নামে সম্পদ লিখে দেন। এসব পদ্ধতি ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে লিগের লাস্ট বয়ের কাছে হার মহামেডানের

মহামেডান-১(সাকা)
মেসারার্স-২ (ফিরোজ,সানু)

মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: একপ্রকার অঘটনই বলা যায়।যে দলটি ডুরান্ডে বিদেশী সমৃদ্ধ বাঘা বাঘা দলের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে,সেই তারাই কিনা সিএফএল'এর একদম শেষে থাকা দলের বিরুদ্ধে হার স্বীকার করলো।তাও আবার ১ গোলে লিড নেওয়া অবস্থায়।
গত রবিবার বৃষ্টির জন্য স্থগিত হয়ে যাওয়া মহামেডান-মেসারার্স ম্যাচটি বুধবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে বাকি সময়টা পুনরায় শুরু হয়।কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অবনমনের আওতায় থাকা মেসারার্স ৭৬ ও ৭৭ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে মহামেডানকে হারিয়ে দেয়।
এই হারে মহামেডানের সেরকম ক্ষতি নাহলেও, অবনমন ফাইটে অ্যাডভান্টেজ পেলো মেসারার্স ক্লাব।১২ পয়েন্ট নিয়ে কয়েকধাপ উপরে উঠে এলো তারা।
পক্ষান্তরে ১৯ পয়েন্টে গ্রুপ লিগ

২০২৪-২৫ আই এস এল -এ মহামেডান স্পোর্টিং এর লক্ষ্য টপ সিক্স

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪-২৫ আই এস এল-এ মহামেডান স্পোর্টিং, ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রস্তুত। ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া আসন্ন মরসুমে শীর্ষ ছয়ের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার উপর মনোযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি দিয়ে। গত মরসুমে আই-লিগ জেতার পরে, ১৩১ বছর বয়সী ক্লাবটি দেশের শীর্ষ স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের পরে কলকাতার তৃতীয় ক্লাব হবে। ১৬ই সেপ্টেম্বর কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এর প্রথম আই এস এল ম্যাচটি ডুরান্ড কাপ ২০২৪ চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির বিরুদ্ধে হবে। কোচ অ্যান্দ্রচের নিশভ প্রকাশ করেছিলেন যে তারা দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন। আই এস এল -এ সর্বোচ্চ তরে পারফর্ম করার চেষ্টা করব। তিনি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা এবং আই এস এল এ নিজেদের ভক্তদের কাছে তাদের শক্তি প্রদর্শনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।

স্পেন থেকে শতবর্ষী বিশ্বকাপ সরানোর দাবি ভিনিসিয়ুসের

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল বিশ্বকাপের শতবার্ষিকী হবে ২০৩০ সালে। মুহূর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে তাই শতবার্ষিকীর বিশ্বকাপ উরুগুয়েতে হবে। কারণ ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আসর বসে লাতিন আমেরিকার মহাদেশের এই দেশে।
অবশ্য শুধু উরুগুয়েতে নয়, ২০৩০ বিশ্বকাপ হবে আরো ৫ দেশে। লাতিন আমেরিকার অন্য দুই দেশ আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ের সঙ্গে পর্তুগাল-স্পেন ও মরক্কোও ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরের আয়োজক। অর্থাৎ তিন মহাদেশ মিলে ৬ দেশে শতবর্ষী বিশ্বকাপ হবে। তবে স্পেন থেকে বিশ্বকাপ অন্যত্রে সরিয়ে নেওয়ার দাবি রেখেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০১০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নদের থেকে অন্যত্রে সরিয়ে নেওয়ার কারণ হিসেবে বর্ণবাদকে সামনে এনেছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। বিশ্বকাপের আগে যদি বর্ণবাদ বন্ধ না হয় তাহলে ম্যাচগুলো সরিয়ে নেওয়া উচিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই ম্যাচ খেলতে বর্তমানে ব্রাজিল দলের সঙ্গে ভিনিসিয়ুস। চিলির বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে নামার আগে সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। তিনি বলেছেন, 'কারো গায়ের রং নিয়ে অপমান করা কতটা গুরুতর অপরাধ তা আশা করি স্পেন বুঝতে পারবে। ২০৩০ সালের পূর্বে যদি এসব বন্ধ না হয়, আমি মনে করি বিশ্বকাপের স্থান পরিবর্তন করা উচিত। কারণ কোনো দেশে যদি খেলোয়াড়রা স্বস্তি অনুভব না করে এবং তারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলার বিপরীতে বর্ণবাদের শিকার হয় তখন বিষয়টা জটিল হয়ে দাঁড়ায়।' সামনে বর্ণবাদ বন্ধ হবে বলে বিশ্বাস করেন ভিনিসিয়ুস। ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'বিশ্বাস করি এবং চাই বিষয়টির পরিবর্তন হোক। কারণ স্পেনের অধিকাংশ মানুষ বর্ণবাদী আচরণের সঙ্গে জড়িত নয়।

প্রধান কোচ হয়ে রাজস্থান রয়্যালসে ফিরছেন দ্রাবিড়

আপনজন ডেস্ক: গত জুনে ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়ে প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়েন রাহুল দ্রাবিড়। দায়িত্ব আর চালিয়ে না যাওয়া কিংবা চুক্তি নবায়ন না করার কারণ হিসেবে সে সময় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানিয়েছিল, পরিবারকে সময় দিতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
তবে জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়ালেও ক্রিকেট থেকে খুব বেশি দিন দূরে থাকতে পারলেন না দ্রাবিড়। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের প্রধান কোচ হয়ে ফিরছেন ৫১ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি। ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো আজ এ তথ্য দিয়েছে।
সংবাদমাধ্যমটি জানতে পেরেছে, আইপিএলের আসন্ন মেগা (বড় পরিসরের) নিলাম সামনে রেখে সম্প্রতি রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন দ্রাবিড়।
খেলোয়াড় ধরে রাখার ব্যাপারে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে।
দলটির বর্তমান অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে দ্রাবিড়ের বোঝাপড়া বেশ দারুণ। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে থাকতেই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন স্যামসন।
রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গেও দ্রাবিড়ের সম্পর্ক পুরোনো। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দলটির খেলোয়াড় ছিলেন। ২০১২ ও ২০১৩ আইপিএল ও ২০১৩ চ্যাম্পিয়নস লিগ টি-টোয়েন্টিতে দলকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। এরপর ২০১৪ ও ২০১৫ মৌসুমে দলের পরিচালক ও পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে আরেক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে (বর্তমানে দিল্লি ক্যাপিটালস) যোগ দেন। এরপর লম্বা সময় ভারতের জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির (এনসিএ) প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করেন। দ্রাবিড়ের কোচিংয়েই ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতে ভারত। বয়সভিত্তিক দলে ঈর্ষণীয় সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে ২০২১ সালে তাঁকে ভারত জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় বিসিসিআই।
ইএসপিএন আরও জানতে পেরেছে, রাজস্থান রয়্যালসে দ্রাবিড়ের সহকারী হিসেবে কাজ করবেন বিক্রম রাঠোর। জাতীয় দলেও রাঠোর দ্রাবিড়ের সহকারী ছিলেন, কাজ করেছেন ব্যাটিং কোচ হিসেবে। দ্রাবিড় রাজস্থানের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিলে এই পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন কুমার সাঙ্গাকারা। লঙ্কান এই কিংবদন্তি এরপর রাজস্থান রয়্যালসের মালিকানাধীন সব ফ্র্যাঞ্চাইজির (পার্ল রয়্যালস ও বার্বাডোজ রয়্যালস) পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন।২০০৮ সালে আইপিএলের উদ্বোধনী আসরের পর আর শিরোপা জিততে পারেনি রাজস্থান রয়্যালস। ২০২২ সালে ট্রফি-ছোঁয়া দূরত্বে থেকে ফিরতে হয়েছে। সে বছর ফাইনালে হেরেছে গুজরাট টাইটানসের কাছে। সর্বশেষ আসরে দলটি বিদায় নিয়েছে প্লে-অফ পর্ব থেকে। দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে রাজস্থান দীর্ঘ শিরোপা-খরা ঘোচাতে পারে কি না, সামনের বছরগুলোতে সেটিই দেখার অপেক্ষায় থাকবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

প্যারা অলিম্পিকে শরদের রোপ্য, মারিয়া পানের ব্রোঞ্জ জয়

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার প্যারিস ২০২৪ প্যারা অলিম্পিকে শরদ কুমার পুরুষদের টি৬৩হাই জাম্প ইভেন্টে একটি রৌপ্য পদক জিতেছেন, যেখানে মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু ব্রোঞ্জ অর্জন করেছেন। টি৬২ বিভাগে শরদ, মারিয়াপ্পানের প্যারা অলিম্পিকের রেকর্ডকে-ও হারান। তিনি টোকিও ২০২০ থেকে মারিয়াপ্পানের ১.৮৬ মিটার চিহ্ন অতিক্রম করার দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১.৮৮ মিটারে সেটটি সাফ করেছিলেন। আগের প্রতিযোগিতায় তার ব্রোঞ্জের পরে শরদ এই প্রক্রিয়ায় তার টানা দ্বিতীয় প্যারা অলিম্পিক পদক-ও জিতেছেন। শরদ যদিও ১.৯১ মিটার ক্লিয়ার করতে অক্ষম হন। বারটি ১.৯৪ মিটারে ওঠার পর তিনি আরো দুটি প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যর্থ হন।
ইউ এস এ এর এজরা ফ্রেচ, যিনি টি৬৩বিভাগে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী, নতুন ১.৯৪ মিটার প্যারা অলিম্পিক রেকর্ডের সাথে স্বর্ণপদক জিতেছেন।
২০১৬ সালে রিও ডি জেনিরোতে সোনা এবং টোকিও-তে রৌপ্য জয়ী মারিয়াপ্পান ১.৮৮ মিটারে তিনটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার আগে শুধুমাত্র ১.৮৫ মিটার পর্যন্ত বারটি ক্লিয়ার করতে পারেন।

ঝাড়খন্ডে জেলা ক্রিকেট লিগের প্রথম পর্যায়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খন্ডে দেওঘর জেলা ক্রিকেট লিগের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্যায়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। সি গ্রুপের ৩ টি ম্যাচের সব কটিতে জয়লাভ করে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের চূড়ান্ত খেলা টি অনুষ্ঠিত হয় পিডিসি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।
৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার ফাইনালে মুখোমুখি হয় ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি ও দেওঘর ক্রিকেট একাডেমি। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ২৫০ রান তোলে ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি। জবাবে দেওঘর ক্রিকেট একাডেমি ১১০ রানে সব কটি উইকেট হারায়। ফলে ১৪০ রানের বিশাল জয় পায় ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমি।
ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির হয়ে সর্বোচ্চ ৫৩ রান করে সুমন বিশ্বাস ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বচ্চো ৪ টি উইকেট নেন রিজওয়ান লস্কর। ১৫০ রান ও ১০ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য সিরিজ হন মহম্মদ আসিফ। ১১ টি উইকেট নিয়ে সিরিজে সর্বচ্চো উইকেট সংগ্রাহক হয়েছেন তাহাবিব শেখ। সিরিজ সেরা ফিল্ডার নির্বাচিত হয়েছেন শুভ মান্না।
ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির প্রশিক্ষক আবু বক্কার মোল্লা আপনজন প্রতিনিধি কে বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এবার মুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।

হেড-মার্শের ব্যাটে 'মহাপ্রলয়', পাওয়ার প্লেতে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডে খেলতে যাওয়ার আগে অনেক দলই প্রতিবেশী দেশ স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফর করে। ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে মিল থাকায় ওই দুই দেশের বিপক্ষে সিরিজকে কেউ কেউ প্রস্তুতিমূলক সিরিজও বলে থাকেন। সেই ধারায় অস্ট্রেলিয়া দলও ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে স্কটল্যান্ডে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গেছে। তবে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ানরা যা করল, তাতে স্কটিশদের মনে হতে পারে ট্রাভিস হেড-মিচেল মার্শদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে ভুলই করেছে তারা! এডিনবরার গ্রেঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব মাঠে স্কটল্যান্ডের দেওয়া ১৫৫ রানের লক্ষ্য যে আজ ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯.৪ ওভারেই তাড়া করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া! আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৫০ রানের বেশি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সবচেয়ে বেশি বল বাকি রেখে জয়ের রেকর্ড এখন এটাই। একপেশে এই জয়ের পথে পাওয়ার প্লেতে বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছে অস্ট্রেলিয়া। দলটি ৬ ওভারেই তুলেছে ১১৩ রান। আগের সর্বোচ্চ ছিল ১০২ রান; যা গত বছরের ২৬ মার্চ সেঞ্চুরিয়নে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ওই দিন ক্যারিবীয়দের দেওয়া ২৫৯ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে আন্তর্জাতিক টি-

টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছিল প্রোটিয়ারা। আজ রান তাড়ায় ইনিংসের তৃতীয় বলেই অভিষিক্ত জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ককে হারায় অস্ট্রেলিয়া। তবে এরপর ব্যাট হাতে মহাপ্রলয় বইয়ে দেন আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেড ও অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তিনে নামা মার্শ ৫টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৩২৫ স্ট্রাইক রেটে ১২ বলে ৩৯ রান করে আউট হন। তবে হেডকে সহসা থামানো যায়নি। ১২টি চার ও ৫টি ছক্কায় ২৫ বলে ৮০ রান করে তিনি যখন আউট হন, অস্ট্রেলিয়া তখন জয় থেকে মাত্র ৩২ রান দূরে। ইনিংসটি খেলার পথে হেড ১৭ বলে ফিফটি পূরণ করেছেন, যা টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যৌথভাবে দ্রুততম। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মার্কাস স্টয়নিসও ১৭ বলে ফিফটি ছুঁয়েছিলেন। সেই স্টয়নিসকে নিয়েই আজ নিয়ে বাকি কাজ সারেন জশ ইংলিশ।
এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান তোলে স্কটল্যান্ড। শন অ্যাবট, অ্যাডাম জাম্পা, জাভিয়ের বার্টলেটদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে স্বাগতিক দলের কোনো ব্যাটসম্যান বড় ইনিংস উপহার দিতে পারেননি। ওপেনার জর্জ মানসে সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন। ম্যাথু ক্রসের ব্যাট থেকে এসেছে ২৭ রান। ৩৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সেরা বোলার অ্যাবট। জাম্পা ও বার্টলেট ২টি করে উইকেট নিয়েছেন। আগামী শুক্রবার একই মাঠে সিরিজের টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে স্কটল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
স্কটল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৫৪/৯ (মানজি ২৮, ক্রস ২৭, বেরিংটন ২৩; অ্যাবট ৩/৩৯, বার্টলেট ২/২৩, জাম্পা ২/৩৩)।
অস্ট্রেলিয়া: ৯.৪ ওভারে ১৫৬/৩ (হেড ৮০, মার্শ ৩৯, ইংলিস ২৭*; ওয়াট ২/১৩, ম্যাকমুলেন ১/২৫)।
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ট্রাভিস হেড (অস্ট্রেলিয়া)।
সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

অনূর্ধ্ব ১৯ রাজ্য স্কুল ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: রাজ্য স্কুল দফতরের উদ্যোগে ৬৮ তম অনুর্ধ ১৯ ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল কলকাতার ক্ষুঁদিরাম বসু অনুশীলন কেন্দ্রে। রাজ্যের সমস্ত স্কুলের কয়েক হাজার প্রতিযোগী অংশ গ্রহন করে।ক্যারেটে ফাইট প্রতিযোগীতায় ক্যানিংয়ের ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের

একাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রিয়াংশু দাস ক্যারাটে ফাইট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড মেডেল জয়লাভ করে।
স্কুল ছাত্রের এমন রেকর্ড প্রসঙ্গে ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কুমার ভকত জানিয়েছেন, 'প্রিয়াংশু আমাদের স্কুলের তথা রাজ্য ও দেশের গর্ব। বিগত দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক রেকর্ড অর্জন করেছে। আগামী দিনে আরো বেশি সাফল্য কামনা করি'।

সুয়ারেজকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা মেসির

আপনজন ডেস্ক: লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে লিওনেল মেসির সম্পর্ক কারো অজানা নয়। দুজনের সম্পর্ক অনেকটা ভ্রাতৃপ্রতিম। তাই একজনের বিদায়ের ঘোষণায় আরেকজন আবেগতাড়িত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সুয়ারেজের বিদায় ঘোষণায় তেমনি আবেগতাড়িত হয়েছেন মেসি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তাই বন্ধু সুয়ারেজকে লিখেছেন, 'তুমি অদ্বিতীয় লুইস সুয়ারেজ। মাঠ বা মাঠের বাইরে। আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসি।' লিভারপুল থেকে ২০১৪ সালে সুয়ারেজ বার্সেলোনায় যোগ দিলে মেসির সঙ্গে তার বন্ধুত্বের শুরু হয়। পরে সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাও আরো দৃঢ় হয়। একসঙ্গে কাতালান ক্লাবে ৭ বছর খেলার পর ২০২০ সালে উরুগুয়ের স্ট্রাইকার আতলেতিকো মাদ্রিদে যোগ দিলেও ছিন্ন হয়নি। বরং বিশেষ দিনগুলোতে একসঙ্গে হতেন তাদের পরিবার। এখন তো দূরত্বটাই শেষ করে দিয়ে একই ক্লাবের হয়ে খেলছেন তারা। ইন্টার মায়ামিতে এ বছরই যোগ দিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। আর মেসি ২০২৩ সাল থেকে মেজর লিগ সকারের ক্লাবে খেলছেন। জাতীয় দলের হয়ে দীর্ঘ ১৭ বছরের ক্যারিয়ারের বুটজোড়া তুলে রাখার ঘোষণা গতকাল দেন সুয়ারেজ। আগামী শনিবার প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচটিই তার ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ হবে। ঘরের মাঠ মন্টেভিডিওর সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে বিদায় নেবেন তিনি। উরুগুয়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা বলেছেন, শুক্রবার দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলব। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ ছিল না।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**